আত্মত্যাগ

আজমীর রহমান খান ইউসুফজাই

আত্মত্যাগ
আজমীর রহমান খান ইউসুফজাই
প্রকাশকাল: একুশে বইমেলা-২০২৫
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
টাঙ্গাইল অফিস: ছায়ানীড়, শান্তিকুঞ্জমোড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল।
০১৭০৬-১৬২৩৭১, ০১৭০৬-১৬২৩৭২
গ্রন্থস্বত্ব : লেখক
প্রুফ এডিটিং: আজমিনা আক্তার
প্রচ্ছদ: তারুণ্য তাওহীদ
অলঙ্করণ: মো. শরিফুল ইসলাম
ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই : দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য: ৪০০/-(চারশত টাকা) মাত্র
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৭৯৮৭-৭-৪

ISBN: 978-984-97987-7-4

Atmatag by Azmir Rahman Khan Eusufzai, Published by Chayyanir. Tangail Office: Shantikunja More, BSCIC Road, Thanapara, Tangail, 1900. Date of Publication: Ekushey Book Fair-2025, Copy Right: Writer, Cover design: Tarunnya Tauhid; Book Setup: Md. Shariful Islam, Chayyanir Computer, Price: 400/- (Four Hundred Taka Only).

ঘরে বসে যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন–http://rokomari.com/
ফোনে অর্ডার : 01611-913214

উৎসর্গ
তুর্ণা ইউসুফজাই ও মেহেদী হাসান অভি
আমার প্রিয় কন্যা ও জামাতা
যারা আমার সাহিত্য সাধনায় নিরন্তর সহযোগী

আমজাদ খান সাহেব তার ছেলেকে বিবাহ করাবেন কিন্তু মেয়ে পাচ্ছেন না। অনেক ঘটক এবং আত্মীয় স্বজনের দ্বারা খোঁজ খবর নিয়েও পাওয়া যাচ্ছিলো না বা যেসব মেয়েদের প্রস্তাব সমস্ত ঘটক বা আত্মীয়রা নিয়ে আসেন তা আবার আমজাদ খান সাহেবের পছন্দের নয়। আমজাদ খান সাহেবের এক মাত্র ছেলে শফিক বিদেশ হতে ব্যারেস্টারি পাস করেই দেশে ফিরে আসলেই তাকে বিয়ে করাবে কিন্তু পরিবার বা ছেলের উপযুক্ত মাফিক দেখতে শুনতে বংশীয় ভদ্র ঘরের শিক্ষিত মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর রীতিমত হাল ছেড়ে দিয়েছে এবং হতাশাতে কাতর। আশার প্রদীপও কিছুটা নিভু নিভু পর্যায়ে এসে তলানিতে পৌঁছেছে। অবশ্য আজ যদি শফিকের মা বেঁচে থাকতো তাহলে হয়তো এই চিন্তা আমার করতে হতো না। শফিকের মা লন্ডনে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে ইতোমধ্যে প্রায় চার বৎসর গত হয়েছে। আমজাদ খানের কোটি কোটি টাকা পয়সা আছে কিন্তু এতো টাকা পয়সা থাকতেও কোন কোন সময় এর মূল্য কানাকড়িও নেই। বাস্তব এবং বাস্তবতার বিষয়াদী হলো অন্য রকম যা কিছু সময়ে টাকা থাকলেও কেনা যায় না বা পাওয়া যায় না তেমনি অবস্থা হয়েছে ছেলের বৌ খুঁজতে গিয়ে। গাড়ি বাড়ি টাকা পয়সা প্রাচুর্যের অভাব নেই সব আছে অথচ ছেলের বউ কোনো কিছুর বিনিময়ে পাওয়া যায় না। আমজাদ খান আজ অনেক দিন পর অফিসে গিয়েছেন। এক একজন স্টাফ অফিসার দেখা করতে এসে সেই একই কথা সবার মুখে মুখে 'স্যার আর একটু সময় দিন' কেউ বলছে খোঁজা হচ্ছে কেউ বলছে ছোট সাহেবের উপযুক্ত মেয়ে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অবশেষে আমজাদ খান সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, ঠিক আছে তোমরা যাও যার যার কাজে। আমাকে একা থাকতে দাও।' আমজাদ এইভাবে ছেলের বউ খুঁজতে খুঁজতে নিজেও মানসিক রোগী হয়ে গেছে। এখন আর কাজকর্ম করতে ভালো লাগছে না। নিজের অফিস কক্ষে পায়চারী করছিলো এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো। আমজাদ খান টেলিফোনের রিসিভার তুলে 'কে বলছেন?' অপর প্রান্ত হতে বলল, আমি সাগর ফেব্রিক্সের মালিক সোহান চৌধুরী। হ্যাঁ বলুন- 'যদি কিছু মনে না করুন আপনাকে নিয়ে সন্ধ্যা সাতটাতে গ্রিনম্যান রিসোর্টে বসতে চাই। আশা করি আমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন। অন্যান্য ক্লায়েন্টসরাও থাকবে। সে বড় কথা নয় আপনার পদধূলি চাই। ঠিক আছে ধন্যবাদ। রিসিভার রেখে কলিং বেল চাপ দিলে বেয়ারা এসে, 'স্যার রুনুকে আমার সাথে দেখা করতে বলো।' জ্বি স্যার স্যার আপনার কিছু- 'হ্যাঁ এক কাপ গ্রিনটি দিয়ে যাও। রুম হতে বিয়ারা চলে গেলে কিছুক্ষণ পরে আমজাদ খানের কক্ষে রুনু প্রবেশ করে। 'বড় সাহেব আমাকে কি কিছু বলবেন।' 'হ্যাঁ আজ সন্ধ্যা সাতটায় গ্রিনম্যান রিসোর্টে সাগর ফেব্রিক্সের আয়োজনে মিটিং এর ব্যবস্থা করেছে। 'আমাকে আমন্ত্রণ করেছেন আমার সাথে তুমিও যাবে।' আমাকে ঠিক মানে এখান হতে গ্রিনম্যানে যেতে কত ক্ষণ লাগবে মাত্র ১৫/২০ মিনিট। 'ঠিক আছে আমাকে ৬টা ১৫ মিনিটের সময় স্মরণ করে দেবে। আর হ্যাঁ ওদের সাথে আমাদের সকল প্রকার ডিলিংস এর কাগজ পত্র তোমার সাথে করে নিবে।' রুনু উঠতেই বিয়ারা চা নিয়ে এসে টেবিলে রেখে চলে যায়। রুনুও পেছনে পেছনে বেরিয়ে যেতেই আবার ফিরে এসে বলে, স্যার আপনাকে দুপুরের লাঞ্চ। 'ও হ্যাঁ তুমি মনে করিয়ে ভালই করেছো। আচ্ছা তুমি দেখে এসো এখন কজন ওরা অফিসে রয়েছে।' ঠিক সেই মুহূর্তে বিয়ারার বছির এসে চায়ের পিয়ালা নিতে নিতে বলল, বড় সাব এই মুহূর্তে আমাকে সহ চব্বিশ জন স্টাফ অফিসার রয়েছে।' বছিরকে প্রশ্ন করলো আমজাদ খান তুই জানলি কি করে? বড় সাহেব আমি যখন দশ/এগারো টা চা তখনি এমনি গুনা হয়ে যায়। ও আচ্ছা (হেসে) রুনু তুমি এক কাজ করো (ড্রয়ার টেনে মানিব্যাগ বের করে) আজ অফিসে সবার জন্য খাবার নিয়ে আসবে কেউ যেন বাদ না পড়ে। দু'একটা বেশি এনো যদি

হঠাৎ মেহমান এসে পড়ে। রুনু স্যারের হাত হতে টাকা নিয়ে বাহির হয়ে আসে তার সাথে বছির ও আমজাদ খানের মন খারাপ হলেও সাগর ফেব্রিক্সের সাথে নতুন একটা কাজের ড্রিল হবে সেই সুবাদে নিজেকে মন ভালো করার চেষ্টা করছে এর মধ্যে আমজাদ খানের গায়ের বন্ধু মাস্টার আফতাব আলী খান তার গুলশানের বাসাতে মেয়েকে নিয়ে উপস্থিত তাও আবার আমজাদ খান বন্ধুকে বলেছিলো কোনো প্রয়োজনে আপদে বিপদে যদি কোনো কাজে লাগি তবে তার জন্য সব সময় দরজা খোলা তোর জন্য যেই চিন্তা ভাবনায় বন্ধুর কথার উপর ভিত্তি করে তার বাসাতে চলে এলাম। মাস্টার আপতাবের মেয়ে বাসাতে এসে বাবাকে বললো বাবা এতো বড় লোক বন্ধু কবে না কবের পরিচয় তোমাকে মনে আছে কি নেই সেই কোন ভরসাতে এতো দূর হতে এলে। বাবা দরকার নেই ঢাকাতে থেকে পড়াশোনা করার তার চেয়ে গ্রামে পিরে যাই। মেয়ের কথার উত্তরে মাস্টার আকতার দেখ না একবার দেকা হোক দেখিস কেমন পাগলের মত ব্যবহার করে। শুধু একবার দেখা হবার সুযোগটা দে তারপর না হয় উল্টা পাল্টা হলে বাসাতে থাকবো না হয় বাড়িতে ফিরে যাবে না হয় হোটেলে থেকে আগামী পরশু তোকে পরীক্ষা দেওয়ায়ে চলে যাবো। আচ্ছা দেখো তোমার যখন উনার উপর এতোই আস্তা। মাস্টার আফতাবের মেয়ের নাম পারভিন আক্তার খান অবশ্য পারভিনের বয়স যখন পাঁচ কি ছয় তখন আমজাদ খান তার একমাত্র ছেলে ও স্ত্রী লায়লাকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি ওয়ারশী গ্রামে এসেছিলো বেড়াতে তখন আমজাদ খান মাবাবা জীবিত ছিলেন খুব নামকরা পরিবার বাবা তৎসময়ের মহকুমা ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন তাই দশ গ্রামের লোক ভালোভাবেই চিনে এবং বাবা নওশের আলী খান মানুষের আপদ বিপদে সব সময় সাথে থেকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। অসম্ভব ভালো পরিচ্ছন্ন পরিবার বলে সকলের কাছে নামসহ পরিচিত। উনার মৃত্যুকালীন অনেক সহায়সম্পত্তি একমাত্র ছেলে আমজাদ খানের নামে দিয়ে গেছেন। উয়ারশী গ্রামে বিশাল একটা বাংলো বাড়ি দূর দূরান্ত হতে মানুষ দেখতে আসে। এখন শুধু পাহারাদার এর দারোয়ান বসবাস করে এবং ওরাই দেখাশোনা করে। আমজাদ খান এখনো প্রতি বছর বাড়ি খানাকে রং করে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখেন। কারণ বাবা মাকে আমজাদ খান এতটাই শ্রদ্ধা ভালোবাসতেন যে তাদের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য এই ব্যবস্থা এবং প্রতি বছর এসে বাবা-মার জন্য কয়েক গ্রামকে দাওয়াত করে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে যান। তাদের সম্পত্তি জমি চাষবাস বরগা চাষিরা করে থাকে মন চাইলে ধান চাল বিক্রয় করে জমা করে রেখে দেয় যা দিয়ে বাবা-মার নামে উহা ব্যবহার হয়ে থাকে। তাছাড়া স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদেও সিংহভাগ ব্যয় করে এর হতে। যাক যে কথা বলছিলাম পরিবারের সকলকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি ওয়ারশী গ্রামে এলে তাদের স্কুল হিসাবে মাস্টার আফতাবের সাথে পরিচয় হয় তারা উভয়ে একই সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সাবজেক্টের ওপর লেখাপড়া করেছে সেই আলোকে ভার্সিটির বন্ধু। ঠিক তখন ততোটা গাঁয়ের ছেলে উভয়ে হলেও সম্পর্ক ছিলো না কারণ আমজাদ খান কোথায় আফতাব মাস্টার কোথায়। একদিন আফতাব মাস্টারের মেয়ে পারভিন পুকুর পারের পাশ দিয়ে স্কুলে যাচ্ছিলো তার আরেক প্রান্তে শফিক দুই/তিনজন দারোয়ান আর পাহারাদারের ছেলেদের নিয়ে পুকুর পারে এলে সুন্দর সুন্দর ফুটন্ত শাপলা ফুল দেখে তার জন্য তুলে আনতে বললে তারা অস্বীকার করল। কিন্তু শফিকের শাপলা ফুল চাই চাই বিধায় অবশেষে নিজেই শাপলা তুলতে গিয়ে পানিতে পড়ে গেলে আর উঠতে পারছে না কিন্তু ওর সাথে যে সকল ছেলেরা ছিলো তারা ভয়ে পালিয়ে যায় ফলে কেউ সাহায্য করার থাকে না। তবে পারভিন দেখতে পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে বাড়ি ফিরে আসে দেখে বাবা স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলো তখন পারভিনকে দেখে বলে, মা কি হয়েছে এতো কাঁদছো কেন' বাবা তাড়াতাড়ি

আমার সাথে এসো। কেন কি হয়েছে? বাবা আগে আসই না তা না হলে ঐ সাহেব বাড়ির ছেলেটিকে বাঁচানো যাবে না পানিতে পড়ে গেছে। কাল বিলম্ব না করে আফতাব মাস্টার দৌড়ে এসে পানিতে ডুব দিয়ে শফিককে তুলে ডাঙাতে এনে পেট হতে পানি বাহির করলে শফিক বেঁচে যায় এবং আফতাব মাস্টার কোলে করে আমজাদ খানের বাড়িতে নিয়ে আসে সবাই কান্নাকাটি শুরু করে দেন। আফতাব মাস্টার বলল, এ যাত্রাতে বেঁচে গেছে আর একটু পরে যদি যেতাম তাহলে ছেলেটাকে বাঁচানো যেতো না তবে এখন আর ভয় নেই। তাও ভালো আমার মেয়ে স্কুলে যাওয়ার পথে দেখেছিল বলে।' আমজাদের স্ত্রী বলল, কি সাংঘাতিক আর এক মুহূর্তও নয়। আজি এখনই চলে যাবো সেই যে আজও গেলো কালও গেলো। একেবারে লন্ডন তবে ছেলেকে বাঁচানোর জন্য সেই কৃতজ্ঞতাতে প্রায় প্রায় চিঠি আদান প্রদান হতো এবং ওরা না থাকায় প্রতি বছর আমজাদের মা বাবার জন্য দোয়া মাহফিলের ভার আমাকেই দিতো এবং বেশি জানা শোনার জন্য তুই তুমি সম্পর্ক হয়। তবে এতদিন কোনো কাজেই লাগে নি এখন সময় এসেছে দেখি আগের মত সম্পর্ক ধরে রেখেছে কি না। এই বলে আস্তে আস্তে গেটের কাছে এলে দারোয়ান আলী হোসেন সালাম দিয়ে বলে আপনারা কাকে চান। আমরা উনার গ্রামের বাড়ি উয়ারশী গ্রাম থেকে এসেছি। উনিই আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন, আমার নাম বললেই হবে 'আফতাব মাস্টার'। দারোয়ান ঠিক আছে সাহেব আপনারা একটু দাড়ান আমি সাহেবের হতে জেনে আসি। দারোয়ান, আলী হোসেন অফিসে আমজাদ খানের নিকট টেলিফোনে আচ্ছালামুআলাইকুম 'বড় সাহেব'। অন্য প্রান্ত হতে আমজাদ খান টেলিফোনের রিসিভার তুলে বলল, 'হে বলো আলী কি হয়েছে।' 'বড় সাহেব কিছু হয় নাই তবে আপনার গাঁ হতে আফতাব মাস্টার নামে এক ব্যক্তি এসেছে।' আফতাব মাস্টারের কথা শুনেই সাথে সাথে আমজাদ দাঁড়িয়ে বলল, সে এখন কোথায় বড় সাহেব তিনি গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কি করেছিস এখনি যা তাকে সসম্মানে ভিতরে বসতে দে। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা কর যেন কোনো ত্রুটি না হয় আর আমার সাথে কথা বলিয়ে দে। দারোয়ান আলী রিসিভার টেবিলের উপর রেখে দৌড়ে এসে, 'স্যার ভিতরে আসুন সাহেব টেলিফোনের লাইনে আপনার সাথে কথা বলার জন্য অপেক্ষা করছেন।' আফতাব দ্রুত পারভিনকে নিয়ে প্রবেশ করে এবং টেলিফোন রিসিভার তুলে নিতেই বন্ধু মাস্টার তোমার এতদিন পর আমাদের কথা মনে পড়লো শোন তুমি আরাম আয়েশ খাওয়া দাওয়া সারো আমি একটু জরুরী কাজে আটকে গেছি আসতে অনেক রাত্রি হবে তবে এলেই সব কথা হবে কেমন? রাগ করিসনি বন্ধু।' পারভিনের বাবার সাথে আমজাদ খান যেভাবে কথাগুলো বলছিলো তা পারভিন শুনতে পাচ্ছে তাই মৃদ হাসছে যাক এমন একটা ভরসা পাওয়া গেলো। আফতাব ঠিক আছে তুমি চিন্তা করো না আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।' আমজাদ অপর প্রান্ত হতে। একটু দারোয়ানকে দে। আফতার মাস্টার দারোয়ান আলী হোসেনকে ফোন খানা দিলে আমজাদ বলল, 'আলী সুলতানের মাকে দিয়ে ফ্রিজ হতে যা যা ভালো ভালো মাছ মাংস মুরগি আছে তা ওদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা কর আর বিকেলের নাস্তা যেন হয়।' ঠিক আছে বড় সাহেব। রিসিভার ছেড়ে সুলতানের মাকে ডাকলে ভিতর হতে সুলতান আর সুলতানের মা বাহির হয়ে এলে দারোয়ান 'দেখো সুলতানের মা উনারা সাহেবের গ্রামের লোক বড় সাহেবের বন্ধু। সাহেব বলেছে যেন ওনাদের কোনো প্রকার অসম্মান অযত্ন না হয় যাও সাহেবদের গেস্টরুমে নিয়ে যাও।' স্যার আপনারা বড় সাহেব না আসা অবধি বিশ্রাম নেন। সুলতান উনাদের যখন যা লাগবে তুই ব্যবস্থা করে দিবি ঠিক আছে। আর আপাকে ছোট সাহেবের পাশের রুমে নিয়ে যা। সুলতান, আসুন আপনারা। স্যার আপনিও আসুন ওরা উভয়ে উভয়ের কক্ষে নিয়ে যায়। সুলতানের মা জহিরন বেওয়া বিকেলের

নাস্তা আদি করে খাওয়ালেন তারপর রাত্রির ডিনার। পরে সুলতানের মা জহিরন বেওয়া সার্ভেন্ট রুমে নিজেরা খেয়ে দেয়ে পারভিনের রুমে যায়। তবু আফতাব মাস্টার আর সুলতান ড্রইং রুমে বড় সাহেবের অপেক্ষায়। অন্য দিকে পারভিন কাজ থাকায় খেয়ে দেয়ে কাজের বুয়া জহিরনের সাথে কথাবার্তা বলে কয়ে সবকিছু জানার পর নিজের কক্ষে গিয়ে শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়লো। জহিরন ঘুম পেলে নিজের কক্ষে চলে আসে। এখন রাত প্রায় এগারোটা আফতাব মাস্টার বসে বসে পেপার পড়ছে আর সুলতান ঝিমাচ্ছে ঘুম ঘুম ভাব। এমন সময় গাড়ির হর্ন।
দারোয়ান আলী হোসেন গেট খুলে দিলো আমজাদ সাহেবের গাড়ি প্রবেশ করলে গাড়ি হতে নেমে আসে।
আলি
জ্বি বড় সাহেব।
আমার বন্ধুর তো কোনো অসুবিধা হয় নাই।
জি না বড় সাহেব আমি মাঝে মধ্যে খোঁজ খবর নিয়ে এসেছি।
এখনো উনি ঘুমান নাই। বড় সাহেব একটা কথা বলবো।
হ্যাঁ বলো।
বড় সাহেব আপনার বন্ধু মাস্টার সাহেবের একটি মেয়ে আছে এতো সুন্দর কি ব্যবহার দুইতিন ঘণ্টার মধ্যেই আমাদেরকে আপন করে নিয়েছে। তাছাড়া জানেন বড় সাহেব সুলতানের মায়ের কাছে নাকি জিজ্ঞেস করেছে আপনার পছন্দের খাবার কি কি।
তাই
তবে তো দেখতে হয়। ঠিক আছে তুই থাক আমি ভিতরে যাই দেখি। আমজাদ খান যেতে যেতে চিন্তা করলো আল্লাহ তালা বুঝি আমার বাড়িতে নিজ হাতে বউ পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তুমি যে কত বড় মেহেরবান কত বড় দয়াশীল। তুমি ক্ষমা করো দয়াময় আসলে আমরা অধৈর্যশীল জাতি তোমার দয়ার উপর নির্ভর করতে পারি না। আমজাদ চিন্তা করতে করতে ঘরে প্রবেশ করে কলিং বেল চাপ দিলে সুলতান দৌড়ে দরজা খুলে দিলে প্রবেশ করেই আফতাবকে জড়িয়ে ধরে। কি রে কেমন আছিস শরীর ভালো? কত দিন পড়ে দেখা।
হ্যাঁ আমারও তো এ কি কথা এ কি প্রশ্ন, তুই কেমন আছিস এতো শরীর খারাপ করেছিস কি করে।
কি বলবো বন্ধু তোর ভাবী চলে যাওয়ার পর এই অধপতন।
কেউ নেই যে যত্ন নিবে। খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে। কেন তোর ছেলে ছেলের বউ ওরা।
কি যে বলিস ছেলে আবার ছেলের বউ। এই সবে ব্যারিস্টারি পাস করলো। হয়তো কয়েক দিনের মধ্যে দেশে ফিরবে। এলেই ভাবছি বিয়ের পর্ব সেরে ফেলবো। তবে মেয়েই পছন্দ হচ্ছে না বা ভালো মেয়ে তো পাচ্ছি না। ও যা ভুলেই গেছি তোর সাথে নাকি তোর মেয়ে এসেছে? ওকে ছোট বেলাতে শফিকের পানিতে পড়ার সময়ে দেখেছি।
সে আর এখন ছোট নেই সে এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। বিশ্ববিদ্যালযে ভর্তি হওয়ার জন্য পরীক্ষা দিতে নিয়ে এসেছি। তাই ভাবলাম ধানমণ্ডিতে এখান হতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে সুবিধা হবে তা বেশ করেছি আমি থাকতে অন্য কোথায় মেয়ে নিয়ে উঠতে যাবি কেন। তা সেই সে কোথায় কোথায় আমার মামণি। পাশ হতে সুলতান বড় সাহেবে আপামনি এতক্ষণ সজাক ছিলেন এই একটু আগেই ঘুমিয়ে গেছেন। তবে যাক আজ আর নয় কাল সকালেই কথা বলা যাবে। তোরা খেয়েছিস তো। হ্যাঁ কখন শুধু তোর সাথে দেখা করার জন্য এখনও বিছানায় যাইনি।
বেশ ভালো এখন যা শুয়ে পড়গে আগামী কাল সকালে কথা হবে। কাল অফিস বন্ধ আছে দুই বন্ধু মিলে চুটিয়ে আড্ডা হবে, কথা হবে, খাওয়া দাওয়া হবে। কোন অসুবিধা হলে বলিস। ও হ্যাঁ ভাবী সাহেবা কেমন আছে?
ঐ আছে এক প্রকার ডায়াবেটিসের রোগী আর কত ভালো থাকবে।

সময় করে একবার ভাবীকে নিয়ে আসিস এখানে। ডায়াবেটিসের চিকিৎসার জন্য ভালো ভালো ডাক্তার আছে মধ্যে দুই একজনের সাথে আমার বেশ ভালো জানা শোনা। ঠিক আছে পরে কথা হবে এখন যা যা শুয়ে পড়গে। খোদা হাফেজ। উভয়ে উভয়ের কক্ষে চলে গেলে সুলতান চলে যায়। বড় সাহেব মানে আমজাদ খান আর রাতে খাবে না যেহেতু অফিসের কাজে বাহিরে ডিনার করেছেন তাই সরাসরি কক্ষে গিয়ে পোশাক পরিচ্ছদ ছেড়ে ওয়াশরুমে যেয়ে নিয়মিত অভ্যাস অনুসারে টেবিলে রাখা এক গ্লাস পানি খেয়ে সরাসরি বিছানায় গেলেন।

পারভিনের মা শিউলি খান শিক্ষিত একজন মহিলা স্বামী আফতাব মাস্টারের পাশাপাশি তিনিও প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ইংরেজির টিচার, খুব ভালো পড়ায় বলে প্রায় বেশ ভালো সুনাম রয়েছে এবং সকলেই শ্রদ্ধার চোখে দেখেন এবং ব্যবহার বড়ই নরম। ভদ্র স্বভাবের কাউকে কটু কথা বলতে কাউকে কষ্ট দিতে পছন্দ করেন না। স্কুলের অন্যান্য শিক্ষিকা বা ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের সাথে ভালো সম্পর্ক এবং অভিভাবকদের ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপারে কোনো কথা বললে সকলে তা শুনে এবং সেই মতে ব্যবস্থা নেন বলে অন্যান্য স্কুলের চেয়ে সুনাম বহন করছে। প্রতি বছর চার পাঁচজন করে ফাইভে বৃত্তি পাচ্ছে। তাছাড়া খেলাধুলাতে অন্যান্য প্রাইমারি স্কুলের চেয়ে উপজেলার মধ্যে এক ধাপ এগিয়ে আছে বলেই বছর বছর সরকারিভাবে অনেক অনুষ্ঠান পেয়ে থাকে। বিশেষত শিউলি খানের জন্য তিনি পনেরো/বিশ বছরে একাধিক বার গোল্ড মেডেল পেয়েছেন। যাইহোক মেয়ে স্বামী ঢাকাতে গিয়েছে তাদের জন্য চিন্তাতে ছটফট করছে। এই প্রথম পারভিনের ঢাকাতে যাওয়া। কোথায় থাকছে কি খাচ্ছে এই সব আর কি। পাশের বাড়ির হামিদা বুবুকে পারভিনেরা না ফেরা অবধি নিজের কাছে রেখেছেন। তবে গ্রামের বাড়ি একা থাকলেও ভয় নেই কিন্তু ভয় হচ্ছে শিউলি খান ডায়াবেটিস এর পেসেন্ট তার উপর একটু আধটু প্রেসারেরও সমস্যা। ইতোমধ্যে হামিদা বুবু ঘুমিয়ে পড়েছে বিধায় শিউলী খান আল্লাহ তায়ালার উপর ভরসা করে তিনিও বিছানাতে গেলেন আবার সকালে স্কুল আছে। শিউলী খান ভীষণভাবে নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলে বলে তার জন্যও সুনাম রয়েছে। তিনি সকলের আগে স্কুলে প্রবেশ করে এবং সকলের পরে বাহির হন। সেই ক্ষেত্রে আফতাব মাস্টারের সুনামও কম নয়। গ্রামের কার চিকিৎসা করতে হবে, কার পড়াশোনা হচ্ছে, বই ফ্রি দেয়ার জন্য, কার কার বাড়ি মেরামত করতে হবে, কার জমিতে চাষ ভাষ করতে পারছে না কৃষি উপকরণের কারণে কার জমিতে রোপন কতে বা সেচের অভাবে জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মেশিনের অভাবে পানির ব্যবস্থা করতে পারছে না কার দোকান বন্ধ টাকার জন্য এইসব সাহায্য সহযোগিতায় সর্বদা নিবেদিত প্রাণ তবে অনেক অংশের অর্থ আমজাদ খানের পারিবারিক ফান্ডের হতেও খরচ করতে থাকে। এক কথায় কোন দিন কার পিছনে কত টাকা পয়সা খরচ করেছে কিভাবে খরচ হলো কোন দিন বা অভিযোগ আমজাদ খান জানতে চাই নাই বা আফতাব সে হিসাব কোন দিন তার কাছে দিতে হয় নাই। তবে মাঝে মধ্যে আমজাদ খান বলতেন বন্ধু তোমার কোনো সমস্যা আছে কিনা এই আর কি জানতেন। কিন্তু কোনো দিন আফতাব মাস্টার নাই বা পাবো সম্ভব নয় বলে নিই তার কাছে। সেই বন্ধুকে অনেক দিন পরে আমজাদ খান পেয়ে খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেছেন। আমজাদ খান এতটাই অবস্থাশালী লোক তার পূর্ব পুরুষ হতে কারো কোনো হিংসা অহংকার নাই বিন্দুমাত্র। মানুষকে মানুষ বলেই মর্যাদা দিয়ে থাকেন বা এখনো দিয়ে আসছেন। কিন্তু ছেলেটা ব্যারিস্টারি পাস করলে কি হবে বাবা দাদার মত হয় নাই তাই আমজাদ খানের ভয় কারণ শফিক খান বারে যেতে পছন্দ করেন। কয়েকজন গার্লফ্রেন্ড এর সাথে আড্ডা দিতে পছন্দ করেন। এই সব কৃষ্টি আমজাদ খানের পরিবারে নেই যত সর্বনাশ হয়েছে বিদেশে পড়াশোনার

কারণে। ভয় হয় এক মাত্র ছেলে বিপথে চলে না যায়। তাই যত তাড়াতাড়ি দেশে এনে আমজাদ খানের বংশীয় মর্যাদাকে ধরে রাখতে নিজের দেশের নম্র ভদ্র শিক্ষিত একটা মেয়ের সাথে বিয়ে তার করিয়ে এদেশে রাখার ব্যবস্থা হলে নিশ্চিন্ত। আল্লাহ তায়ালা তাই হয়তো মুখ তুলে তাকিয়েছে। যদি আফতাব মাস্টারের মেয়েকে কোনো ভাবে পছন্দ হয়ে যায় তবে আর আমাকে পায় কে।

ফুরফুরা মেজাজে আমজাদ খানের ঘুম ভাঙলো। চারদিকে সূর্যের আলো এসে ঘরে উঁকি দিচ্ছে আজ যেন কেমন অন্য রকম লাগছে। আমজাদ খান ঘুমে থাকা অবস্থায় পারভিন এসে বাগান হতে মালিকে দিয়ে সুন্দর সুন্দর ফুল এনে সাজিয়ে রেখে গেছে অন্যান্য কক্ষেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। সকালের ব্রেকফাস্ট আমজাদ খান যা যা পছন্দ করেন সেই সবের আয়োজন করেছেন। কাজের বুয়াটা সুলতানের মাকে কোনো কিছুর মধ্যে হাত লাগাতে দেয় নাই সব নিজে একা একা কার্য সম্পাদন করেছে। তবু সুলতানকে হুকুম দিয়েছ আর সুলতান শুধু এনে দিয়েছে অবশ্য বাজারের সমুদয় দায়িত্ব সুলতানের। যত টাকা পয়সা সুলতানের কাছে থাকে। বাড়ির কাকে বেতন দিতে হবে কাকে কাপড় চোপড় দিতে হবে সব হিসাব সুলতানের নিকট। বড় সাহেব অত্যন্ত বিশ্বাস করে সুলতান এবং ওর মাকে বাবা দারোয়ান আলীকেও। সব বিশ্বাস একজন মানুষ সুলতানের বাবা ওরা তিন জনে একই বাসাতে থাকে। ওরা সবাই আমজাদ খানের সাথে আছে ছোট হতেই। দারোয়ান আলীর ছেলে সুলতানের হাতে টাকা দিয়ে গেলো পরক্ষণে আফতাব মাস্টার সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে সোফাতে বসে মুখের উপর পত্রিকার পাতা মেলে ধরতে আমজাদ খানও অন্য আরেকটি সিঁড়ি পথ দিয়ে নিচে নেমে এসে বন্ধুর পিঠে হাত দিয়ে বলে কিরে তোদের ঘুম হয়েছে। হবে না কেন এমন তুলতুলে বিছানা পত্র ঘুম না হয়ে যায় কোথায়। এমন সময় ড্রইংরুমের ডাইনিং টেবিলের দিকে তাকায় সুলতান- এই সুলতান (সুলতান দৌড়ে এসে জ্বী বড় সাহেব) এই বাড়ি ঘর এতো সুন্দর করে কে সাজিয়েছে আমার কক্ষেও দেখে এলাম। এসব সাজানো গোছানো আগে তো দেখি নাই। চারদিকে যেন সুবাতাস মনে হয় বহুদিন পর আমার মায়ের স্পর্শ পেয়েছে সারা বাড়িঘরে মনে হয় আমার সকল অভাব দূরে সরে গেছে কে এই মায়াবী মায়ের স্পর্শ আফতাব হাসতে থাকে। সুলতান বলল ‘বড় সাহেব এসবতো আপামনির কাজ।’

ডেকে নিয়ে আয় আমার চোখের আড়ালে থাকা মাকে।

আসুন নাস্তার টেবিলে আপামনিকে সেখানে দেখতে পারবেন। আফতাব আয় আয় আর দেরী নয় আমার মা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। ডাইনিং টেবিলে এসে আমজাদ সাহেব বিস্ময়ে বললেন, একি একি এলাহী সজ্জ ঘটিয়েছেরে। আমার মা (একই সঙ্গে টেবিলের দিকে তাকিয়ে) এসব আইটেম খাবার দাবার নাস্তা আমার মা তৈয়ার করতেন সেই উয়ারসী গ্রামে খেয়েছি তার পরে আর খাওয়া হয় নাই। বউভাতের ভুনা খিচুরি মুরগির ঝোল, গরুর মাংস ভুনা, পায়েশ। আয় আয় আফতাব আর দেরি নয় বসে পর বলে বসতে যাবে এমন সময় গরম গরম লুচি নিয়ে এসে আমজাদ খানকে পারভিন মাথায় ওড়না দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে ছালাম করে বলে, চাচাজান আমার বেয়াদবী হয়ে গেছে রাত্রিতে আপনার সাথে সাক্ষাত না করে ঘুমে গিয়েছি।

আরে না না মা তোমার সাতখুন মাফ হয়ে গেছে আমাকে তুমি আমার মায়ের পছন্দের খাবার তৈরি করে সামনে দেবার কি দরকার ছিলো তোমার এই মানে এতো কষ্ট করার। তাছাড়া সুলতানের মা তো ছিলো।

কি যে বলেন চাচাজান আমরা বাঙালি ঘরের শিক্ষিত মেয়ে একবাড়িতে এসে হাত গুটিয়ে বসে থাকবো এ শিক্ষা দীক্ষা আমার বাবা মা দেয় নাই মা সব সময় সব কাজের জন্য তাড়া করতেন।

বেশ বেশ ভালো সেই কত ছোট দেখেছি তোমাকে আমার ছেলে পুকুরে পড়েছিল সেই সুবাদে। আজ কত বড় হয়ে গেছো আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তির জন্য পরীক্ষা দেবে।

দোয়া করবেন চাচা আমি যেন বাবা-মার যোগ্য সন্তান হয়ে উঠতে পারি। 'অবশ্যই' আমজাদ খান খাচ্ছে আর মায়ের কথা মনে পড়ছে। হা হা আফতাব তোর মেয়ে আমাকে কি নাস্তা দিয়েছে যেন মায়ের সেই রান্না।

চাচাজান বেশি বলা হচ্ছে। আচ্ছা আমি যাই চা নিয়ে আসি।

পারভিন চলে যায়।

আফতাব তোকে একটা কথা বলবো। কি বলতে চাচ্ছিস বলে ফেল এতটা হেজিটেশন করছিস কেন? একটু চিন্তা করে আফতাবের হাত ধরে বলে আফতাব তোর মেয়েকে যদি আমার ছেলে শফিকের জন্য চাই দিবি। আফতাব কি যে বলছিস তুই কি মজা করছিস? নো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড। ইটস নট এ জোক। রিয়ালি টু।

দেখ আমজাদ কোথায় তুই আর কোথায় আমি। আমি একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান আর তোরা কত বড় পরিবার যা মাটিকে ছোয়া গেলেও আকাশকে ছোয়া কোনোদিন সম্ভব নয়। আমি আকাশ নয় বলতে পারিস কর্দযুক্ত মাটির বুক ভেদ করে আসা একটা মানুষ। কেন বন্ধু কেন কেন ভয় আমি তোর মেয়েকে ভিক্ষুকের মত ভিক্ষা চেয়ে নিছি আমার ছেলের জন্য। আমজাদ নিজেকে কেন এতো মাটির কাছাকাছি নিয়ে আসতে চাচ্ছিস? তোরা আকাশ আকাশেই থাক। তবে একটা কথা, সে আকাশে আমার মেয়েকে নিয়ে যেতে চাচ্ছিস সে আকাশের সূর্য যদি তাপদাহ হয় তবে তো আমাদের মত মানুষ পুড়ে ছাই হয়ে যাবো।

তার আগে সূর্যের তাপদাহকে দেয়াল দিয়ে চারপাশ বন্ধ করে দেবো দিয়ে যেখানে আনবো শীতল বাতাস রাতের জ্যোৎস্নার আলো ফুটাবো, স্নিগ্ধ হাসনা হেনা-মাধুবী ফুল ভরে দেবো গন্ধরাজ আর শিউলি ফুলের সম্ভারে।

সেতো কল্পনার জগৎ আমজাদ। কখনোই না, আমজাদ যা করতে চায় তা বাস্তবেও করে কল্পনাকে কখনও কোনোদিন প্রশ্রয় আশ্রয় দেয় নাই এখনতো নয়।

তবে যখন এতো করে বলছিস তখন পারভিনের মা আর পারভিনের সহিত আলাপ করে জেনে নেই। তবে যে কয়দিনের জন্য ধৈর্য ধরতে হবে। পারভিনের যেন কবে পরীক্ষা। আগামী পরশু রবিবার।

তবে ঠিক আছে পরীক্ষা পর্যন্ত ধৈর্য ধরলাম। তারপর গ্রামে সরাসরি ভাবীর কাছে গিয়ে হাজির হবো। দেখি কি করে মত না দেস তোরা।

কথা শেষ হতে না হতে পারভিন চা নিয়ে এসে বলে, চাচাজান কেমন হয়েছে নাস্তা? ভেরি গুড অসাধারণ। আফতাব বলে, আগামীকাল মা জানকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরিয়ে তারপর আমার অফিসে যাবো।

কেন। দরকার আছে। বেশ যাবো।

পারভিন তুমি যাবে?

হ্যাঁ যাবো। আমি কখনও ঢাকা ভার্সিটিতে যাইনি। কাল অফিস দেখিয়ে নিলে মন্দ হয় না। কি বল বাবা।

মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। আর মনে মনে খুশি হলেন এই ভেবে ছেলে ব্যারিস্টার আর এতো বড় বাড়ি তবে কি এ আল্লাহর দান কোনো পুণ্যের ফসল। আমার ভাগ্যে এতো কিছু দিয়ে রেখেছেন। আমার মনে হয় শিউলিও মত দেবে। এত গাড়ি বাড়ি সান শওকত দেখা যাক আল্লাহ তালা গরিবের ঘরে কি করে চাঁদের আলোয় আলোকিত করেন। আল্লাহ তোমার কাছেই ফরিয়াদ ভালো করতে গিয়ে যেন মেয়ের ক্ষতি না হয়। বুঝতে পারলাম না হঠাৎ আমজাদ তার ব্যারিস্টার ছেলেকে নিয়ে এতটা উতলা হলো কেন? কেন আমজাদ খানের মত পরিবারের কি মেয়ের অভাব হবে, ভাত ছিটালেই তো কাক শালিকের ভিড় পড়ে যাবে। হয়তো

আমজাদ খানের বাবার মত ছেলেকে একটা সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে মেয়ে দিয়ে ছেলের বউ করতে চাইছে। দেখা যাক কোন নদীর জল কোন সাগরে গিয়ে মিশে।

চা খেতে খেতে বলে কি ভাবছিস আফতাব আমি বুঝি তোকে বিপদে ফেলে দিলাম। আরে বন্ধু আমজাদ খান যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন আমার তৈয়ার করা সবকিছুর মধ্যে একটা ফুলের টোকা দিতে পারবে না। যদি কেউ দিতে আসে আই এ্যাম শুট হিম। আল্লাহ চায়তো যদি পারভিন আমার ছেলের বউ হয় তবে এমন ভাবে ওকে রেখে যাবো যে কেউ ওর সাম্রাজ্যে হানা দিতে পারবে না। সেভাবে সে ব্যবস্থা করে যাবো যাতে ওর সাম্রাজ্যের উপর আমার একমাত্র ছেলেও কোন প্রকার অধিকার কোন প্রকার চাওয়া পাওয়া থাকবে না। সব তোর মেয়ের প্রাপ্য হবে। যাতে বরং আমার ছেলেকেই পারভিনের উপর নির্ভরশীল হতে হয়।

আফতাব তাই কি হয় বা তাই কি করা যাবে।

যাবে যাবে আমজাদ খানের পরিবারের জন্য সবই সম্ভব। কারণ এই পরিবার মানুষকে দিয়ে এসেছে কিন্তু কারও কাছে হতে হাত পেতে কিছু নেই নি। তাই আমার ছেলের বউ কারও কাছে হাত পেতে নিতে যাবে না শুধু দিয়ে যাবে। ঠিক আছে সে দেখা যাবে। আমজাদ খান পারভীনকে দেখে এতটায় আবেগ আপ্লুত হয়ে গেছেন যে আজ যদি ছেলে থাকতো তবে আজই বিয়ের কাজটা সেরে পারভিনকে বউ হিসাবে গ্রহণ করে নিতেন। আসলে প্রত্যেকটা মানুষও এমন একটা সময় আসে যে তারা সবাই সবাইকে নিয়ে জড়িয়ে একই সুতায় বাধতে চাই। কিন্তু তারাও আর সে বন্ধনে বাধ্য থাকতে চায় না তারা উড়ন্ত পাখির মত উড়ে ঘুরতে চায়। আমজাদ খান একাকী জীবন নিয়ে চলতে চলতে হাঁপিয়ে উঠেছে। এটা যে কোনো মূল্যে ছেলেকে বিয়ে করাতে পারলেই অন্ততপক্ষে কথা বলার মত একজন মানুষ পাওয়া যেতো। সারাদিন ভালো ভালো খেয়ে দেয়ে আরাম আয়াশে হাসি তামাশা করে কেটে গেলো আমজাদ খান আফতাব মাস্টার আর পারভীনের মধ্যে। ওনাদের সাথে বাসার অন্যান্যরাও। দারোয়ান আলী সুলতানের মা ও সুলতান এরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা করছে এতোদিন পর বুঝি ঐ বাড়িতে সুখ ফিরে এলো। পারভীন আপা কি সুন্দর তার পাকসাক রান্নাবাড়ি, শিক্ষিত মানুষ, ব্যবহার কত ভালো। আল্লাহ তুমি এমন একজন বউ ভাইজানের কপালে দাও। ‘কি বলিস তোরা’ সুলতানের মা জানতে চায়? কি কস সুলতানের মা। দেখ না একদিনেই সবাইকে আপন করে নিয়েছেন। কত মধুর মত কথা বার্তা যেন মুখ দিয়ে মুক্তা ঝরে। শুনেছি ভাইজান কদিনের মধ্যে ঢাকাতে আসছেন। এলে তো একটা বিয়ে খেতে পারতাম কত নতুন জামা কাপড় বড় সাহেব কিনে দিতেন। এমন সময় ভিতর হতে বড় সাহেবের ডাক। ‘সুলতান’। – আসছি বড় সাহেব।

আজ শনিবার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী আফতাব মাস্টার আর পারভিনকে নিয়ে আমজাদ খানের নিজের অফিসে আর ভার্সিটি যাওয়ার কথা সেই মোতাবেক অফিসের সবাইকে জানিয়ে দিয়েছে এবং অফিসের সকলেই সুন্দর পরিপাটি করে রেখেছে নতুন মেহমানের আগমন উপলক্ষে। এর আগে আমজাদ খান বাসা হতে বাহির হয়ে আফতাব ও পারভিনকে নিয়ে প্রথমে একটা শপিংমলে প্রবেশ করলো। প্রথম আমি ভেনাস জুয়েলার্স হতে পারভিনের পছন্দ মতো ভারী ভারী অলঙ্কার খরিদ করে নিয়ে যদিও বার বার পারভিন ও আফতাব বাধা দিচ্ছিলো। কিন্তু আমজাদ খান বাধা উপেক্ষা করে শুধু বলছে তোদেরকে শুধু পছন্দ করে দিতে বলছি তাই করে দে। এই অলংকার আমি কাকে দেবো না দেবো সে শুধুই আমি জানি। ওরা আর কোন কথা না বাড়িয়ে আমিন জুয়েলার্স আর ভেনাস জুয়েলার্স হতে বাহির হয়ে শাড়ি কাপড় অন্যান্য প্রসাধনীর জন্য অন্য দোকানে প্রবেশ করে সব কেনা কাটা করে সুলতানের কাছে দিলে সুলতান গাড়িতে তুলে। ও বলাই হয়নি যে আমজাদ খান বাাড়ির বাহির হওয়ার পূর্বে সুলতানকে

গাড়িতে নিয়ে এসেছিলো। তাছাড়া শাড়ি কাপড়ের দোকান ও প্রসাধনীর দোকানের লোক সুলতানকে সাহায্য করতে পার্কিং করা গাড়ির সামনে নিয়ে এনে দিলো। এখন সব কেনাকাটা কমপ্লিট। এখন ভার্সিটি হয়ে অফিস ঘুরে যাওয়ার পালা এবং যথারীতি অফিসে এলে দারোয়ান রওশন এবং অফিসারও তন্মধ্যে রুনু সাহেব ফুলের তোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একটা আফতাব একটা পারভীনের হাতে তুলে দিয়ে সকলে মিলে নিচ হতে চার তলাতে উঠে গেলো লিফটে চড়ে। অফিসে প্রবেশ করে এ এক এলাহী ব্যাপার সে পার করেছে। হাজার হোক আমজাদ খানের ভাবী পুত্র বধূ। আফতাব ও পারভীন ভীষণ আশ্চর্য হলেন এ কী কেন এই আড়ম্বর আয়োজন। আমজাদ খান আফতাব আর পারভীনের মুখ দেখে বলে, কি বন্ধু খুব আশ্চার্য লাগছে সব কিছুতে। আকতার ও পারভীনের মুখে কথা নেই মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে। না বলতে পারছে না সইতে পারছে টেবিল ভরা নানা রকমের খাবার দাবার। এ সব আয়োজন অফিস হতেই করা। তবে বসার ব্যবস্থা করেছে বড় রুমে। আমজাদ খান অফিসার স্টাফদের সবাইকে বেড রুমে আসার জন্য আহ্বান করলেন এবং আফতাব ও পারভীনকে আমজাদ খান সাথে করে প্রবেশ করলেন। ভিতরে প্রবেশ করে আমজাদ খান যে চেয়ারে বসতেন সেই চেয়ারে পারভীনকে বসিয়ে আফতাব এক পাশে আর আমজাদ খান তাদের পাশে বসলেন এবং কী অফিসার যার যার পদবী অনুসারে চেয়ারে বসলেন। বলতে দ্বিধা নেই আজ যেন আমজাদ খানের পাগলামীতে সকল প্রকার কার্যকলাপ ওর হয়েছে। উপস্থিত সবাই কানাঘোষা করছে ‘সাহেব কি করতে চাইছে।’ যার যার চেয়ার বা সিটের সামনে বিভিন্ন ধরনের খাবার ইতোমধ্যে দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে আমজাদ খান বললেন, লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান আমি আমার অফিসের বোর্ডরুমে যে জন্য এসবের আয়োজন করেছি তার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে চেয়ারে, আপনারা যে মেয়েটাকে বসা দেখছেন তিনি আমার ছেলের জীবন রক্ষাকারী তার সাথে আমার বন্ধু এই সে নাম করা মাস্টার আফতাব স্যার বলে গ্রামের সকলে চিনে। উনাদেরকে এখানে আনার দুইটি উদ্দেশ্য তা হলো আগামীদিনের এই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর কথা বলতে না বলতে পারভীন ও আফতাব দাঁড়িয়ে পড়লে আমজাদ খান ওদেরকে বসিয়ে বলে ‘রিলাক্স মাই ডিয়ার বন্ধু রিলাক্স মাই বেবী সুইট হার্ট মাই ডিয়ার আম্মা জান। সকলে আশ্চর্য।’ তখন দ্বিতীয় ঘোষণা এই মেয়েটি আমার আম্মাজান আমার পুত্র শফিক খানের হবু স্ত্রী। আমজাদ খানের এই সব মনগড়া আবদার শুনে পারভীন আফতাব মাস্টার মুখে কিছু না বলতে পারলেও ভিতরে ভিতরে অস্বস্তি বোধ করছে এবং মুখ বন্ধ রেখে লাল হয়ে ভেতরে ভেতরে কান্না করছে, আবার খুশিতে আনন্দও পাচ্ছে যে এতো বড় প্রতিষ্ঠানে তথা আমজাদ খানের পুত্রবধূ হয়ে সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত মানুষ হিসাবে নিজেকে দাঁড় করাতে পারবো। দেখা যাক মানুষের অসাধ্যের কিছু নেই। মানুষ চেষ্টা করলে সব পারে। তবু পারভীন চুপিসারে বলে চাচাজান কেন এই পাগলামী করছে? আমি তো এখনো অনার্স পাস করি নাই তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের নারী নক্ষত্র কিছুই জানি না। আফতাব বললেন, ‘আমজাদ তোর এই প্রস্তাব আপাতত তুলে নে বন্ধু পরে ভেবে চিন্তে পথ অগ্রসর হওয়া যাবে।’ আমজাদ রাগান্বিত হয়ে বলে, তুই হয়তো মানুষ গড়ার কারিগর ছাত্র-ছাত্রীদের পিটিয়ে মানুষ করেছিস আর আমি ব্যবসার নাড়ি টিপে টিপে আজ এই জায়গাতে দাঁড় করেছি কাজের জহুড়ি জহুরকে চিনে আর যে বিড়াল ইঁদুর শিকার করে তার গোফ দেখলেই চেনা যায়।

আসলে তোর যুক্তি মতে আমি আফতাব মাস্টার পারবো না। তখন অর্ডিয়েন্সের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার প্রস্তাবে আপনারা খুশি। সকলেই হাত তালি দিয়ে পারভিনকে স্বাগতম জানালেন। পারভীন আম্মাজান তোমার কিছু বলার আছে?

হ্যাঁ আছে। পারভীন দাঁড়িয়ে বলে, চাচাজান আমাকে যে গুরু দায়িত্ব দিতে চাইছেন তা আমার একার পক্ষে সম্ভব নয় প্রথম আপনাদের সহযোগিতা চাই। দ্বিতীয়, আমি যতদিন আমজাদ খানের উপযুক্ত না হতে পারবো ততদিন উনি আমার সার্বক্ষণিক পাশে থাকবেন। তৃতীয়ত, আমার সামনে এক্সামিনেশন আছে সেই ক'দিন আমার পক্ষে অফিসের দায়িত্ব নেয়া সম্ভবপর নয়। আমজাদ খান বললেন, এতো ভালো কথা ততদিন না হয় আমি আমারটা দেখলাম। মারে এখন আর পারছি না হাঁপিয়ে উঠেছি, শরীর মন আর পারতেছে না। এই দায়ভার বহন করতে এখন আমার বিশ্রামের প্রয়োজন। শফিক ব্যবসার সাথে জড়িত হতে চাইছে না। তাহলে এ ব্যবসা কে দেখবে বল। পারভীন বলল, আপনারা এতোক্ষণ খাবার সামনে রেখে আমাদের কথা শুনছেন এখন সকলে খাবার শুরু করুন ধন্যবাদ। পাশ থেকে আফতাব মাস্টার মেয়ের দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে এ কি এ কি বলছে। আমার তো বিশ্বাস হয় না পারভীন আমার মেয়ে মনে হয় কোনো বড় লোকের মেয়ে। আমার ঘরে যে চাঁদের মতো এতো উজ্জ্বল তাপের প্রখরতা তা আগে বুঝিনি মনে হয় ও এসব মায়ের শিক্ষার ফসল। অন্য দিকে অফিস স্টাফ অফিসারগণ কানাঘুষা করছে স্যারের চোখ জহুরীর চোখ একদম বেছে বেছে ছোট সাহেবের জন্য নিখুঁত অপরূপা সুন্দরী শিক্ষিত একজনকে ছেলের বউ হিসাবে নির্বাচন করেছেন। আমরা তো কত খুঁজেছি কিন্তু এমন মেয়ে কোথাও পাইনিই বলতে হবে পারভীন ম্যাডামের অসীম সাহসই বলে দেয় যোগ্যতা আছে যথেষ্ট। জানলাম নাকি একদম অজো পাড়া গাঁয়ের মেয়ে অথচ কত সুন্দর সাবলীল ভাবে কয়েকটি কথার মধ্যে সব বুঝিয়ে দিলেন। প্রবাদ আছে না গোবরেও পদ্ম ফুল ফোটে। জেরিন ও রিক্তা নামে দুজন মেয়ে অফিসে কাজ করে তারা দুজন পারভিনের কাছে এসে নিজেস্ব ব্যক্তিগত পরিচয় দিয়ে কথা বার্তা কথোপকথন হয় এবং পারভিনের সাথে কথা বলে মিলিত হয়ে মহা খুশি। পরে ওরা কথা শেষ করে বেড রুম হতে বেরিয়ে গেলে ওদের সাথে সাথে আমজাদ পরে আফতাব ওনারাও বিদায় নেয়। উনারা বিদায় নেবার পর অফিস স্টাফ অফিসারগণ আবার কথা বলাবলি করতেছে যদি পারভিন ম্যাডাম বড় সাহেবের ছেলের বউ হয় তবে পারভিন ম্যাডামের কপাল খুলে গেলো। আর যাই পাক আর না পাক একজন মনের মত শ্বশুর পাবেন। আসলে আমজাদ স্যারের মত এতো উদার মনের মানুষ এ জগতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বাকী ছেলের ব্যবহার।' 'না আমার মনে হয় পারভীন ম্যাডাম সবদিক সামলে নিতে পারবেন কারণ সে যোগ্যতা আছে তা দেখেই বুঝা গেলো। তবে একটু বর্তমান যুগে কম শিক্ষিত।' কেন শুনলে না পারভীন ম্যাডাম ঢাকাতে এসেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সে ভর্তি হতে। দেখলে যে, চৌকষতা তার মধ্যে পরিলক্ষিত হলো তাতে শুধু অনার্স নয় মাস্টার্স শেষ করতে পারবে পারবে তাও আবার ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবে এ আমার। বিশ্বাস কথাগুলো রুনু ও রিক্তা আর জেরিন বলছিলো। সব চেয়ে বড় কথা পারভীন ম্যাডামের অমায়িক ব্যবহার। তার ব্যবহার দিয়ে দেখবে সকলের মন জয় করে নিবে। পাশ হতে সামাদ সাহেব বলে থাক থাক হয়েছে। আগে আমাদের সাথে কাজ কর্ম করুক তারপর সব কথা ভাবা যাবে এখন যার যার কাজে মন দাও। পারভীন আমজাদ খানের অফিসে তখন ঝোকের মাথায় কি করছে না করছে এখন বাসাতে এসে তা মনে করে ছেলেই লজ্জাতে নিচে ড্রয়িং রুমে নামছে না। পারভীন মনে মনে ভাবে ছেলেই দেখলাম না তার আবর বিয়ে। মনে হয় আমজাদ চাচা আমাকে তার বাড়ির সাথে বিয়ে দেবেন। এমন সময় সুলতান পারভীনের সামনে দাঁড়িয়ে আপামনি নিচে নেমে আসুন। 'ঠিক আছে তুমি যাও আমি আসছি।' সুলতান জবাব পেয়ে নিচে চলে গেলো। পারভীন ভাবছে, আল্লাহ্ এ আমি কোন বিপদেই না পরলাম আবার না জানি কি না কি আমার সামনে উপস্থিত করবেন। আসলে আমার তো মনে হয়

আমজাদ খান একজন পাগল লোক। মানসিক ডাক্তার দেখাতে হবে। এমন সময় পাশ দিয়ে বাবা আফতাব মাস্টার যেতে ছিলো তখন পারভীনের উদ্দেশ্যে কিরে মা কি ভাবছিস। পারভীন হ্যা বাবা বাবা তুমি একটু ভিতরে আসবে। বাবার বুকে ঝাপিয়ে পড়ে বাবা তোমার বন্ধুর পাগলামী তুমি কি মেনে নিতে পারছো? 'কেন রে মা।' এই যে দেখ না আজ কীসের হতে কি হয়ে হয়ে গেলো।' আফতাব মাস্টার বলল, আমজাদ বরাবর এমনি ছিলো মন খোলা মানুষ কোন প্যাচগোছ বুঝে না। যাকে যা বলার তাকে সোজাসুজি বলে দেয় আবার তার জন্য রক্ত বিক্রয় করতে দ্বিধা করে না। তুই মেনে নে দেখবি তোর জন্য ভালই হবে আর যদি তোর কোন আপত্তি থাকে তবে আজই বলে কাল আমরা হোটেলে চলে যাই। না না বাবা উনাকে কষ্ট দেয়া যাবে না। উনাকে দেখে বুঝা যায় উনি ভীষণ কষ্টে রয়েছেন এমনিতে একা তার উপর গত চার বৎসর হয় স্ত্রী নেই। আফতাব মাস্টার বলেন, ঠিক তাই। এসব নিয়ে তোর ভাবাভাবির দরকার নেই। আমি আছি তোর মা আছে তাই এসব নিয়ে পরে আলাপ আলোচনা করা যাবে। তুই মন দিয়ে ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নে। 'ঠিক আছে বাবা। এখন চলো দেখি পাগলা বেটা আমাকে কেন ডেকেছেন।

ছি এভাবে একজন মুরুব্বিকে বলতে নেই। এসো। পারভীনের কক্ষ হতে উভয়ে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ড্রইংরুমে বসে বলে কিরে মা আমি তোকে তোর অজান্তে কেন কষ্ট দিয়েছি যে আমার খোঁজ খবরই নিচ্ছ না? না না চাচাজান রুমে বসে পরীক্ষার প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম। বলুন হুকুম করুন আমার কি করতে হবে।' এর ফাঁকে আফতাব মাস্টার সোফাতে বসে পেপার খুলে দেখছে। এই ফাকে আবার আফতাবকে বলে তুই কি বন্ধু এতগুলো অফিস স্টাফ অফিসারের মধ্যে তোর মেয়েকে আমার পুত্র বধূর করে নেওয়ার জন্য ওদের জানানোর জন্য রাগ করেছিস তুই তো জানিস আমার যখন যা মনে হয় তাই করে থাকি। মনে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব রাখি না বা পরে এ নিয়ে দ্বিতীয় বার আলাপ আলোচনাও করি না। বন্ধু তোর যদি মনে কোনো আপত্তি থেকে থাকে তবে মনের ভিতর চেপে না রেখে খোলামেলা কথা বলে জানাতে পারিস।

আরে না না। তবে এখানেই এসে যা হয়েছে তা পরে দেখা যাক। সে যাক আগামী একদিন পর মেয়ে পরীক্ষা দিবে এবং তারপর দিন উয়ারশী গ্রাম যাচ্ছিস তবু এইটুকু মনে রেখো বাকী অংশ এখন স্থগিত। আম্মাজান দেখেন তো চা নাস্তা দেয়া যায় কিনা আমাকে আর আপনার বাবাকে। আপনার চাতে অন্য রকম ফ্লেভার পাই এবং স্বাদে ভরপুর।

একথা তো আগে বলবেন তা না এতক্ষণ সময় ব্যয়। ভিতরে সুলতানের মা আছে।' এদিকে সুলতান এলে তাকে দেখে বলে 'কি সুলতান তোমার মা ভেতরে আছে। তা আপামনি আছেন। আর কোন কথা না বলে সোজা কিচেন রুমে গেলো পারভীন।

দেখতে দেখতে একদিন পার হলো। যথারীতি আমজাদ খান অফিসে যাওয়ার পথে আফতাব আর পারভীনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে নামিয়ে অফিসের দিকে চলে গেলো। যাবার প্রাক্কালে বলে গেলেন পরীক্ষার শেষে এখানে এলে জাহিদ এসে বাসাতে নিয়ে যাবে আমি অফিসে গিয়েই গাড়ি পাঠিয়ে দেবো কেমন।

শিউলি খান পারভীনের মা কয়েক দিন যাবত একা বাড়িতে আছে। স্বামী মেয়ে না থাকাতে বাড়ি ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। মনে হয় জলে পড়ে গেছে সারা বাড়ি ঘর। দোয়ার খাঁ খাঁ করছে। এমনেই আজ কদিন হয় বেশ গরম তাপদাহ। এই লেখা ১৯৬৫/১৯৬৬ সালের সময় করে পোস্ট অফিস ছিলো তবে বড় বড় হাইরাজ বাড়ি ঘর ছিলো না বড়জোর তিন চার তলা পর্যন্ত বাড়ি ঘর ছিলো। বাসা বাড়ির বা অফিসে টবে টাকা কিংবা টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ হতো। এখন হাতে হাতে মোবাইল তখন কার সময়ে তো চিন্তাও করা যায় না গ্রামে গঞ্জের কথা। এদিকে আফতাব মাস্টারও বাড়ির জন্য স্ত্রীর জন্য মনে মনে ভাবছেন। এইতো আর

একরাত্র সকালেই বাড়ি চলে যাবো। যদিও খেয়ে পরে আনন্দেই সময় কেটে যাচ্ছে তবুও যেন কিসের অভাব কীসের গন্ধ নেই এই ইট পাথরের শহরে। বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে হাঁটলেই কত ফলমূলের গন্ধ, যেমনঃ বেল, আম, জামের মুকুলের গন্ধ এসময় কি শোভা।

পারভীন বেরিয়ে এলো ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে। আফতাব মাস্টার জানতে চাইলো পরীক্ষা কেমন হয়েছে। পারভীন শুধু ভালো বলেই হেঁটে গাড়ির কাছে এসে গাড়িতে বসলেই ড্রাইভার জাহিদ গাড়ি স্ট্যার্ট দিয়ে ধানমন্ডি বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হলো।

যে কথা সেই কাজ যথারীতি আমজাদ খান আফতাব মাস্টার পারভীনের সাথে সুলতানকে নিয়ে উয়ারশী গ্রামে এসে পৌঁছালে দশ গ্রাম জানাজানি হয়ে যায় চারদিক হতে। গরিব-দুঃখী অভাবী নানা জাতের মানুষসহ চেয়ারম্যান মেম্বারগণ মান্য ব্যক্তিবর্গ স্কুল কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদের ইমাাম মন্দির হতে পুরোহিতগণ এলেন এক এলাহী কারবার। যেন গায়ের দরদী মানুষ প্রবেশ করেছে। বাড়ির পাহারাদার দারোয়ান অন্যান্য কাজের লোক সকলে ব্যস্ত। আমজাদ খান সবার উদ্দেশ্যে একটা কথা বললেন, 'আপনাদের যার যার চাওয়া পাওয়া বলার সব আফতাব মাস্টারের কাছে আজ বিকালের মধ্যে নাম ঠিকানা গ্রাম প্রয়োজনসহ লিখে দিয়ে যাবেন যা আগামী কাল ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর আগামী দুপুরে আমার বাবা, মা, দাদা, দাদি, নানী, নানা, আমার স্ত্রীর নামে জিয়াফতের আয়োজন করা হবে আশা করি আপনারা থাকবেন এবং সহযোগিতা করবেন আমাকে কাজের মাধ্যমে। এই কথা শুনে সবাই চলে গেলো। কেউ কেউ বলাবলি করছে এদের মত মানুষ হয় না। এই ফাঁকে শিউলি খানকে স্কুলে খবর পাঠানো হলো লোকের মাধ্যমে। শিউলী খান আধা বেলার জন্য বলে কয়ে ছুটি নিয়ে এলেন এবং এদের জন্য খাবার দাবারের আয়োজন করলেন। অবশ্য সুলতানকে দিয়ে রান্না বান্নার সমুদয় ঢাকা হতে ট্রাক বোঝাই করে দশ গ্রামের লোক যাতে খেতে পারে তার ব্যবস্থা করে নিয়ে এসেছেন আজকের জন্যও। মা শিউলিকে পেয়ে পারভীন আত্মহারা, মাকে জড়িয়ে আদরে আদরে সোহাগে সোহাগে ভরিয়ে দিলো। মা মেয়ের পোশাক আশাক দেখে দেখে স্বর্ণালংকার দেখে আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইলো 'সব কে দিয়েছে।' কারণ সিঁদুরে মেঘ ডাকলে ভয় হয়, যেহেতু মেয়ে। মনের ভেতর কি না কি জল্পনা কল্পনা হয়ে তোলপার শুরু করে দিয়েছে। 'মা তুমি মনে হয় আমাকে নিয়ে ভাবছো।' কথা শেষ হতে না হতে বাবা আফতাব এসে বলে কি মেয়ের সাথে কি শলাপরামর্শ হচ্ছে? শিউলি খান উত্তরে বলল, না তোমরা ভালো আছো তো। হ্যাঁ ভালো আছি তোমার রান্না বান্না হয়ে গেছে তো? 'তা হয়ে গেছে।' বেশ ভালো। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমজাদ খান আমাদের বাড়ি আসছে। ও বলাই হয় নাই আমজাদ খান আর আমাদের বাড়ির দূরত্ব পাঁচ সাত শত গজ হয়তো হবে। পুকুর পার হয়ে সামান্য দূরে যদিও এতো কাছকাছি হলেও ছোটবেলাতে ওদের সাথে বেশি মেলামেশা হতো না। কারণ ওরা অনেক উপরতলার লোক সেই আমল হতেই। কিন্তু আমরা যদিও একই বংশীয় তবু আমার বাবা শিক্ষিত ছিলো না বলেই সব সময় দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হয়েছে। যাতায়াত কম ছিলো আমজাদ খানদের পূর্ব পুরুষদের সাথে। তবে আফতাব মাস্টার কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত অধ্যয়ন করেছে ওর সাথে। তবে সে ওদের অহংকার বা সকলের সাথে মিশতো না তা কিন্তু নয়। বরং ওদের সাথে আমাদের মেশা হতো না। কারণ আমজাদ খানের পূর্ব পুরুষ বা ওদের পরিবারের মত অত্র অঞ্চলে এক দুই জন ব্যতিত তেমন কোনো শিক্ষিত লোক ছিলো না তাই ওদের কদর ছিলো অন্যরকম। ওদের যা ছিলো এতদঞ্চলের অনেক জমিদারের তেমন কোনো কদর ছিলো না। জমিদাররা লেখাপড়া, শিক্ষাদীপক্ষাতে তেমন অগ্রসর ছিলো না। শুধু প্রজাদের ওপর শাসন শোষণ নির্যাতন এর বেশি কিছু না। যার

জন্য এক দুই পুরুষ জমিদারদের জমিদারী ধ্বংস হয়। এখন আবার মানুষের সাথে মিশে জমিদারদের ছেলে-মেয়েদের অবস্থান ভালো এবং তারা অনেক দূর এগিযে গেছে। কিন্তু বরাবর গরীব দুঃখী অভাবীদের কষ্ট সুখ দুঃখের কথা এদের মতো মানুষরাই মূল্যায়ন করতেন। এই মনের অগোচরে মনে হওয়া মনে করলাম এর মধ্যে আমজাদ খান এসে শিউলিকে সালাম দিয়ে বলল, ভাবী কেমন আছেন? 'আপনাদের দোয়াতে অনেক অনেক ভালো।' ভাবী আপনি আমার উপর রাগ অভিমান যা মনে হয় করতে পারেন এমনকি গালাগালিও করতে পারেন। কিন্তু ওদের কোন দোষ নেই আমি যা করেছি মনের অজান্তে এবং আমার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার উপর ভরসা করে। কারণ আমার বিশ্বাস আমার প্রস্তাবে বা আমার পাগলিতে আপনাদের মতামত। আশা করি, বিনয়ের সহিত গ্রহণ করবেন। যা করেছি সব আমার অপরাধ বা ভুল সিদ্ধান্ত হলেও হতে পারে।' অনর্গল আমজাদ খান শুধু বলেই যাচ্ছে বলেই যাচ্ছে। একটু উচ্চকণ্ঠে শিউলি বলল, আপনি শুধুই বলছেন না, আমাদের বলার সুযোগ দিবেন। আসলে আসল কথা বলছেন না। আচ্ছা বলুন তো কি হয়েছে ঘটনা খুলে বলুন।' আফতাব মাস্টার বলতে যাবে 'সে বিষয়টি হলো।' তুই চুপ থাক বিষয় সম্বন্ধে আমি বলছি। আপনি শুধু কথা দিন আমাকে ক্ষমা করে বিষয়টি সর্বগ্রাহে আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করবেন? বলুন কথা দিন কথা দিন ভাবী। অনেক তোষামোদ অনেক অনুরোধ করার পর শিউলী বলল, হ্যাঁ বলুন আমি আপনার কথায় রাজী যদি আমার কোন ক্ষতিও হয়। বেশ কথা দিলেন খুশি হলাম। দেখুন ভাবী তেমন কিছু নয় শুধু দু'বন্ধুর ঘরকে চিরতরে একই সুতায় একই বন্ধনে বেঁধে রাখতে চাই জন্মভূমির মাটি ও মানুষের সাথে যাতে পূর্বের ইতিহাস ভুলে গিয়ে দুই জন আবার আমাদের ছেলেমেয়ের বিবাহ বন্ধনের মধ্য দিয়ে এক সাথে এক পথে চলতে চাই যদি আপনার অনুমতি পাই। কি যে বলেন ভাই কোথায় আকাশ আর কোথায় মাটি। আকাশ যেমন মাটিকে স্পর্শ করতে পারে না তেমন মাটিও আকাশের নাগাল পায় না। অবশ্য আমরা দেখছি কিন্তু কোন না কোনখানে গিয়ে আকাশ মাটিতে মিশেছে হয়তো আমরা তা আমাদের চোখে দেখতে পাই না তবে যারা দেখায় তারা অবশ্যই অবশ্যই দেখতে পান। যাকগে ভাবী আপনি রাজি হলে আপনাদের এখানে যা আয়োজন করেছেন তা দিয়ে আহার করবো আর যদি না করেন তবে যেভাবে এসেছি সেইভাবে আবার আমার গন্তব্যের স্থানে ফিরে যাবো।' 'দেখুন ছেলে ব্যারিস্টার আমার মেয়ে আমরা একজন সাধারণ মানুষ কুমির জলে খাপ খায় না।' সে দায়িত্ব আমার এবং আমার মা মনি আম্মাজানের। আমি যতদিন বেঁচে আছি আমার আম্মাজানের কোনো সুখ ছাড়া একটু চোখের পানিও পড়তে দেবো না। এ আমি উপরে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলতে পারি। আফতাব মাস্টারকে শিউলি জিজ্ঞাসা করে যে তোমার কি মত? আমার আর মত কি চাচা এতো করে বলছে দেখা যাক আল্লাহ কোথায় নিয়ে অবস্থান করায়। বেশ সবই তার ইচ্ছা দেখি কথা দিয়ে উপর আল্লাহর কাছে ভরসা করে। একটু পারভীনের মতামত নেয়ার দরকার আছে কি নাই। 'সে আমার উপর আম্মাজানের বিষয় ছেড়ে দেন ভাবী।' তবুও শিউলি খান বললেন, 'দেখি ওর সাথে আলাপ করে জেনে নেই। আপনারা আসুন বসুন আহার করুন।' ওরা দুজনে আহারের উদ্দেশ্যে টেবিলে গিয়ে বসে এবং শিউলি খান মেয়ে পারভীনের কাছে গিয়ে জানেন যে বিয়েতে মত আছে কি না। মেয়ে উত্তরে বললো তোমরা যা ভালো বুঝবে তাতেই আমার মত এখানে আমার কোনো কিছু বলার নেই। শিউলি খান নিশ্চিন্ত হলেন যে আমজাদ খানের ছেলের সাথে পারভীনের বিয়েতে কোনো অমত নেই এবং যথারীতি আমজাদ খান ও আফতাব মাস্টারের নিকট জানালে ওরা মহা আনন্দিত হয় এবং বিকেলে অত্র অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে পারভীনকে আংটি পরানোর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। তাছাড়া ইতোমধ্যে আমজাদ সাহেব শাড়ি গহনা প্রচুর দিয়েছে যা কখনও

কল্পনা করে নাই শিউলি বা আফতাব মাস্টার। মহা ধুমধামের মাধ্যমে পারভীনের বিয়ের প্রাথমিক পর্যায় অনুষ্ঠান শেষ হলো উপস্থিত সকলকেই ধন্য ধন্য বলে অনেক বলেন আর আফতাব মাস্টারকে পায়কে ব্যারিস্টার জামাই পেলো অত্র দুই তিন গ্রামের মধ্যে বড় লোক ভদ্রপরিবার আসলে আফতাব মাস্টার ধরতে হবে কপাল নিয়ে দুনিয়াতে এসেছেন। ধরতে গেলে সুখী পরিবার। পারভীনের অনেক বান্ধবী-বন্ধুরাও এসেছিলো তারাও পারভীনকে নানাভাবে কথা বলে তাদের আনন্দ প্রকাশ করে। কেউ বলে তোর স্বামীকে আমাকে দিয়ে দে, কেউ আবার বলে বিদেশে লেখাপড়া ব্যারিস্টার ছেলে বাস্তবে দেখতে নাকি রাজপুত্রের মতো পারভীন তোর আংটি আমি পরে তোমার নকল সেজে বিয়ের পিড়িতে বসে পড়িগে। তোরা যা ইচ্ছা তাই করিস আমি আমার বরকে তোদের মাঝে ছেড়ে দেবো কেমন? তখন দেখি তোদের কোন ক্ষতি হলে আমাকে অপরাধী করিস না। কি করবে সে পর্যন্ত নাগাল পেতে দিলে তো।' বাদ দে এখন কথা হলো তোর মূল বিয়ের আয়োজনটা কোথায় হবে। কোথায় আর আমজাদ খান যে মানুষ তার নিজের গাঁয়ে নিজের লোক নিয়েই অনুষ্ঠান পালন করেন। মানুষ শহর বাজারে অনুষ্ঠান করে গিফটের আশায় খরচের টাকা তোলার জন্য কিন্তু আমজাদ খানের তো আর অভাব নেই যে সামান্যতম বিয়ের অনুষ্ঠান করে দান তুলবে। আসলে তুই ঠিকই বলেছিস আমজাদ সাহেব একজন বিশাল মনের অধিকারী তার কি নেই। আল্লাহ চাইলে পারভীন ঐ পরিবারে রাজরানী হয়ে থাকবে। পাশ দিয়ে শিউলি খান বন্ধু-বান্ধবীদের কথা শোনে এগিয়ে এসে তোদের কথা শুনে খুশি হলাম তোমরা তোমার বান্ধবীর জন্য সেই দোয়াও করো যাতে পারভীন স্বামীর ঘরে সুখে থাকে ভালো থাকে তোমরাও বিয়ে সাদি করে সুখী হও। পারভীন আমজাদ খানের অবস্থা দেখে মহা খুশী।

আমজাদ খান আজ বাবা মা দাদা দাদি শ্বশুর শাশুড়ি নানা নানি স্ত্রীর নামে মিলাদ মাহফিল করে যে খাবার-দাবারের আয়োজন করেছেন তাতে দশগ্রামের লোকের সমাগম। দশটা বড় বড় গরু চল্লিশটা খাসির মাংস দিয়ে ভাত, মুগের ডাল, ভাজি দই আরও কত কি। গ্রামের লোক জন অফুরন্ত খেয়ে দেয়ে মহা আনন্দে বাড়ি ফিরেছেন। আসলে গ্রামের জন্য কে করে এমন আয়োজন, কে এমন হিতৈষী আমজাদ খান যা করেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। উপরন্তু টাকা পয়সা দিয়েও কম সহযোগিতা করে না। এবার সন্ধ্যার পর সকলে অর্থাৎ আফতাব, মাস্টার শিউলী পারভীন ওরা আমজাদ খানের বাড়িতে এসে উপস্থিত যেহেতু ওরা সকলে রাতে খাবার আমজাদ খানের বাড়িতে আয়োজন করেছে এবং সে অনুযায়ী পারভীনকে নিয়ে বর্তমান কোথায় থাকবে না থাকবে এ নিয়ে আলাপ আলোচনা করে যেহেতু পারভীনকে আমজাদ খানের স্থলাভিষিক্ত করেছে সেক্ষেত্রে পারভীনের উপর দায়বদ্ধতা বর্তায়। তবে আমজাদ খানের চিন্তা চেতনা এতটা নিখুঁত বাস্তবমুখিত যে তাকে ভুল ধরাবার কোনো অবকাশ নেই। মনে হয় যেন তার বিবেক তার পূর্বের হতে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং প্রকাশ ভঙ্গিমা তা প্রকাশ হওয়ার জন্য তৈয়ার হয়ে থাকে। আমজাদ খান তার বক্তব্যে বললেন আফতাব দেখ মেয়ে এখনো তোর আমি দাবী করলে এখন আমার বউমা যদিও বিয়ের অনুষ্ঠান হয় নাই।' ছেলেকে এনে একবারের জন্যও আমি বাড়িতে তুলে নেই নাই। তাছাড়া তোদের ঢাকাতে নিয়ে ওর সাথে থাকাও সম্ভব নয়। এসময় তোরা কেউ থাকলে আমার বাসাতে এই মুহূর্তে আমার জন্য ভালো হতো। হয়তো ভাবীর স্কুল তোরও তাই। তাই তোরা মিলেমিশে নিতে পারিস আমার প্রস্তাবে যদি রাজী থাকিস তবে বলতে পারে। আফতাব ঠিক আছে তুই বল যদি আমাদের মনঃপুত হয় তবে তোর কথা থাকবে আর যদি না হয় তবে আমরা যা বলবো তা তোকে রাখতে হবে। কি বল শিউলী। আমজাদ খানকে শিউলী

বললেন, ‘ভাইজান আপনি বলুন’। আমজাদ খান বললেন দেখুন ভাবী আমি বাস্তববাদী লোক এবং বাস্তবতার সহিত চলতে শিখেছি তাই বলছি হয়তো আম্মাজানের আগামী এক দুই দিনের মধ্যে ভার্সিটিতে ভর্তির রেজাল্ট প্রকাশ হতে পারে। তা অবশ্য পাশ করবে আমার বিশ্বাস তাই পাস করলে ভার্সিটিতে পড়াশুনার জন্য থাকবে কেন না বাসা বাড়িতে না হয় হোস্টেলে দুইটার একটা তোরা যেটা সিদ্ধান্ত নিশ। কিন্তু আমি বলছি কি আম্মাজানের বিয়ের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আমার অফিস ও ওর ভার্সিটিতে লেখাপড়া দুইটি করতে পারে। ফলে আমি যে কথা বলছিলাম। তা হলো আমার পাশে একটা বড় ফ্লাট বাড়ি রয়েছে সেখানে আম্মাজানের থাকার ব্যবস্থা করলাম। সেখানে কেয়ার টেকারসহ রাতদিন থাকার জন্য সুলতানের মা আছে।

আরেকজন সুফিয়ার জন্য গ্রাম হতে বৃদ্ধ/বিধবা মহিলাকে বা সুফিয়ার মাকে বা তোরা ব্যবস্থা করে ওর সাথে দিয়ে দিলে ওর থাকতে অসুবিধা হবে না। পারভীন বলে ‘আমাকে যদি সুফিয়ার মাকে দিয়ে দেন তবে আপনাকে কে দেখবে।’ তোমার বাসা হতে কি এই বৃদ্ধ ছেলেটির জন্য দু মুঠো অন্ন এই আমজাদ খানের কপালে জুটবে না। ছিঃ ছিঃ এ কথা বলছেন কেন ভাইজান আমার মেয়েকে কি এতদিনে এই চিনলেন। প্রস্তাব মন্দ নয় আফতাব মাস্টার আমজাদ খানের সাথে এক মত প্রকাশ করলেন। তবে তোর এবং ভাবীর যখন স্কুল বন্ধ থাকবে বৃহস্পতিবার শুক্রবার শনিবার অন্য কোন দিন তোরা মেয়ের সাথে থাকতে পারিস। আবার আমরাও কোন কোন দিন আমি আর আম্মাজান এসে বিরক্ত করে যাবো। কি রাজী? আফতাব ও শিউলী রাজী হয়। চাচাজান আমি কয়েকটি দিন মার সাথে থেকে আগামী বৃহস্পতিবার গাড়ি পাঠালে আমি বাবা মাসহ বাসায় উঠছি। পারভীনের বলা শেষ হতেই বেশ তোমার ইচ্ছা আর আমি এই সুযোগে তোমার ফ্লাটখানা গুছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে রাখতে পারবো। পারভীন বলল, না না আপনার কোনো কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন আছে কি নেই তা আমার ভাববার ব্যাপার। যেহেতু আমার আম্মাজান থাকবে তাতে একটা ব্যাপার স্যাপার আছে না। সকলেই হেসে উঠে। রাতে খাবার দাবার আমজাদ খানের বাড়িতে সেরে সবাই যার যার বাসাতে ফিরে আসে।

পরদিবস আমজাদ খান শুধু সুলতানকে নিয়ে আফতাব শিউলী পারভীনসহ গ্রামের উপস্থিত গণ্য মান্য ব্যক্তিবর্গ হতে বিদায় পর্ব শেষ করে ঢাকাতে ধানমণ্ডিতে এসে পৌঁছালো। পারভীন আবার রান্না করা গরুর কিছু মাংস, খাসি এবং রান্না করা ভাত তরকারি ভাজি মাছ সহ সুলতানের হাতে তুলে দিয়েছে তার সাথে গুড়ের ও চাউলের পায়েস এবং চিনির দুটায়। সুলতানকে এতো খাবার দাবার টিফিন ক্যারিয়ারের বাটি গাড়ি হতে নামাতে দেখে আমজাদ বলেন, এসব কি আমজাদ খানের উত্তরে সুলতান বলল, বড় সাহেব আপনার বৌমা বলল আম্মাজান দিয়ে দিয়েছেন।

বলিস কি। অবাক এবং মনে মনে চিন্তা করেন এমনি একটি মেয়েকে আমার একমাত্র পুত্র বধু হিসাবে চেয়েছিলাম আল্লাহ তায়ালা তা আমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করছেন আল্লাহর কাছে লাখ লাখ শুকরিয়া। দেখছেন বড় সাহেব এখনও আপনার বাড়িতে বৌমা নিয়ে আসেন তাই আর এলে যেন না জানি কত কি করবে ‘ঠিক কথায় বলেছিস সুলতান।’ আমজাদ খানের খুশি আর ধরে না এবং নিজেকে ভাগ্যবান বলে দাবী করেন। তাই বললেন আজ যদি শফিকের মা বেঁচে থাকতেন সে যে কি খুশি হতেন তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। মধ্যাহ্ন প্রহরে পারভীনদের বাড়ি হতে দেওয়া খাবার খুবই মজা করে আমজাদ খানের বাসার সকলে আহার সম্পূর্ণ করলো এবং সকলেই প্রশংসায় পঞ্চমুখ যেন এই প্রথম এতো ভালো সুস্বাদু খাবার খেয়েছে। সুলতানের মা আমজাদ খানকে বললেন, বড় সাহেব এতোদিনে আপনার সংসারে আম্মা

মারা যাবার পর আরেকজন আম্মাজান পেলাম। ‘সত্যি আমিও ভাবছি। আসলে পৃথিবীতে কেউ কাউকে মর্যাদা দেয় না তার কর্মে ব্যবহারে চরিত্রে পেয়ে থাকে যেমন হয়তো পারভীন সময়ের সাথে যুদ্ধ করে গড়ে তুলতে পারবে তার নতুন জীবন। হয়তো পরিশ্রম একটু বেশি করতে হতে পারে কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছাতে নিজের চেষ্টাই যথেষ্ট। কথায় আছে না চেষ্টা না করলে কৃষ্ট মেলে না। আসলে বংশীয় ঘরের মেয়েরা কখনো পথভ্রষ্ট হয় না হতে পারে না কখনো। তারা তাদের সঠিক পথে একদিন না একদিন পৌঁছাবেই তাতে যত বাধা বিপর্যয় আসুক না কেন। সব বাধা উপেক্ষা করে তাদের গন্তব্যের নিজেস্ব ঠিকানা পেতে বেশি দেরী নেই যদি আমজাদ খানের পুত্র বধূ নাও হয় তবু তার পথ সে একদিন না একদিন পাবেই। কারণ পারভীনের বর্তমান যুগের সাথে চলাফেরা উঠাবসা নাই বললেই চলে আমার বিশ্বাস দিক বা গতিচ্যুত হবে না কোনোদিন। তার উপর আমজাদ খানের মত একটি পরিবারের সাথে মিলিত হচ্ছে আমজাদ খান যদিও কোটিপতি অর্থ কড়ির অভাব নেই তবু সে একজন সাদাসিধা অন্তর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষ যার নিজের সাথে তুলনা হয় না। কিন্তু আর পুত্র শফিক খান জানি না কেমন। তার দেখা সাক্ষাৎ এখনও পাওয়া যায় নাই তবে তার সাথে মিলিত হলে পারভীনের স্বামী হিসাবে কাছে পেলে তবেই তার সম্পর্কে ভালোভাবে জানা শোনা যাবে। হয়তো মানুষ কালের বিবর্তনের পথ হারায় আবার বংশি পরিচয়ের সাথে যখন পরিচিত হয় তাদের পূর্ব পুরুষের সৃষ্টি কালচার সম্বন্ধে বলতে পারে তখন পুনরায় তারা তাদের পূর্ব পুরুষের সাথে জীবন চলার ফলে যাত্রা শুরু করেন। কাজেই সাময়িক প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে যারা পথ এগোতে পারে তাদের পথ মসৃণ হয় যেমন ধারালো চাকুর মতো। সে যাক অনেক কথাই বলা হলো জানা হলো জ্ঞানের পরিধি আরও সামনে আমার অপেক্ষা করছে। কাজেই মূল বিষয়ের উপর আলোকপাত করে আমার পাঠক বন্ধুদেরকে জানাতে পারি।

পারভীনের ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে। প্রথম আমজাদ খান শুনে সন্ধ্যায় পারভীনের বাসাতে বিশাল আয়োজন করেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরের পর তিনটা নাগাদ আফতাব, শিউলী ও পারভীন উয়ারশি হতে ঢাকা ধানমন্ডি বাসাতে এসে পৌঁছেছেন। আমজাদ খান অফিস হতে শুনে ব্যস্ত হয়ে বাসাতে ফিরেছে। চাকর-বাকর সব আজ এই বাসাতেই ওরা আসার কারণে এসে পড়েছে। বলা দরকার যে আমজাদ খান যে বাসাতে থাকে সেই বাসাও কম্পাউন্ডের ভিতরে আরেকটি বাসা, ছেলের বৌ থাকার জন্য পৃথকভাবে তৈয়ার করেছে। দুটির প্যাটার্ন একই, কোন প্রকার পৃথকীকরণ করা হয় নাই। কারণ ভিন্ন মতামতের সৃষ্টি যাতে না হয় আমজাদ খান অফিস হতে উপস্থিত হলেন আজ তিনি নিজের বাসাতে প্রবেশ না করে তার হবু পুত্রবধূ যেখানে এসে উঠেছেন সেই বাসাতে। জাহিদ, সুলতান তিনজনে আর আলী দুজনে মিল আমজাদ খানের জন্য যে সকল খাবার দাবার এনেছে তাই লিফটে তুলে দিলো। আমজাদ খান ড্রইং রুমে প্রবেশ করার সাথে সাথে পারভিন এসে ছালাম করে। আফতাব ও শিউলী হাত উঠিয়ে সালাম আদান প্রদান হয়। আমজাদ খান সোফাতে বসে বলে আমি যে ভিষণ আনন্দিত হয়েছি। যে তুমি প্রথম হয়েছো ভার্সিটির পরীক্ষাতে আমরা চাই তুমি একের পর এক ছক্কা হাকাবে আমরা সেই ছক্কা পেয়ে বিস্মিত হবো। সকালে হেসে উঠে। এভাবে শুরু হলো পারভীনের জীবন জার্নি জীবন সংসার একদিকে অফিস অন্য দিকে ভার্সিটি হবু শ্বশুরকে দেখাশোনা। সব দিকে সাফল্যতা অর্জন করতে শুরু করেছে। তথাপি আমজাদ খান পারভীনের পারশ্রমিক এবং কর্তব্য দেখে রীতিমত মহা আনন্দে যেন মেঘের মত আকাশ দিয়ে ভেসে চলেছে। পারভীনকে নিয়ে অফিসের ফ্যাক্টরির কর্মকর্তা, কর্মচারী শ্রমিকগণ সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এই ছয় সাত মাসে তরতর করে অনেক উন্নতির সাথে সাথে মার্জিনাল প্রফিট টপকে অনেক বেশি হওয়ায় কর্মকর্তা কর্মচারী

শ্রমিকদের মধ্যে ছয় মাসের লব্ধ বোনাস প্রদান করাতে রই রই পড়ে যায়। এই লব্ধ বোনাস কর্মকর্তা কর্মচারী শ্রমিকদের মধ্যে পুরোপুরি না দিয়ে অর্ধ অংশ কেটে রেখে ব্যাংকে তাদের মধ্যে তিন সদস্যের কমিটি করে একটি ফিক্সড একাউন্ট খুলে দেওয়ার কথা হলো। তাতে যে অর্থ জমা করা হবে তা সব মিলিয়ে দু কোটি খানিকের উপরে সেই অর্থ ছয় মাস পরপর তাও লব্ধ হতে উত্তোলন করে যে অর্থ তাতে আসবে কয়েকটি ফ্যামিলির মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিতরণ হলে উপকৃত হবে। এতে কর্মকর্তা, কর্মচারী, শ্রমিকগণ নতুন উদ্যোগের কারণে উপকৃত হওয়ার জন্য পারভীনকে বাহবা দেন এবং আমজাদ খান এই সকল পলিসির লোকজন আম্মাজান মানে বউ মাকে দোয়া করেন। এভাবে আরো আরো অফিস ফ্যাক্টরি কারখানা উন্নতির শিখরে তুলে উঠানোর জন্য আমজাদ খানকে অন্য মালিকগণের অফিস মিল ফ্যাক্টরি হতে টেলিফোনের উপর টেলিফোন আসে এবং প্রতিযোগিতায় অন্যান্য যে সকল মিল ফ্যাক্টরি মালিকগণ যারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। তারা পারভীনের কাছে হার মেনে পিছনে পড়ে যাচ্ছে। তারা পারভীনের সাথে কোনো প্রকার মার্কেটে টিকে থাকতে পারছে না। সবাই হতাশ হয়ে দৌড়ে এসে পারভীন ও আমজাদ খানের কাছে শলাপরামর্শ গ্রহণ করছে। অন্যান্য মিল ফ্যাক্টরি মালিক আমজাদ খানকে প্রশ্ন করেন কি যাদু কি আলাদিনের চেরাগ বাতি জ্বেলেছেন যে আপনার সাথে প্রতিযোগিতা করে আমরা বাজারে টিকে থাকতে পারছি না। আমজাদ খান হেসে বলে এ আমার কোনো উদ্যোগ নয় সব আমার হবু বৌ আম্মাজানের কারিশ্মা। সে জানে কি করে বাজারে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উন্নত করা যায়। সবার মূলে কি একজন মেয়েকে উয়ারশী হতে তুলে এনে অফিসে বসিয়ে কি খেলাই না খেলেছেন আসলে আমজাদ খান ব্যবসা বুঝেন ঠিক ঠিক সময় বাজারে তুরপের তাস ছেড়ে দিয়েছেন। সে নাকি তার যে সকল মিল ফ্যাক্টরি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে তাতে প্রতিটিকে দুইবার ভিজিট করে এবং প্রতিটি ফ্যাক্টরি ম্যানেজারের সাথে মিটিং করার মাধ্যমে কার্যপ্রাণালী এমন নিখুঁতভাবে বুঝিয়ে দেন যেন মার গর্ভ হতেই সব শিখে এসেছেন। যা ধরে তাই ফলন হয়। সে অল্প দিনে চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি নিয়োগ পান যা ইতিহাসে হয় নাই। আসলে এ সমাজের যোগ্য ব্যক্তিবর্গদের মূল্যায়ন হয় না প্রকৃতপক্ষে মূল্যায়ন ব্যক্তিবর্গদের তাদের মর্যাদাপূর্ণ স্থানে দিতে হয় তবেই না মনুষ্যত্ববোধের বিকাশ ঘটে। পারভীনের ভিতরে বেশ কয়টি গুণাবলি পরিলক্ষিত ভীষণ তীব্র ভাবে। (এক) অফিস কি ভাবে ডিলিং করতে হয়, (দুই) বিশ্ব বিদ্যালয়ে লেখাপড়া রেজাল্ট কি করে ভাল করতে হয়। (তিন) একজন পড়ুয়া মেয়ে হয়ে কি করে সংসার চালাতে হয়। (চার) মানুষজনের সাথে কিভাবে ম্যানেজ করে মন যুগিয়ে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে কাজ আদায় করে নিতে হয় তার কৌশল ভালোভাবেই রপ্ত করেছে। এতে করে আমজাদ খান পারভীনের প্রশংসাতে পঞ্চমুখ আমজাদ বলে আমার পরিবারে এমন একজন পুত্র বধূ হতে যাচ্ছে বা হবে তাকে রেখে আমি নাকে তেল দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারবো বাকী ছেলে। ছেলেকে দিয়ে কি হবে না হবে, ব্যারিস্টার পাস করে কতটুকু নিজেকে সমাজে মানুষের সাথে সম্পর্ক রেখে চলতে পারবে না পারবে না তা আল্লাহ মাবুদ জানেন। অনেক আশা করে শফিকের জন্য বধূর মর্যাদাতে পারভীনকে ঘরে তুলতে চাইছি তা কতটুকু অগ্রসর হতে পারবো আশার মাঝে খুঁজে পাওয়া মেয়েকে যদি কোনো রকম কষ্ট দেয় তবে না আমি শেষ আমার মানুষের গায়ের কাছে লজ্জার কোনো সীমা থাকবে না। আল্লাহ তুমি এপর্যন্ত যা করেছ আমার পথ চলার জন্য অনেক অনেক যথেষ্ট। শুধু এইটুকু দাও আমার বাকী দিন উনি বিগত দিনে যে অবস্থাতে চলে এসেছি সামনের দিন ভালো আমার পুত্রবধূকে নিয়ে মান সম্মান মর্যাদার ভিতরে নিজেদেরকে রেখে আগামী দিনগুলো চলতে পারি। এর মধ্যে পারভীন এসে উপস্থিত। পারভীন আর দ্বিধা সংকোজ না

রেখে বিগত বেশ কদিন যাবত বাবা বলে আমজাদ খানকে সম্বোধন করে আসছে। আমজাদ খানের চিন্তিত চোখ মুখ দেখে বলে, বাবা তুমি এক কোনে চুপচাপ বসে আছো যে আজ কোথাও যাওনি কি ভাবছো বাবা? তোমার পাশে একজন উপযুক্ত মেয়ে থাকতেও তুমি কি আমার উপর নির্ভর করতে পারছো না। আমজাদ খান চেয়ার হতে উঠে পারভীনের মাথায় হাত দিয়ে বলে, 'নারে মা। আসলে তোর উপর কতগুলো দায়িত্ব দিয়েছি। 'আরে ধ্যাত এ নিয়ে ভাবছো।' এসময় সুলতান পাশে ছিলো। তুমি শুধু দোয়া করো যেন আমজাদ খানের উত্তরসুরী হিসেবে আমি তোমার মত তোমার করে সমাজকে দেখতে পারি। 'আমার বিশ্বাস তুই পারবি কারণ তুই যে আমার মা মানে আম্মাজান হয়ে এসেছিস।' হাত ধরে 'এসো ড্রইয়িংরুমে দেখছে মুখ চোখ কত মলিন হয়ে আছে কিরে সুলতান আমি বাসাতে না থাকলে বড় সাহেবকে দেখে রাখিস না না? টই-টই করে বাহিরে ঘোরা ফেরা না? 'বৌমনি যতক্ষণ সাহেব বাসা থাকে আমি সব সময় উনার কাছাকাছি থাকি আপনিতো থাকতে বলেছেন। বিশ্বাস না হয় আপনার বাবাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিন। না আম্মাজান ওদের দোষ নেই ওরা তুমি অফিসে গেলে খুবই নজরে রাখে। 'আচ্ছা হয়েছে। তুমি কি কিছু খেয়েছো? ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঔষধ। বেলা শেষ হয়ে গেলো এখনও বিকালের নাস্তা দেওনি। আচ্ছা তুমি বসো আমি বাসা হতে ফ্রেস হয়ে চা নাস্তা করে নিয়ে আসছি। সুলতান তুই আমার সাথে আয়।' পারভীন চলে গেলে আমজাদ খান মনে মনে ভাবে আমি হয়তো অনেক ভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে এসেছি যার জন্য এমন একজন মেয়ে এসে আমার ঘর আলোয় আলোকিত করেছে। লায়লা তুমি দেখো উপর হতে তোমার স্বামী তোমার ঘরে কেমন গুণবতিকে নির্বাচন করতে ভুল করেনি। তুমি দোয়া করো। শুধু এইটুকুই আফসোস যে তুমি তোমার পুত্র বধূকে দেখে যেতে পারলে না। এভাবে কেটে গেলো বেশ কিছু দিন। আফতাব আর শিউলি মাঝে মধ্যে মেয়ের সংসারে এসে থেকে যায়।

অন্যদিকে শফিক ব্যারিস্টারিতে প্রথম হয়েছে শুনতে পেয়ে বাবা আমজাদ দেশে ফেরার জন্য বলে এবং আসবে বলেও কথা দেয়। কিন্তু ঐখানে সে এমনি ভাবে টাকা পয়সা অপব্যয় করছে যে কেউ দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যাবে। বাবার টাকা আছে বলেই কি টাকা পয়সা খরচ করতে হবে। প্রায় প্রতিদিন বারে যাচ্ছে নতুন নতুন ছেলেমেয়ের সাথে ড্যান্স করছে পার্টি করছে। এই শুধু ঐখানকার ছেলে-মেয়ের সাথে মেলামেশা শফিককে দিয়ে হাজার হাজার পাউন্ড খরচ করাচ্ছে। কিন্তু এ যে অভিনয় সব যে ধোকা তা শফিক বুঝে না। হঠাৎ একদিন ঐ বারের পাশ দিয়ে রঞ্জন চৌধুরী মানে আমজাদ খানের বাল্য বন্ধু চাকরির সুবাদে লন্ডনে অবস্থান করছে তার ছেলেমেয়ে নিয়ে। শফিক যে আমজাদ খানের ছেলে তা রঞ্জন চৌধুরী জানতেন এবং লন্ডনে বিগত কয়েক বৎসর একাধিকবার দেখা সাক্ষাত কথাও হয়েছে। আমজাদ খান যখন লন্ডনে থাকতো তখন রঞ্জন চৌধুরী থাকতো না তখন তিনি ভারতের দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন। এই পাঁচ/ছয় মাস হলো রঞ্জন চৌধুরী লন্ডনের দূতাবাসে চাকরিতে যোগ দিয়েছে। তাই শফিকের সাথে পরিচয় চেনাজানা। রঞ্জন চৌধুরী শফিক যখন বারে প্রবেশ করে তখন লক্ষ্য করে যে এই ছেলেটা কেন বারে প্রবেশ করছে। ভালই কৌতুহলের বসে পড়ে শফিকের পিছনে পিছনে ভিতরে গেলে দেখে অনেক ছেলেমেয়ে মদ্যপান অবস্থায় শফিকের উপর ঢলে পড়ছে, কেউ আবার জড়িয়ে ধরে পকেট হতে টাকা পয়সা নিয়ে কাউন্টারে জমা দিলো। মনে হলো ঐ যে বদমায়েশ ছেলে মেয়ে ঐ টাকা পয়সার উপর নির্ভর করে এসব বেহায়াপনা করছে। শফিক ভিতরে যাওয়ার আগে সে ভাবে যেভাবেই হোক আমজাদ খানের কাছে সংবাদ পৌঁছাতেই হয়। যেহেতু আমজাদ রঞ্জনের ছোটবেলার বন্ধু। যদি না জানানো হয় তবে অন্যায় করা হবে। রঞ্জন চৌধুরী কিছুক্ষণ

অবজার্ভ করে যে শফিককে আস্তে আস্তে মদ্যপানের জগতে ঢেলে দিচ্ছে এমন ভাবে সকলে মিলে খাওয়াচ্ছে যে বেহুঁশ হয়ে যায় ফলে শরীরের তাগত নিঃশেষ করে দিচ্ছে। যখন ক্লান্ত হয়ে চোখ বন্ধ করে তখন কয়েক ছেলে-মেয়ে ধরাধরি করের বাসায় রেখে আসে। এভাবে কদিন ফলো করলাম যেহেতু আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কারণ এক সময় আমার পিতা-মাতা ভীষণ গরীব অবস্থানে থাকাতে স্কুল কলেজের ভার্সিটির বেতন দিতে পারতাম না বলে আমজাদ আমাকে বিভিন্ন সময় অর্থকড়ি দিয়ে সাহায্য করতো এমন কি হোস্টেলে ফ্রি খাবার দাবারের পয়সা সকল কিছু দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করতো। আমি হিন্দু বলে কখনো দূরে সরিয়ে দেয়নি। তাই আমি তারই বন্ধু হয়ে এই সুযোগ নিয়ে বন্ধুকে সাহায্য করবো না এ কেমন হয়। রঞ্জন চৌধুরী চিন্তায় পড়ে গেলো যে যদি আমজাদকে না জানানো হয় তবে অন্যায় করা হবে আবার জানালে ওর যে এখনকার অবস্থা একদিকে বউদিকে অকালে হারানোর শোক। আবার ছেলের এই স্বভাবের কারণে যদি একটা কিছু হয়ে যায়। তাহলে কি হবে চিন্তা করা যায় যে ছেলের বাবা নাকি ধর্মকর্ম ছাড়া কোনোদিন মদতো দূরে থাক বৌদিকে ব্যতিত কোনো মেয়ের দিকে তাকায় নাই। তারই ছেলে হয়ে এতো বড় অধপতন ভাবাই যায় না কি করে সম্ভব। আবার আজও শফিকের বাসা হতে বার পর্যন্ত ওর গাড়ির পিছনে পিছনে ফলো করতে করতে আবার সেই বারে। সেই একই নিয়মে একইভাবে টাকা পয়সার বিসর্জন সেই ছাই ছাতা নির্লজ্জ বেহায়াপনা বিবস্ত্র হয়ে যা দিয়ে ছেলেদেরকে আকৃষ্ট করে মেয়েরা। নগ্নতার তো একটা সীমাবদ্ধতা আছে। এদের দেখে মনে হয় দেহ ব্যবসার চেয়েও অনেক কিছু। যদিও শফিক ঐ পর্যন্ত পৌঁছে বলে আমার মনে হয় না। যাক অবশ্য আগামী কাল শফিক সম্বন্ধে ওর বাবার কান পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। ছেলে মানে শফিক যে এভাবে লক্ষ লক্ষ পাউন্ড উড়িয়ে দিচ্ছে তার বিন্দু বিসর্গ কিছু আমজাদ খান জানে না। আর যদি কোনোভাবে হবু বৌ পারভীন জানতে পারে তাহলে লজ্জায় মরে যেতে হবে আমজাদ খানের। কারণ পারভীনকে কোনোক্রমেই জানানো যাবে না। আমজাদ খান এবং তার স্ত্রী লায়লা চৌধুরী যখন লন্ডনে থাকতেন তখন ভবিষ্যতের চিন্তা করে দুটি জায়গা ক্রয় করে দুটি বাড়ি করেছিলো যাতে তার ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনিরা লন্ডনে থেকে লেখাপড়া আচার আচরণ শিক্ষা দীক্ষা করে মানুষের মত মানুষ হয়ে আসতে পারে। এখন হতো একটা বাসায় শফিক থাকছে যে বাসাতে আমজাদ খান ও তার স্ত্রী মানে শফিক আর শফিকের মা লায়লা চৌধুরী থাকতেন। আরেকটি বাসা ভাড়া দেওয়া হয়েছে যা দিয়ে ঐখান থেকে যে অর্থ পাবে তা দিয়ে চলতে পারে। আসলে ব্যবসায়িক চিন্তা চেতনা তাই ব্যবসার মত ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সব দিক দিয়ে আগাম নিখুঁত পরিকল্পনা যারা আজকে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করে আমজাদ খান তা দশ বছরের আগের চিন্তা করতেন বলে আজ তিনি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এমন আবার হবু ছেলের বৌ এসে তার হাতে হাত ধরেছে। রাত্রি আনুমানিক দশটা হঠাৎ আমজাদ খানের বেডরুমের টেলিফোন বেল বেজে উঠতেই ছালাম দিয়ে 'কে?' অপর প্রান্ত হতে রঞ্জন চৌধুরী বন্ধু আমি রঞ্জন তোর রঞ্জন।

'হঠাৎ এতো দিন পর আমাকে তোর মনে পড়লো। এই এখন কোথায়, কোথায় আছিস? এখনও কি ভারতে নাকি অন্য কোন শহরে। তা এতোদিন পর আমার বাসার নম্বর পেলি কি করে। আরে বন্ধু আমরা সরকারি চাকরি করি আমাদের কি ফোনের নম্বর পেতে আঠার নয় ছয় লাগে। টিপ দিলেই যে কারো নাম্বার পাওয়া সম্ভব। যাকগে আমি এখন লন্ডন দূতাবাসে কর্মরত আছি। তোকে যে কারণে টেলিফোন করেছি। তোর আশেপাশে কেউ আছে কি? আমজাদ খান বললেন, না কেউ নেই। আমজাদ তোকে একটা কথা বলতে চাই মনকে শক্ত করে আমার কথা শুনতে হবে এবং এখানে আমি আছি তাই তুই যেভাবে বলিস সেইভাবে ব্যবস্থা নিতে

পারি তুই জানালে।' আমজাদ খান উঠে গিয়ে তার কামরার দরজা লক করে। বল শফিক কিছু করেছে। রঞ্জন বলল, এখনও সময় আছে একেবারে নষ্ট বা চরিত্র বিবর্জিত হয় নাই তবে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ নগ্ন উলঙ্গ কিছু ছেলে মেয়েদের সাথে মিশে বারে যাতায়াত করছে। আর ওরা ওকে প্রচুর মধ্যপান করিয়ে টাকা পয়সা যা থাকে লুট করে নিয়ে ওর গাড়ি করে বাসাতে রেখে যায় এভাবে প্রায় প্রতিদিন চলছে। আজ চার পাঁচ দিন হয় আমার চোখে পড়েছে এর আগে কি করছে বা করতো আমার জানার বাহিরে। তবে জেনেছি ব্যারিস্টারি পাস না কি ভালো ভাবে রেজাল্ট করেছে হাজার হোক তোর সন্তান তো।' শান্ত মেজাজে আমজাদ খান রঞ্জন চৌধুরীর কথার উত্তর দিতে গিয়ে বললো, 'বন্ধু তুই আমার হয়ে শফিকের সাথে যোগাযোগ করে বলিস আমার ভিষণ অসুখ বিছানাতে শয্যাগত বলে ওকে দেশে পাঠিয়ে দে। প্লেনের টিকেট সব তোর ব্যবস্থায় করে দিতে হবে কত টাকা লাগে আমাকে জানালে আমি তোর নামে সমুদয় অর্থ পাঠিয়ে দেবো।' 'কি যে বলিস বন্ধু রঞ্জনকে এতো দিন পর এই চিনেছিস। তোর যে টাকা পয়সা আমি গ্যালনকে গ্যালন গিলেছি তার হিসাব কে দেবে। দেখ ওসব কথা বাদ দে আমি যেভাবে যা পারি ব্যবস্থা করছি।' 'এই কথা আমি আর তুই ব্যতিত যেন পৃথিবীর কেউ না জানে তা না হলে আমার মান সম্মান বলতে কিছুই থাকবে না। কারণ আমার বৌমা মানে শফিকের হবু বৌ যাকে আমি শফিককে ছাড়াই নিজে পছন্দ করে ঘরে তুলেছি হয়তো অনুষ্ঠান হয় নাই। বন্ধু তোকে বলে বুঝাতে পারবো না যে আমার হবু বৌমা কত ভালো মনের একজন মেয়ে সে আমার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে জয়েন করে তার হাতের ছোঁয়াতে আজ আমি প্রথম শ্রেণির একজন সফল ব্যবসায়ী।' কি বলছিস, 'তবে তোকে শফিকের বিয়েতে আসতে হবে। কবে কোনদিন বিয়ের অনুষ্ঠান করিস আমাকে জানালে আমি যেখানেই থাকি না কেন অবশ্যই আসবো।

যদি দরকারি কোনো প্রোগ্রাম না থাকে। আমজাদ খান রঞ্জনকে বললো, 'তোর আমার যে কথা হল যে ভাবেই হোক মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে কৌশলে পাঠানোর ব্যবস্থা করিস বন্ধু। এর মধ্যে যদি শফিকের টেলিফোন আসে আমি ধরছি না।' আচ্ছা। বলে উভয়ে টেলিফোন রিসিভার রেখে দিয়ে আমজাদ দ্রুত দরজার লক খুলে দেয়। বর্তমান শফিক যেখানে আছে সেই শহরে ওর বাবা বাড়ি করেছে। যেমন লন্ডন, বার্মিংহাম ব্রিস্টাল, লিভারপুল, ম্যানচেস্টার এবং নিউ ক্যাসর আপন টাউন এই শহরতলির মধ্যে সত্যি ব্রাইটন শহর নয়টি শহরটি সবচেয়ে জনপ্রিয় তালিকায় অন্যতম। সেই শহরে আমজাদ খান ও তার স্ত্রীসহ শফিককে নিয়ে ছিলো আর সেই শহরে থেকে এতো খারাপ হয়েছে ভাবতেই মুখ দেখাবো কি করে যদি জানাজানি হয়।

রঞ্জন চৌধুরী আজও শফিকের পিছনে পিছনে বাসা পর্যন্ত ফিরেছে। কিন্তু আজ আর বাসার ভিতরে গেলো না পূর্বের ন্যায় দেখে নিজের বাসায় চলে গেলো। পরদিন সকাল দশটাতে 'রুনু, পারভীনকে ডেকে আনে আমজাদ বাসাতে এবং সুলতান দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে আকতার ও শিউলী খান নিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন। সুলতান গাড়ি নিয়ে ইতোমধ্যে উয়ারশী গ্রামের উদ্দেশ্যে চলে গেছে আর রুনু আর পারভীন আমজাদ খানের বাসাতে আসে। আমজাদ খান রুনুকে বলে 'রুনু তোমাকে কয়েকদিন অফিস মিল ফ্যাক্টরি সামলাতে হবে। কয়েক দিন আম্মাজান আর আমি ঠিকমত অফিস, মিল ফ্যাক্টরিতে তেমন সময় দিতে পারবো না মাঝে মধ্যে তোমাদের খোঁজখবর আমি অবশ্যই নেবো। ঠিক আছে।' কেন বাবা আমি কি কোনো ভুল বা দোষ করেছি।' 'পাগলী মেয়ে আমার আমি ভুল করতে পারি কিন্তু আমার আম্মাজান কি ভুল করতে পারে কি বল রুনু।' ঠিক তাই আমার বিশ্বাস ম্যাডাম ভাবী কখনও ভুল তো দূরে থাক সেই ভুল দেখে শয়তানও পলায়ন করবে। তবে কেন আমাকে এ শাস্তি দেয়া হচ্ছে। আমজাদ খান কোনো শাস্তি নয়

তোমার বাবা মা এলেই বুঝবে। ও হ্যাঁ রুনু তুমি যে কোনো সময় যে কোনো কাজের জন্য আমাকে জানাবে যদি প্রয়োজন হয় পারভীনকে অবগত করবে। কিন্তু একটা কথা পারভীন যেখানে রেখে যাচ্ছে সাময়িক সেখান হতে যেন এক চুলও কোনো নিচে না নামে। মিল, ফ্যাক্টরি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং শ্রমিকদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে যেমনটি আমি এবং তোমাদের ম্যাডাম ভাবী করে থাকে। সামনের কাজটা হয়ে গেলে আগামীতে আরো অনেক বেশি দায়িত্ব তোমাকে নিতে হতে পারে। দেখো রুনু বলল, তোমাকে আমি আমার নিজের সন্তানের চেয়ে কম দেখি না। রুনু তা আমি জানি আমার উপর বিশ্বাস রাখতে পারেন আমার দ্বারা আপনার কোনো ক্ষতি জান থাকতে হতে দেবো না। কারণ আপনি আমাকে মাটি হতে স্বর্গে রাজ প্রাসাদে আশ্রয় দিয়েছেন। আমাকে ছোট শিশুকাল হতে খাইয়ে পরিয়ে শিক্ষিত করে আপনার পায়ের নিচে ঠাঁই দিয়েছেন। আপনি আমার জন্মদাতা পিতা না হলেও আপনি আমার একমাত্র অভিভাবক। আপনার টাকা পয়সাতে আমার ছেলে-মেয়ে ভালো ভালো স্কুলে পড়ালেখা করছে আমার স্ত্রী সুহানাকে লেখাপড়ায় মাস্টার্স পর্যন্ত সমস্ত খরচ বহন করে তাকে একটা নামি দামী কলেজে অধ্যাপক গড়ে দিয়েছেন। কাজেই একটা মানুষের আর কি চাই তারপরেও একটা ফ্লাট ছেলেমেয়েদের যাতায়াতের জন্য একটা গাড়ি দিয়েছেন তার পরেও কি আমি কৃতজ্ঞ নয়ই। তবে তো আমি অমানুষ হলাম। বড় সাহেব কেন এই উদ্যোগ? কারণ আছে কি? তুমি তোমরা ছাড়া তো অন্য কেউ আগে জানবে না। পারভীন এই কাকে এই বাসাতে সমস্ত খাবার ব্যবস্থা করেছে। টেবিলে নাস্তা এলো। খাওয়া ফাঁকে ফাঁকে আমজাদ বলল, পারভীন অবশ্য আজ অফিসে যাবে তোমাকে আমার এবং ওর কাজ বুঝিয়ে দিতে। পারভীন উনাদের সাথে এক টেবিলে বসে নাস্তা খেয়ে আমজাদ খানকে ওষুধ খাওয়ায়ে রুনুকে বসতে বলে চলে যায়। আজ হয়তো পারভীন বাসার গাড়ি নাও নিতে পারে হয়তো অফিসের গাড়ি বা রুনু গাড়ি নিয়ে পুনরায় বাসাতে ফিরতে পারে। কিন্তু সবই ধোয়া কুয়াশা। পারভীনের বুকের মাঝে কেন যেন আজ অস্থিরতা কাজ করছে মাঝে মধ্যে মাথা ঘুরপাক খাচ্ছে আজ যেন কেমন অন্য রকম শরীরের অবস্থা পরিণত হয়েছে। তবুও অফিসে যেতে হবে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে পড়ালেখার মধ্যে ছিলাম বেশ সময় কেটে যাচ্ছিলো। আসলে বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর বড় মালকিন হওয়া সে অন্য রকম অভিজ্ঞতা। অন্য রকম আনন্দ যেমন নদীর স্রোতধারা তার গতিপথে চলছে কোন বাধাহীন। আল্লাহ তায়ালাও আমাকে সেই নদী ধারার মতো দিক নির্ণয় করে পথে এ এগিয়ে দেবার জন্য আমাকে খোঁজে এনে সৃষ্টি করেছেন। তেমনই আমি মনুভাইয়ের মত আমজাদ খানের সৃষ্টি করা একজন নারী। তবে কি সেই তার সৃষ্টি করা নারীর আজ হতে কি তার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলো কি না। পারভীন ভাবতে ভাবতে নিজেকে খুবই মানসিক ভাবে কষ্টের মধ্যে নিমজ্জিত করে তুলছে। অথচ পারভীন জানে না এই রহস্যের ভিতরে কি ভালো মন্দ লুকিয়ে রয়েছে। পারভীন প্রথম অফিসে ঢুকে নিজের কক্ষে গিয়ে রুনুকে কাগজ পত্রাদি অফিসের ফাইলগুলো বুঝিয়ে বোর্ড রুমে সবাইকে আসতে বলে। নিজে বেড রুমে প্রবেশ করলে অফিসের সকল স্টাফ অফিসের আস্তে আস্তে একের পর একজন করে বলে সকলকেই বসতে বলে। আর যারা সিট পেলো না বসার তারা দাঁড়িয়ে থেকে পারভীনের কথা শুনলো। পারভীন সকলের উদ্দেশ্যে জানালো যে সে বেশি সময় নিবে না কারণ অফিসের পিকটাইম। পারভীন সকলকেই জানালেন 'আমি আগামী বেশ কয়েকদিন আপনাদের সাথে থাকছি না আপনারা সবাই সবার কাজ এই প্রতিষ্ঠানের একজন হয়ে সুনাম বজায় রেখে বুঝে শুনে একে অপরের সাথে মিলেমিশে সমাধান করে নিবেন যেন প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি না হয়। আবার হয়তো আপনাদের মাঝে আসতেও পারি আবার নাও আসতে পারি সর্বত্র বাবার উপর নির্ভর করবে।'

সকলে বলল, না মাডাম আপনাকে আমরা কেউ ছাড়ছি না আপনি অবশ্যই থাকবেন প্রয়োজনে আমরা বড় সাহেবের হাতে পায়ে ধরতে রাজী আছি।' আপনারা যা বলেন তাতেই আমি খুশি কারণ আপনারা প্রত্যেকেই আমার আপন জন এবং আপন ভাইয়ের মত কেউ আমার কাছে ছোট কি না বড় নয় সকলেই সমান। আমার এতটুকুই বলার আশা করি মন দিয়ে কাজ করবেন। আচ্ছালামু আলাইকুম আপনারা এখন আসতে পারেন। পারভীন অন্য দরজা দিয়ে চলে গেলে সকলেই রুনুকে ঘিরে ধরে এবং জানতে চায় কেন ম্যাডাম এমন সিদ্ধান্ত নিলেন। রুনু সকলকে বলল, এটা বৌমনি সিদ্ধান্ত নয়, সিদ্ধান্ত বড় সাহেবের আপনারা তো সকলেই বড় সাহেব কোন সিদ্ধান্ত নিতে বা দিতে কালবিলম্ব করে না। হয়তো কোনো ভাল উদ্দেশ্য রয়েছে। যাক আপনারা সকলে কাজে মন দিন।' পারভীন বাসাতে এসে দেখে বাবা, মা দুইজনেই এসেছেন। একদিকে পারভীন খুশি অন্যদিকে ভিতরে ভিতরে মনের শক্তি হারিয়ে একাকার। সেই সাথে পনেরো দিন হোক বিশ দিন ঐ হোক চলে যেতে ভিতরে ভিতরে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে পারভীনের। বাবা বললেন, কিরে মা হঠাৎ আমজাদ এভাবে গাড়ি পাঠিয়ে তলব। জানি না বাবা। জানেন শুধু শ্বশুর বাবা।' শিউলী বলল, কেন তোকে গ্রামের বাড়িতে পাঠাতেন তার বিন্দু বিসর্গ কিছুই বলে নাই বা জানায় নি? না মা উনি বললেন হয়তো তোমাদেরকে সব জানাতে পারেন।' আফতাব বললেন, তাতে মন খারাপ হওয়ার কি আছে আমজাদ হয়তো তোকে নিয়ে সামনে ভালো কিছু চিন্তা ভাবনা করছে যাই হোক আসুক তারপর দেখা যাবে।

সেই যে সকালে পারভীনের হবু শ্বশুরকে বাসাতে রেখে এসেছিলো তারপর আর কোনো খোঁজ খবর নেই কোথায় গেছে কোথায় কি খেয়েছেন সে কি করছে একাধিক বার সুলতানের দ্বারা খোঁজ খবর নিলেও কোনো সন্ধান পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি পার হয়ে আটটা ছুঁইছুঁই পারভীনসহ আফতাব শিউলী চিন্তায় পড়ে গেছে। সন্ধ্যার আগ দিয়ে পারভীন রুনুর কাছে টেলিফোন করেও তার হদিস পেলো না। এই চিন্তা ভাবনাতে ভাবিয়ে তুলল। মুহূর্তে কলিং বেলের শব্দ। পারভীন দ্রুত দরজা খুলে দেখতে পান যে চারচার লাগেজ সুলতানকে সাথে করে উপস্থিত। প্রথমত পারভীন রাগান্বিত তারপর বলে এই সারাদিন কোথায় ছিলে কি করেছো কি খেয়েছো? মুখ দেখে মনে হয় কিছু খাওয়া হয়নি আর এতো লাগেজ তোমার কি হয়েছে বাবা তুমি একটু আমাকে খুলে বলবে। পারভীনের কথার উত্তর না দিয়ে আফতাবকে দেখে তোরা এসেছিস ভালোই হলো। আচ্ছা আমাদের সকলকে খেতে দাও। তারপর বসে বসে বলছি। এই বলে বেসিনে হাত মুখ পরিষ্কার করে টেবিলে বসলো শিউলী ও আফতাব, পারভীনও বসে পড়লো। সুলতানের মা সুলতান দুজনে মিলে খাবার পরিবেশন করছে মাঝে মধ্যে পারভীন উঠে গিয়ে কিচেন রুম হতে এটা সেটা নিয়ে প্লেটে দিচ্ছে।

এই চারটা লাগেজ আমি উয়ারশী গ্রামে না আসা অবধি কেউ যেন হাত না দেয়। আর পারভীনের একাউন্টে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ট্রান্সফার করে দিয়েছি। নিকটতম ব্যাংক হতে তুলে প্রয়োজনে খরচ করবে। আর আমার আম্মাজান যতদিন খুশি গ্রামে থাকে এখানে ওখানে যাওয়ার জন্য ড্রাইভারসহ গাড়ি থাকবে। আফতাব কেন কি হয়েছে খুলে বলতো বন্ধু। কোন কিছুই না সব আস্তে আস্তে জানতে পারবি। শিউলী বলল, ভাই আমার মেয়ে কি কোনো অপরাধ করেছে যে মেয়েকে শাস্তি দিচ্ছেন?

পারভীন বলল, আচ্ছ আমি উয়ারশী গ্রামে গেলে তোমাকে কে দেখবে আমি চলে গেলে না করবে খাওয়া দাওয়া না ওষুধ পথ্যাদি সময় মত খাবে। কেন যে আমাকে তাড়াবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছো বাবা আমি কিছু বুঝতে পারছি না কোন বোঝাবুঝির দরকার নেই তোমাদের বেশি দিন কষ্টের মধ্যে রাখবো না অবশ্য আমি চার/পাঁচ দিনের মধ্যে উয়ার্শী গ্রামে আসছি তখন সব জানতে

পারবি তোরা। সব ঠিক তবে তুই যখন উয়ার্শী গ্রামে কয়েকদিনের মধ্যে যাচ্ছিস তাই এসব লাগেজ টাকা পয়সা গাড়ি রাখার দেওয়ার কি প্রয়োজন ছিলো। শিউলী বেগম বললেন, হ্যাঁ ভাই আমার ও পারভীনের বলার মত একই কথা। ভাই সত্যি করে বলেন তো আপনার কি হয়েছে? 'ভাবী আমার কোনো কিছু হয় নাই আপনারা নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।' আসলে আমজাদ খান একজন সহজ সরল মানুষ জীবনে আজ পর্যন্ত কোনো প্রকার আঘাত পেয়ে চলার অভ্যাস হয় নাই। হঠাৎ একমাত্র ছেলের চলাফেরার কথা শুনে এমনভাবে তার হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে না কাউকে বলতে পারছে না নিজে হজম করতে পারছে। খুব সখ করে দুই আড়াই বছর ধরে খোঁজাখুঁজির পর একজন সুন্দর মনের মেয়েকে পুত্র বধূ হিসাবে নির্বাচন করে আগাম ঘরে তুলে এনেছি যাতে করে এই মেয়েটি আমার হাতছাড়া না হয় সেই জন্য। আর আমার ব্যারিস্টার পুত্র কি শুরু করেছে। তাই যদি ঘূণাক্ষরে বন্ধু আকতার শিউলী ভাবী জানতে পারে তাহলে আমার মৃত্যু ব্যতিত অন্য কোনো রাস্তা থাকবে না। কিরে আমজাদ খাওয়া বাদ দিয়ে কি এতো ভাবছিস। শিউলী বলল, দেখেন ভাই যে কারণেই হোক নিজে নিজে কষ্টের ভার বহন করছেন করুন তাতে আমাদের দুঃখ নেই তবে একটা কথা বলবো নিজেকে আড়াল বা গোপনে না রেখে প্রকাশ করুন আমাদের সাথে, আপনার হবু বৌমার সাথে শেয়ার করুন দেখবেন অনেকটা হালকা হবেন। 'ভাবী বিশ্বাস করুন আমার কিছুই হয়নি। বললাম তো সব কথা জানতে পারবেন। আপাতত আমার আম্মাজানকে নিয়ে উয়ার্শী গ্রামে যান তারপর সব হবে ইনশাল্লাহ।' পারভীনের দিকে তাকিয়ে আমজাদ সাহেব বলেন, 'আমি জানি আর কারো কষ্ট হোক না হোক আমাকে ছেড়ে থাকতে আমার মা আম্মাজানের ভিষণ কষ্ট হচ্ছে। থাক আমাকে গল্প ভুলানো কথা বলে লাভ নেই। ততদিনে আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি এই যে আমার মা জন্ম জন্মান্তরের গর্ভধারিণী মা। আমজাদ নিরবে নিভৃতে চোখের পানি ফেলে। আমজাদের চোখের পানি দেখে পারভীনও হাউমাউ করে কেঁদে ফেললো। শ্বশুরকে জড়িয়ে ধরলো। কারণ গত এক বছর খানি আমজাদের সাথে থেকে থেকে নিজের বাবা মার চেয়ে এখন বেশি আমজাদ খানকে বাবা হিসেবে মনে স্থান দিয়েছেন।

আমজাদ চোখ মুছতে মুছতে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে 'আচ্ছা তোরা বিশ্রাম নে আগামী কাল নাস্তার টেবিলে তোদের বিষয়ে সময় সাক্ষাৎ হবে বলতে বলতে চলে যায়। যাওয়ার সময় সুলতানকে বলে যায় 'এখানকার কাজ সেরে খাওয়া দাওয়া করে তুই চলে আসিস। আর আসার সময় আলীর খাবার নিয়ে আসিস কেমন? আচ্ছা বড় সাহেব। পারভীন সুলতানের মা খেয়েছে কিনা একবার দেখে যেও। সুলতানের মা আবার মাঝে মধ্যে না খেয়ে ঘুমিয়ে যায়। যখন হতে ব্যারিস্টার ছেলের কীর্তিকলাপ জানতে পেরেছে তখন হতে নিজের প্রতি ঘৃণা ধরেছে আমজাদ খানের। তিনি এতো সতর্কভাবে নিজেকে গুটিয়ে একটা মাত্র ছেলে নিয়ে দ্বিতীয় বার বিয়ে না করে টিপেটিপে হিসাব করে পথ চলছে। কিন্তু তার মধ্যে জীবনটা উলট পালট করে দিয়েছে শফিক।

আমজাদের বন্ধু রঞ্জন চৌধুরী আজ শফিকের বাসাতে গিয়েছে। শফিক রঞ্জন চৌধুরীকে দেখে অবাক। 'কাকা আপনি আমার বাসাতে? শফিক সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছে। রঞ্জনও অবাক! কি সুন্দর পরিপাটি বাসা তার কি হাল করে রেখেছে। বাসাতে ঢুকতেই আমজাদ খান ও ভাবী লায়লা চৌধুরীর ছবি সাথে শফিক একটাতে আরেকটিতে ভাবী ও আমজাদ। মনে হচ্ছে চারপাশে শুধু মদের গন্ধ অন্য কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না মনে হয়। এখানেও বোধ হয় মাঝে মধ্যে বারের মত পার্টি চলে। কি বাবা মা পরিবারের ছেলে তার হাল হকিকত কি আমার ভাবতে আশ্চর্য লাগছে। তবুও কি করা এর মধ্যেই প্রবেশ করে শফিককে তার বাবার অবস্থা সম্পর্কে জানালেন। বললেন, শফিক তোমার বাবা শয্যাশায়ী

তোমাকে আগামীকাল দেশে ফিরে যেতে হবে যদি তোমার বাবাকে দেখতে চাও। বেশি কৌতূহল বা উদগ্রীব ততটা উতলা হতেও দেখলেন না। শুধু মুখে হু। আমি নিজেই শুধু একা একা বকবক করে গেলাম আবার জানালাম তুমি যা করছো একটা সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান হয়ে তা করতে পারো না। আচ্ছা আগামীকাল যে যাবো তা তার টিকেট ভিসা পাসপোর্ট কোথায়? শফিকের কথা শেষ হতে না হতে তোমার বাবার অফিস হতে সব করে পাঠিয়ে দিয়েছে তুমি এয়ারপোর্টে সকাল নয়টায় উপস্থিত থেকে আমি নিজে গিয়ে তুলে দিয়ে আসবো কেমন। শফিক বলল, এতো তারাতারি? দু'একদিন পরে গেলে হয় না কাকা? আরে না তোমার বাবার শরীরের কথা যা শুনতে পেরেছো তাতে। (একটু চিন্তা করে) বেশ বাবা তো তাই না করলাম না তাছাড়া ঢাকায় যত সম্পদ আছে তা বিক্রি করে বাবাকেসহ লন্ডনে নিয়ে আসবো। রঞ্জন মনে মনে ভাবে দেখ গিয়ে তোমাকে কোন ফাঁদে ফেলে যার নাম আমজাদ খান একবার যখন তোমার দিকে নজর দিয়েছে তোমাকে সোজা পথে না হাঁটিয়ে বাঁকা পথে কোন দিন চলার চেষ্টাটুকু করতে দেবে না। নিজের থেকে সব বর্জন করে ছেড়ে দিবে। আমজাদ খান মরতে পারে কিন্তু তার পরিবারের উপর এতটুকু কলঙ্কের আচর লাগতে দেবে না।' রঞ্জন বলে, তবে আজ যাবার আগে একটা কথা বলে যাই শফিক বাবা তুমি বলেই বলছি। আর তুমি আমজাদ খানের একমাত্র বংশীয় ঘরে ছেলে। তাই তোমাকে খোলামেলাই বলি তুমি প্রতিনিয়ত যেখানে যাও আজ বাসাতে থাক ওরা যোগাযোগ করলে শুধু এইটুকু বলবে আজ তুমি বারে যাচ্ছো না বা কাজে ব্যবস্থা আছে। আর যদি কোন বান্ধবী বন্ধু তোমার আসতে চাই তাদের বলবে আমি বাহিরে বাসায় অনেক দূরে আছি ঠিক আছে কেমন কথা দাও বাবা? কাকা যদিও আমার কষ্ট হবে তবে বাবার কথা শুনে আপনাকে কথা দিলাম। You are good boy. তবে আমি ঠিক নয়টাতে এয়ারপোর্টে OK. শফিক bye bye বলে চলে গেলো রঞ্জন চৌধুরী তার মধ্যে একা একা শফিক ভাবছে এখন এই মুহূর্তে ঢাকাতে যাওয়া কি ঠিক হবে লন্ডন ছেড়ে। আবার বলে যদি বাবার একটা কিছু হয়ে যায় তবে সকলে আমাকে দোষারোপ করবে। তার চেয়ে গিয়ে দেখে আসি। আমি তো কোনোদিন ঢাকাতে থাকবোই না। বাবাকে দেখেই চলে আসবো। এই জন্য সকলের উদ্দেশ্যে বলি আমজাদ খান হাজারটা ভুল না করলেও সারা জীবনে একটা মাত্র ভুল করেছে সেটা হচ্ছে আগাম বৌ নির্বাচন করে ছেলের সাথে আলাপ আলোচনা না করে ঘরে তুলেছে। যে কারণে আগে সবকিছু দেখে শুনে ছেলের উপস্থিতিতে বিদেশে ছেলে কি করে না করে তার কোনো খোঁজ খবর নিয়ে মেয়ে পক্ষকে মত নিয়ে হয় আর ছেলে পক্ষও তদ্রূপ পথে হাঁটবে। উভয় পক্ষের একই ব্যবস্থা নেয়া উচিত বলে মনে করি। এরমধ্যে দুএকজন বন্ধু-বান্ধবী ফোন করেছে শফিকের কাছে কিন্তু রঞ্জন কাকার কথামত একটি ফোন ধরে নাই। গেটের দারোয়ানকে ডেকে বললো, 'আমার খোঁজে কেউ এলে বলবে সাহেব বাসাতে নেই। মাথা নাড়িয়ে বললো ঠিক আছে স্যার। শফিকের বাসাতে একাধিক মেয়ে বান্ধবী দুই একজন ছেলে ফর হোয়াই নট বন্ধু এলে দারোয়ান আশিক বাসাতে নেই বলাতে সবাই ভাবল কই গেলো। এক এক করে সবাই হতাশ আজ শফিকের ঘাড় মুড়িয়ে খেতে পারলো না। শফিকের বন্ধু বান্ধবী কজন একটি খোলা পার্কে বসে ইংরেজিতে বলতেছে এতোদিন তো বড়লোক শফিকের ঘাড় ভেঙে খেয়েছি আজ কার ঘাড় ভাঙবো। এক কাজ করি কেমন হয় চল আজ শামিমের বাসাতে যাই ও বড় লোক বাবার একমাত্র ছেলে প্রচুর অর্থ কড়ি আছে। তবে তাই চল। শামিমের বাসাতে শফিকের বন্ধু বান্ধবী এলে এবং কথায় কথায় বারে যাওয়ার কথা তুলতে শামিম বলে উঠলো আরে আমাকে কি শফিকের মত বোকা পেয়েছিস যে ভাঙিয়ে খেয়ে এই লন্ডন শহর হতে বিদায় করে দিবি? পরেরটা খেতে খেতে লোভ হয়েছে, হয়েছে জিহ্বা লম্বা। এতোদিন যা

করেছি করেছি এখন আর নয়। যদি কোনেদিন আমার বাড়ির পরিবারের কোন লোকজন জানে তবে মেরে তক্তা করে দিবে উপরন্তু টাকা পয়সা দেয়া বন্ধ করে দেবে। তোরা যদি অপমানিত না হতে চাস ভালোয় ভালোয় চলে যা। এখন আর আমি এসবের মধ্যে নেই। আমি বিয়ে করেছি আমার ছোট ফুটফুটে একটা কন্যা সন্তান হয়েছে তাদেরকে অল্প কদিনের মধ্যে লন্ডনে নিয়ে আসতে চাইছে। শামিমের কথা শুনে লজ্জা পেয়ে বাসা হতে বাহির হয়ে আসে বন্ধুরা। দেখিস শামীম কি না কি বলে এমন অপমান করলো। থাকগে শামীমের অপমান গায়ে না মাখলেই হলো। চল চল আজ যার যার বাসাতে ফিরে যাই।

ওরাও বাসাতে ফিরে গেলো আবার শফিকও ঢাকার পথে এখন লন্ডনের সময়ে দুপুর ১২টাতে ডিপার্চর হলে ঢাকা সময় হবে পাঁচটা ভোর। যথারীতি প্লেনে উঠে গেলো আকাশ পথে রওনা হলো শফিক। শফিকের প্লেন আকাশে উড়ে গেলো রঞ্জন চৌধুরী এয়ারপোর্ট হতে আমজাদ খানকে জানায় এইমাত্র শফিক ঢাকার পথে রওনা হয়ে গেছে। তাৎক্ষণিক রিসিভার রেলে রুনুর বাসাতে টেলিফোন করে জানায় যে ‘তুমি সন্ধ্যা ছয়টাতে এয়ারপোর্টে যাবে এবং শফিক খানকে নিয়ে আসবে বাসাতে যদি জানতে চায় বাবার শরীর কেমন আছে তবে একটু মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বলবে’ ভালো নাই। রুনু অপর প্রান্ত হতে জবাব দিয়ে রেখে দিয়েছে ফোনের রিসিভার। অন্যপক্ষে আজ সকালে পারভীন আফতাব আর শিউলীসহ উয়ার্শী গ্রামের পথে চলে গেছে হয়তো আর কিছুক্ষণ লাগবে পৌঁছাতে। সুলতান পৌঁছে দেয়ার জন্য সাথে গিয়েছে। সুলতানের মা আলীকে ডেকে এনে জানালো যে শফিক সাহেব মানে ছোট সাহেব লন্ডন হতে ফিরছে। আমাকে ভালো মন্দ বাজার করার জন্য টাকা দিয়ে দিলো এবং সুলতানের মাকে বলে দিলো আজ যেন রান্না বান্নাটা ভালো হয়। ‘আজ আমার ভালো বৌমনি থাকলে হয়তো আপনার মনের মত রান্না করে দিতে পারতো।’ তা হয়তো সত্যিই বলেছিস পারভীন এতো ভালো খাওয়াতে খাওয়াতে মুখের রুচিই পাল্টে দিয়েছে। আমার আম্মাজানের কাছে বড় বড় কুকার ফেল কি বলিস সুলতানের মা? ঠিক বলেছেন বড় সাহেব। যাকগে এখন তো আর নেই তাই বলেন নাও লাভ কি। কি রান্না করতে হবে আমি বাজার হতে ফিরলে তারপর বলে দেয়া যাবে। আচ্ছা বলে চলে যায়। পারভীনের মন ভীষণ খারাপ সে ভাবছে, এতোদিন আমজাদ খানের সাথে থেকে তার জন্য মায়া পড়ে গেছে আমি আসাতে কি খাবে না খাবে কে দেখবে কে সময়মত ওষুধ খাওয়াবে সুলতানের মার যে ভুলো মন রান্নাতে লবণ দিলে দেবে ভুলে চিনি দেবে। তার যে ভুলো মন সব সময় ওষুধ সময়মত খেতে ভুল করে বেশ টাইম মেনে চলে না। তাছাড়া খালাম্মা মারা যাওয়াতে লোকটা একা হয়ে গেছে মন বড়ই শিশুর মতো। তা না হলে এতগুলো টাকা আমাকে দেয় আল্লাহ জানে চার লাগেজে না জানি কি হিরা মানিক ভরে দিয়েছেন। ভাবতে ভাবতে প্রায় বাড়ির কাছে এসে পৌঁছাতে পারভীন তার এক বান্ধবীর সাথে দেখা করার জন্য নেমে পড়লো। পারভীনের বান্ধবী একই সাথে ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে দুজনেই সমানে সমান। একজন প্রথম হলে সাহানা দ্বিতীয় আবার শাহানা প্রথম হলে পারভীন দ্বিতীয় এই ভাবে দুই বান্ধবীর লেখা পড়ায় প্রতিযোগিতা এবং পারভীন যে সাবজেক্টে ভর্তি হয়েছে শাহানাও তাই। শাহানা ভার্সিটির হোস্টেলে থাকে তা আবার আমজাদ খানের সহযোগিতাতে তাই পারভীনের প্রতি আরও কৃতজ্ঞ। শাহানার স্বামী বিদেশ থাকে। কিছুদিন হয় বিয়ে হয়েছে। এখনও সন্তান হয় নাই বলে পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছে। শাহানা এক মাসের সামার ভ্যাকেশনে বাড়ি এসেছে। অবশ্য শাহানার শ্বশুর বাড়িতে কেউ নেই সবাই বিদেশে আছে। শাহানার বিয়ের তিন মাসের মধ্যে শাহানার শ্বশুর ও তার পরিবার চলে গেছে। একদিন শাহানাও এদেশ থেকে স্বামী যে দেশে অবস্থান করছে সে দেশে পাড়ি দিবে। পারভীন শাহানার বাড়িতে ঢুকতেই শাহানা দৌড়ে

এসে বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরেছে। শাহানার বাবা নেই বাড়িতে। বাহিরে গিয়েছে। শাহানার বাবাও গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা করে। শাহানাসহ দুই ভাই তারা ইতোমধ্যে শাহানার স্বামীর সুবাদে অস্ট্রেলিয়াতে আছে। পারভীন শাহানার মাকে পায়ে হাত দিয়ে ছালাম করে। তিনি মাথায় হাত রেখে দোয়া করলো ভালো থাকো। আফরোজা ভানু পারভীনকে বললেন 'কতদিন পরে এলে আজ কালতো আসোই না।' পারভীন, আসলে প্রায় এক বছর ছুঁই ছুঁই ঢাকাতে হবু শ্বশুর বাড়িতে থাকা হচ্ছে অবশ্য শ্বশুর আমাকে আলাদা বাসা করে গাড়ি, চাকর, বাকর দিযে পরিপূর্ণ করে দিয়ে রেখেছেন আমার কোনো অসুবিধাই হয় না অফিস আবার সময় সময় ভার্সিটি এতটুকু শুধু আমার গণ্ডিতে ভালই আছি শ্বশুর আমজাদ খান ভীষণ ভালো মানুষ। হ্যাঁ শুনেছি অনেক দানশীল ব্যক্তি এদের পূর্ব পুরুষও ভালো ছিলো। দোয়া করি তুমি সুখে শান্তিতে সংসার করো। যাও তুমি শাহানার সাথে গিয়ে ঘরে বসো আমি আসছি।' ভার্সিটিতে শাহানাও ব্যস্ত থাকে পারভীনও তাই তেমন কোনো কথা হয় না। একটু আধটু দেখা সাক্ষাত আর কিছু কথা বার্তা তাও পড়াশোনা নিয়ে। 'দেখ পারভীন আমাদের বাড়িতে আজ তুই নিজের ইচ্ছাতে এসেছিস আর আমার ইচ্ছাতে বাড়ি যাবি। আমি তোকে পৌঁছে দিয়ে আসবো।'

'আজ নয় অন্য দিন এসে সারাদিন থেকে যাবো কিন্তু শর্ত হলো তুই আমার বাড়িতে গেলে।'

আচ্ছা হবে ক্ষণ শাহানা কথা শেষ করে ওদের মধ্যে অনেক হাসি তামাশা হয় জানা হয় উভয় পরিবার সম্পর্কে জানা হয় উভয়ের স্বামী সম্পর্কে শাহানা তাও বরকে দেখেছে। কিন্তু পারভীন আজ পর্যন্ত তার হবু হরকে দেখেই নাই। শাহানা পারভীনকে প্রশ্ন করে 'কিরে পারভীন তোর হবু বরের সাথে কথা হয়? 'না সে পরীক্ষাতে ব্যস্ত থাকাতে কথা হয় নাই। এ মাসে আসবে শুনেছি তার হয়তো পরীক্ষাও শেষ রেজাল্টাও পেয়ে গেছে। আর তোর আমার ভার্সিটিতে পড়া শেষ করে চলে যাবো একেবারে। রেজুয়ানও বলেছে আমার কথা বেশ ভালো। আমি অবশ্য মাঝে মধ্যে লন্ডন যাবো বাবার সাথে হবু শ্বশুরের সাথে। শুনেছি লন্ডনে আমার শ্বশুরের দুটি বাড়ি আছে একটিতে শফিক থাকে। আরেকটি ভাড়া দেওয়া। ঐ ভাড়ার টাকাতে শফিকের খাওয়া দাওয়া চলা ফেরার টাকা হয়ে যায়। আচ্ছা আরেকদিন সব কথা জানাশোনা হবে এখন যাই আরে বস না মা এলো বলে। পারভীনও শাহানার বাড়ির দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটারের মত। যাতায়াত ব্যবস্থা ঘোড়া গাড়িতে। শাহানার মা আফরোজা বানু নারু মোয়া তিলের নাড়ু সব নিয়ে এলে অনেক দিন পর পারভীন গ্রামের এ সকল খাবার পেয়ে অনেক আনন্দিত হয়ে খালাম্মা কত দিন হয় আপনার হাতের এসব খাবার খাইনি। তবে এখন খাবার সময় নেই যদি কিছু মনে না করেন রুমালে বেধে নিয়ে যাচ্ছি। যদিও লজ্জার কথা। 'আরে না না আর কয়টা বেঁধে দেই। তোমার বাবা-মার জন্য নিয়ে যাও।' আচ্ছা দেন। পারভীন শাহানাকে বললো, 'আমি প্রায় পনেরো কুড়ি দিন আছি তুই আসিস কেমন। শাহানা পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিলে দাঁড়িয়ে থাকা টমটম গাড়িতে পারভীন উঠে বসতেই কচুয়ান চালাতে থাকে। এর ফাঁকে পারভীন শাহানা হতে হাত নেড়ে নেড়ে বললো আসিস কিন্তু শাহানা।

শফিক বাবার যে অসুখের কথা শুনেছে তাতে কোন ব্যস্ততা নেই মদ্যপান অবস্থায় রুনু শফিকের কামরাতে তুলে দিয়ে গেলো। কোন রকম এয়ারপোর্ট হতে ধরাধরি করে বাসা পর্যন্ত নিয়ে আসতে রুনুর খুবই কষ্ট হয়েছে। আলীকে দিয়ে আমজাদ খান রুনুকে ডাকিয়ে আনে। কি অবস্থা ছোট সাহেব বেশি ড্রিংক করে ফেলেছে। তোমার খুব কষ্ট হয়েছে না? 'দেখো আমার মত মানুষ একজন কুলাঙ্গারকে জন্ম দিয়েছি।' বড় সাহেব আপনি উত্তেজিত হবেন না সব ঠিক হয়ে যাবে এই মুহূর্তে ম্যাডাম বৌমনি থাকলে।' তুমি কি বলছো রুনু মহা কেলেঙ্কারী হয়ে যেতো। রুনু তোমাকে বলছি ভুলেও কিন্তু

বাইরে এ ব্যাপার স্পেডাউট না হয় তবে মান সম্মান সব হারাতে হবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বড় সাহেব, 'তুমি প্রতিদিন অফিস সেরে সন্ধ্যায় এসে ওকে সঙ্গ দিয়ে যাবে।' অবশ্য তোমার উপর চাপ হবে যে তোমার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে বৌমা। 'জ্বি বড় সাহেব এ আপনি কি বলছেন। আপনি আমার জন্য এতোকিছু করেছেন বরং আমার স্ত্রী এ জেনে খুশিই হবে।' দরজার কাছে এসে উঁকি দিয়ে দেখে গেলো। যেন বড় সাহেব এখন ছোট সাহেবের ঘুমানোরর দরকার। ঘুম ভেঙে গেলে সুস্থভাবে কথাবার্তা বলবেন। ঠিক আছে অনেক রাত হয়ে গেছে তুমি এখন এসো। দরজা পর্যন্ত হাঁটতে হাঁটতে আমজাদ খান বললেন আমার সব ভাগ্যই আল্লাহ তালা ভালো দিয়েছিলেন। শুধু স্ত্রী ভাগ্য অকালে আমাকে একা ফেলে চলে গেলেন আর ছেলে ভাগ্য আমজাদ খানের মত বাবার ঘরে জন্ম নিয়ে এতটাই অধপতন হয়েছে যে ভাবতে বিস্মিত হতে হয়। দেখ মা মরা ছেলে এ যাবত পাখনার তলে আগলিয়ে রেখে মানুষ করার চেষ্টা করেছি নিজে দ্বিতীয় বার বিয়ে পর্যন্ত করলাম না এই ভেবে যে দ্বিতযি মা এলে তার ঘরে হয়তো সন্তানাদী হলে অবশেষে শফিকের দ্বিতীয় মায়ের ঘরে অবহেলার মধ্যে জীবন কাটাতে হতে পারে। আসলে জানো আমি ভুল করেছি শফিককে একা বিদেশের বাড়িতে রেখে পড়ালেখা করিয়ে। আমি এখন হারে হারে উপলব্ধি করতে পারছি। তাই তোমাকে সবাইদে বলছি সন্তান উপযুক্ত না হওয়া অবধি বাবা মার সংস্পর্শে রাখতে হবে কখনও একা হাত ছাড়া করতে নেই।' রুনু আমজাদ খানের কথার উত্তরে, 'আপনার কথায় যুক্তি আছে বড় সাহেব। আপনি এ নিয়ে ভাববেন না আপনার শরীর খারাপ হবে তবে দ্রুত ছোট সাহেব কে ম্যাডাম বৌমনির সাথে বিয়ে দিয়ে দিন। দেখবেন বৌমনির সংস্পর্শে এসে উনার পরিবর্তন আনতে পারে। ছালাম বিনিময় করে রুনু লিফটে উঠে উপর হতে নিচে নেমে গাড়ি নিয়ে চলে যায়।

আমজাদ খান বারান্দাতে দাঁড়িয়ে একবার রুনুর যাওয়ার পথে তাকিয়ে কিছুক্ষণ আকাশের দিকে চেয়ে থাকেন। আর মনে মনে ভাববেন কি পরিচ্ছন্ন রাতের আকাশ। এমনিভাবে যদি আমার শফিক পারভীনকে নিয়ে পরিচ্ছন্ন জীবন কাটাতে পারতো তবে আমি হতাম সফল পিতা শ্রেষ্ঠ পিতা। আজ আকাশের বুকে চাঁদের আনাগোনা নক্ষত্রে পরিপূর্ণ। আজ সারাদিন গেলো পারভীনের কোনো খোঁজ খবর নেয়া হলো না নেবোই বা কি করে। পারভীন মেয়েটাকে যদি আমার পাশে রাখা যায় আর শফিক যদি নিজেকে নিজেই পরিবর্তন করে পারভীনকে নিয়ে ঘর সংসার করতো ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারে তাহলে আমি মরেও শান্তি পেতাম। ভুল হয়েছে শফিককে আমার ব্যবসাতে না নিয়ে না করিয়ে কি দরকার ছিলো লন্ডনে বসিয়ে গাদি গাদি অর্থ ব্যয় করে ব্যারিস্টারি পড়াশোনা করানোর। ভেবেছিলাম নিজের মধ্যে একজন আইনজীবী হলে ব্যবসার কোনো সুবিধা অসুবিধা দেখাশোনা করতে পারবে। থাকগে শফিকের অবস্থা বুঝে সিদ্ধান্ত নিয়ে তারপর তার বিয়ের ব্যবস্থা করা যাবে। দু'একদিনের মধ্যে উয়ারশী গ্রামে যেতে হবে। এখানে সব ঠিকঠাক করে শফিক শারীরিক মানসিক সুস্থ হরে পুনরায় উয়ারর্শী গ্রামে নিয়ে যেতে হবে।

আমজাদ খান যে শফিকের এতো কিছু রাতের কীর্তিকলাপ জানে তা না জানার ভান করে বিছানাতে শুয়ে রইলো। শফিক পা টিপেটিপে আমজাদ খানের রুমে প্রবেশ করতেই অসুস্থতার ভাব নিয়ে বলল, 'এসো এসো শফিক তুমি কখন এলে?' 'রাতে শরীর ক্লান্ত ছিলো বলে তোমার সাথে দেখা করি নাই। এখন কেমন আছো? আগে ভালো ছিলাম না তোমাকে দেখার পর অনেকটা ভালো লাগছে। 'তুমি আসার পর কিছু খেয়েছো।' 'না খাইনি তাছাড়া আমি প্লেনে খেয়ে এসেছিলাম।' মনে মনে আমজাদ খান ভাবছে যে তুমি যে কি ছাইপাস খেয়ে এসেছো তা কি আমার অজানা। 'বাবা তুমি কি কিছু ভাবছো।' 'অবশ্যই, আরে না না কি

ভাববো এই তোমাকে নিয়ে কত দিন পরে দেখা।' 'কেন আমি তো ব্যস্ত ছিলাম লেখাপড়া নিয়ে তুমি তো একবার লন্ডনে যেতে পারতে।' গিয়েই বা কি করতাম কি বলছো আবুল তাবোল। দেখি টেম্পারেচার মেপে। প্রয়োজন নেই। ঐ গতকাল তুমি আসার আগে মেপেছিলাম। বাবাকে বিছানা হতে তুলে উঠিয়ে বলল, চল ওয়াশরুমে ফ্রেশ হয়ে এসো।

আমরা একত্রে ব্রেকফাস্ট করবো। আচ্ছা তুমিও যাও। এমন সময় সুলতানের মা এসে বলে 'নাস্তা টেবিলে দেওয়া আছে আপনারা আসুন।' সুলতানের মাকে দেখে শফিক জিজ্ঞেস করে, 'কেমন আছেন সুলতানের মা? আছি অনেক ভালো। 'আপনি' 'আমিও ভালো।' আপনি আসাতে আমরা অনেক খুশি। বেশী কথা না বাড়িয়ে সুলতানের মা আমজাদ খানের কক্ষ হতে বেরিয়ে গেলেন। আমজাদ খান তুমি যে ঢাকাতে লন্ডন হতে এসেছো তা তোমার বন্ধু বান্ধবীরা জানেন? পুনরায় পিছন ফিরে বলে, না বন্ধু বান্ধবী কারো সাথে যোগাযোগ হয় নাই। করে নাও তা না হলে তুমি একা বোধ করবে। তবে বাহিরে নয় বাসাতেই ওদের ডেকে নিয়ে প্রয়োজনে ওরা সবাই থাকলে ওদেরও সময় কাটবে ভালো লাগবে ভালো লাগবে খাবারের ব্যবস্থা আমি করে দেবো। এতো দিন পরে এসেছো বাসাতে রেস্ট নাও কেমন ঠিক আছে বাবা। শফিক আমজাদ খানের রুম হতে বাহির হয়ে চলে গেলো। শফিক তুমি আমার সন্তান হলে কি হবে তবে তুমি আমজাদ খানের কাছে শিশু। কেন কি কারণে তোমার বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে আড্ডা দেওয়ার কথা বলেছি তা তুমি পরে বুঝবে। শফিক তার সকল তাদের বাসাতে আসার আহ্বান করলে বন্ধু বান্ধবীদের মধ্যে পাঁচ ছয় জনকে পাওয়া গেলো আর অনেকে চাকরির সুবাদে কেউ দেশের বাহিরে কেউ দেশেই আছে তবে ঢাকার বাইরে। যাই হোক যারা ঢাকাতে আছে তারা আসবে বলে জানালো। সকাল দশটার দিকে পারভীন ওদের বাহিরের বারান্দাতে বসে আছে মন খারাপ করে তা লক্ষ্য করেন শিউলি ও আফতাব মাস্টার। একাকী বসে থাকতে দেখে 'এগিয়ে এসে জানতে চায় কিরে মা মন খারাপ লাগছে? শিউলীর কথা শেষ হতে না হতে আফতাব মাস্টার বলে, মা তোর বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নিয়ে কি কোনো ভুল করলাম? কি যে বল বাবা তোমরা কেন ভুল করতে যাবে অন্য কোন কারণের জন্য মন খারাপ নয়। ভালো হোক মন্দ হোক ভুল হোক সে ব্যাপারে চিন্তিত নয়। চিন্তার বিষয় হলো কেন আমজাদ খান আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন? তাছাড়া আমি এই এত দিন তিনি সাথে থেকে দেখেছি লোকটা বড় একা অসহায়, সব সময় যেন কি ভাবেন। মনে হয় মনে অনেক কথা জমানো কিন্তু কাউকেই বলতে পারছে না। না না তোর হয়তো চোখের ভুল। না মা আমি যা ভাবছি তাই সত্য। যাকগে মা তোর ওসব চিন্তা করে দরকার নেই। যা আবার দেখা যাবে। এমন সময় শাহানা পারভীনের জন্য অনেক প্রকার বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে তৈরি সুস্বাদের পিঠা নিয়ে এসেছি। যা গ্রামবাংলায় এখনও প্রচলিত আর এক বাড়িতে পিঠা তৈরী হলে প্রায় বাড়ি বাড়ি আদান প্রদান হয় তেমনি শাহানা এসেছে বান্ধবীকে খাওয়ানোর জন্য পারভীনের বাড়িতে। আজ আফতাব ও শিউলীর হঠাৎ কি কারণে স্কুল বন্ধ তাই বাড়ি আছে ওরা দুজনই। আফতাব বাহিরে চলে গেলে, শিউলী শাহানাকে বলে কতদিন পর তোমাকে এ বাড়িতে আসতে দেখলাম। শাহানা পারভীনের মাকে খালাম্মা সম্বোধন করে বলে আমি এখন পারভনির মত ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি। হ্যাঁ মা তোমাকে তো বলা হয়নি ওতো আমার সাথে একত্রে ভার্সিটিতে পড়ালেখা করছে।' ও তাই? তা তোমরা কথা বল আমি তোমাদের চা নাস্তা দিচ্ছি। আর হ্যাঁ আজ কিন্তু না খাওয়ায়ে ছাড়ছি না।' পারভীন ও যাবে কোথায় ওকে ছাড়লে তো। শিউলী কথা শেষ করে রান্না শালাতে চলে যায়। সুলতান এলো ওদের বড় সাহেবের বাড়ি হতে। ও পুকুরের বড় সাইজের একটা কাতলা মাছ আর অনেক প্রকার তরকারি নিয়ে এসেছে। শিউলী খানকে বললো

দারোয়ান চাচা এগুলো আমার কাছে দিয়ে দিয়েছেন। 'ঠিক আছে তুমিও সব রেখে একটু কালুর মাকে বাড়ি হতে ডেকে নিয়ে এসো।' 'জ্বি আচ্ছা খালাম্মা।' সুলতান চলে গেলো কালুর মাকে ডাকতে। দুই বান্ধবী মিলে নিজের অনেক কথা আলাপ আলোচনা করলো। কে কি করবে সামনে কার কি করা উচিত আসলে ওরা দুজন প্রাথমিক পর্যায়ে খুশিতে অবস্থান করছে বা সামনে কি হবে সে ভাবনা নিয়েও কথা আদান প্রদান হলো। ওরা নিজেরা নিজেদের ব্যক্তিগত আলাপ করে হেসে কুটিকুটি।

আমজাদ খান দুপুরে শফিকের সাথে একত্রে খেয়ে দেয়ে আমজাদ খান বিশেষ কাজে অফিসে চলে গেলো। শফিক বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে কথা বলে নিজের শোবার কক্ষে রেস্ট নিতে চলে যায়। তার বাবা বাসাতে আছে বলে সামান্য পরিমাণ ড্রিংক করে নিই যাতে মাতলামী না হয়। আমজাদ খান সন্ধ্যা ছুঁই ছুঁই অবস্থাতে বাসাতে ফিরে আসে শফিকের জন্য এবং তার বন্ধু-বান্ধবের জন্য অনেক খাবার দাবার নিয়ে। আলী সেই সকল ব্যাগ প্যাকেট উপরে তুলে সুলতানের মার হাতে দিয়ে যায়। শফিকের বন্ধু বান্ধবী এক এক জন অনেক ভালো অবস্থানে আছে। তবে শফিকের মত মদ্য পানে কেউ অভ্যস্ত হয় নাই তারা ভদ্র রুচিশীল অনুসারে চলাফেরা উঠাবসা আমজাদ খান জানে বিধায় তাদের দিয়ে শফিককে পথে আনা এবং শায়েস্তা করার চেষ্টা করে। শফিকের বন্ধু বান্ধবীর মধ্যে যেমন রায়হানের স্ত্রী মুক্তারের স্ত্রী ও বান্ধবী শান্তা, মাধবী, মিতা, রায়হান, শিহাব, মুক্তার বিয়ে করেছে আর বাকী তিন জন সজল, আনোয়ার, অজিত এখনো বিয়ে করে নাই। অজিত একজন হিন্দু ঘরের সন্তান অনেক ভালো শিক্ষা-দীক্ষায়। ওরা একে একে ড্রয়িংরুমে বসলে শফিকও চলে আসে একে অপরের সাথে কোলাকুলি করে নেয়। এদের মধ্যে দু'একজন জানে শফিক লন্ডনে প্রায় সময় মদ্যপানে আসক্ত হয়ে থাকে। যখন ওদের সাথে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ হতো শফিক মদ্য পান অবস্থাতে কথা বলতো আমজাদ খানের বাসায় খুব আনন্দ ঘন মুহূর্তে ওদের কেটে যাচ্ছে একের পর এক খাবার দাবার যেমন সফ্‌ট ড্রিংক হতে শুরু করে হার্ড ড্রিংকস পোলাও মাংস সব ব্যবস্থা করেছে। আমজাদ খান আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছে শফিকের বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে কুশল বিনিময় করে নেই। বাবার উপস্থিতি দেখে সকলের উদ্দেশ্যে তোরা বাবার সাথে কথা বল আমি একটু ওয়াস রুম হতে আসছি। এই তো সুবর্ণ সুযোগ। সুযোগটা কাজে লাগাতে হবে শোন তোমাদের নিয়ে শফিক সম্পর্কে কিছু কথা জানতে চাই। তোমরা বন্ধু-বান্ধবী অবশ্যই তোমরা কিছু খোঁজখবর একে অপরের ব্যাপারে রাখো। আমার কথাগুলো খুবই সিক্রেট রাখবে। তোমরা শফিকের ব্যাপারে একটু সাহায্য করবে সে তোমাদের যেভাবে যেমন করে হোক। রায়হান বললো, 'আঙ্কেল শফিকের ব্যাপারে আমরা আপনাকে যে কোনো সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।' এদিক সেদিক তাকিয়ে বলে শোনো শফিকের জন্য আমি একজন মেয়েকে পছন্দ করেছি। সে সব দিকে ভালো আজই শুনেছি যে আপনি আপনার গ্রাম হতে এভাবে মেয়েকে এনে আপনার অফিসে এমডির দায়িত্ব দিয়েছেন। শিক্ষিত ভার্সিটিতে পড়াশোনা করছে দেখতেও ভালো। হ্যা ঠিকই শুনছো তবে শফিকের সাথে বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত যেন গোপন থাকে। শোনো তোমাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি যখন বলবো শফিককে গ্রামের বাড়ি বেড়ানোর উদ্দেশ্যে ছলেবলে কৌশল নিয়ে আসবে সকলে অবশ্য। তোমরা আমার এই উপকারটুকু করে দেবে নচেৎ বিদেশের মেয়ের পাল্লায় পড়ে শেষ হয়ে যাবে। সজল বলল 'এ নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না আশা রাখি আপনার কথার প্রেক্ষিতে আমরা সব দায়িত্ব নিলাম।' খুশি হলাম যে বিশ্বাস আমার তোমাদের প্রতি আছে। শিহাব বলল, 'চাচা জান আপনি শুধু দিনক্ষণ তারিখ জানাবেন দেখবেন আমরা সকল বান্দা হাজির।' বলে উপরের দিকে তাকাতে শফিক পুনরায় নিচে নেমে আসে। 'আচছা তোমাদের বন্ধু এসে গেছে। এখন আর আমি

তোমাদের সঙ্গ দিতে চাইছি না তোমরা কিন্তু ডিনার করে তারপর যাবে। আর হ্যাঁ শফিক যে কদিন আছে অবশ্য অবশ্য সারাদিন না হোক সন্ধ্যার পরপর আমার বাসাতে চলে আসবে কেমন? সকলে দাঁড়িয়ে উঠে পুনরায় কুশল বিনিময় করে উপরে উঠে যায়। বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কেউ কেউ ঠাট্টার ছলে বলে, কিরে শফিক এতোদিন পরে বিদেশ হতে এলি কই আমাদের জন্য কি নিয়ে এলি? আসলে দোস্ত আমি তোদের জন্য কিছুই আনতে পারি নাই। হঠাৎ রঞ্জন কাকার নিকট বাবার শরীর খারাপ অবস্থার কথা শুনে দ্রুত চলে এসেছি কোন মার্কেট করার সুযোগ পাইনি। রঞ্জন কাকা এতো তাড়াহুড়া করে টিকেট ভিসা করে পাঠিয়ে দিলেন অন্য দিকে চিন্তা করতে পারিনি। থাকগে লন্ডন হতে আনি নাই তো কি হয়েছে আমার দেশের কত ভালো সব পাওয়া যায়। এই ফাঁকে মুক্তার এত বছর ঐ দেশে রইলি তা তোর পছন্দের কেউ হয়েছে নাকি। শফিক উত্তরে আমতা আমতা করে হয় নাই তবে একজনের সাথে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মেয়েটির পরিবার ঢাকার তবে লিজার জন্ম কর্ম সব লন্ডনে। যদিও বাংলায় কথা বলতে পারে ভেঙে ভেঙে। 'ও শালা ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে' আনোয়ার কথাগুলো বলে পুনরায় বলে আরে শালা শুনেছি বিদেশি মেয়েরা ভালো না হোক এদেশের বংশোদ্ভূত হোক বিদেশের। তারা মদ্য নেশাতে অভ্যস্ত। 'তা বলেছো। না একটু আধটু তো আছেই। বাদ সে কথা। তোদের কথা বল। একে একে সকলেই জানালো কে কি অবস্থাতে আছে কি করছে ছেলে মেয়ে কজন সজল আনোয়ার ও অজিত বললো মা বাবা মেয়ে দেখছেন। 'এর মধ্যে রায়হান বলে উঠলো শফিক তুই এসেছিস ভালোই হয়েছে। এখন অগ্রহায়ণ মাস একটু আকটু ঠাণ্ডাও আছে চল না কোথাও বেরিয়ে আসি।' হ্যাঁ তাইতো আনোয়ার বলে উঠলো। সজল বলল, কোথায় যাওয়া যায়। কোথায় আর শফিকদের গ্রামের বাড়ি রাজকীয় বাড়ি। শফিকের পূর্বপুরুষের তাছাড়া ঢাকা হতে দুরত্বও কম। কি বলিস শফিক যাবি যাবি নাকি। আচ্ছা সে দেখা যাক। অজিত না না তোকে এখনি বলতে হবে। 'আচ্ছা যাবো যাওয়ার আগে সবার সাথে আলাপ করে নিই তারপর প্রোগ্রাম করা যাবে।' বন্ধু বান্ধবী সকলে হই-হুল্লোড় করে উঠলো। 'অনেক হলো' রায়হান কথাটি বলে 'এখন চল যাওয়া যাক।' ওরা উঠতে ওঁ হ্যাঁ খালুজানকে বলে বিদায় নিয়ে আসি।' আনোয়ার এসে জানালো যে আপনাদের গ্রামের বাড়িতে নেওয়ার জন্য শফিককে রাজি করানো হয়েছে। আপনি তারিখ ফাইনাল করুন। আমজাদ খান বলল, তাই তবে তো তোমরা অসাধ্যকে সাধন করেছো। ওরা সকলে চলে গেলে শফিকের নিজের কক্ষে চলে যায়।

পারভীনের এতো রাতে আমজাদ খানের কথা মনে পড়তে মনটা খচমচ করছে। কেন যে উনাকে একা রেখে এলাম কেন যে থাকার জন্য জোড়াজুড়ি করি নাই। মানুষটার সাথে যে যোগাযোগ করবো সে উপায়ও নেই। নিয়মিত ঔষধ খেলো কিনা সুলতানের মা এতোদিন ধরে বাসাতে থাকে অথচ কোনো কিছুই শিখে নাই। কে বা শিখাবে শাশুড়ি মা থাকলে হয়তো আরও উন্নতমানের রান্না বান্না শিখাতে পারতেন। কি করি কাল কি আমি চলে যাবো। না থাক হয়তো গেলে বাবা রাগ করতে পারেন হয়তো ভালো চেয়ে খারাপ হতে পারে দেখি আর না হয় এক দুইদিন।

আমজাদ খানের হঠাৎ মনে পড়ে গেলো সে শফিক হয়তো তার হাত খরচ আমার কাছে চাইবে না যদি ইংল্যান্ডের বাড়ির ভাড়ার অর্থ কি করেছে যদি হিসাব চাই। তাই রুনুকে সতর্ক করে দেয়া উচিত যেন দুই এক হাজার টাকার উপরে বাড়তি টাকা না হাতে দেয়। রুনুকে টেলিফোন করে বলে, রুনু এত রাতে তোমাকে বিরক্ত করছি। কি যে বলেন বড় সাহেব আপনি টেলিফোন করেছেন আর আমি বিরক্ত হবো। 'বড় সাহেব বলুন' 'শোন রুনু তোমাকে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে যদি কোনো কারণে শফিক দুইচার পাঁচ হাজার টাকার উপরে টাকা চায় তুমি বলবে

ছোট সাহেব তোমার এখতিয়ারের বাহিরে। বড় সাহেব একজনকে এমডি হিসাবে দায়িত্ব দিয়েছেন ঐ ম্যাডাম ব্যতিত কোনো অর্থ ব্যাংক হতে উত্তোলন করতে আমর পারবো না। উনি ছুটিতে আছেন। উনি ছাড়া আমাদের পক্ষে সম্ভব না।' রুনু বলল, বুঝেছি সাহেব আপনার কথা মত কাজ হয়ে যাবে।' আমজাদ টেলিফোন রিসিভার ছেড়ে দিয়ে বিছানাতে শুয়ে পড়লেন।

শফিক দুই তিন দিন বাসাতে বন্ধু-বান্ধবীদের নিয়ে সময় পার করলেন। চার দিনের শেষ মাথায় ঢাকার টাইম সাতটায় লিজার টেলিফোন শফিক রিসিভার তুললো সকল কথাই ইংরেজিতে হলো যখন লিজার সাথে কথা বলছিলো তখন আড়ি পেতে আমজাদ খান জানতে পারে লিজা নামে কেউ একজন মোটা অঙ্কের টাকা চাইছে মনে হয় ভাঙিয়া খাওয়া সেই শয়তান শফিকের বান্ধবী। ইংরেজিতে কথার অর্থ বাংলাতে যে আমাদের পার্টি চালাতে কষ্ট হচ্ছে তুমি হঠাৎ কেন ঢাকাতে গেলে আমাকে না বলে। কবে আসবে থাকগে কবে আসবে না আসবে তোমার ব্যাপার। তবে আগামী কাল দশ লক্ষ টাকা যেভাবে হোক পাঠাবে। এ প্রান্ত হতে শফিক বলে 'দেখো লিজা তোমরা তোমাদের পয়সা খরচ করে পার্টি চালিয়ে যাও। আমার পক্ষে এখান হতে টাকা পাঠানো সম্ভব নয়। কারণ বাবার কাছে এতগুলো টাকা চাইতে আমি পারবো না। প্রতি মাসে চল্লিশ লক্ষ টাকা বাসা ভাড়া পাই যা তোমাদের পিছন খরচ করি। যদি বাবা আমার কাছে সে হিসাব চায় তাহলে কি উত্তর দেবো। লিজা বলে উঠে তুমি কি উত্তর দেবে না দেবে আমি জানি না। যদি না দাও তবে সে হিসাব আমি সুদে আসলে তুলে নেবো। আমি আগামীকাল ঢাকাতে আসছি। শফিক রাগান্বিত কণ্ঠস্বরে আবার কেউ শুনবে বলে শান্ত মেজাজে। 'না না তোমার আসার দরকার নেই আমি দেখছি আগামী কাল তোমার জন্য কি করা যায়।' আমজাদ দ্রুত শফিকের রুমের দরজার হতে নিজের কক্ষে চলে এসে ভাবতে থাকে কি করা যায় কি করা যায়। রঞ্জন রঞ্জনের সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টি জানিয়ে দেয়া দরকার। আমজাদ রিসিভার তুলে ডায়াল করতেই পেয়ে গেলো রঞ্জনকে রঞ্জন। বললো তোদের ঐখানে তো অনেক রাত তা কি মনে করে বল দেখি। আমজাদ খান বলে, 'রঞ্জন তোর একটা কাজ করতে হবে লিজা নামে একজন মেয়ে মনে হলো শফিকের সাথে কথা বলছে যে শফিককে ব্লাকমেইল করে লক্ষ লক্ষ টাকা পার্টির নামে হাতিয়ে নিচ্ছে। রঞ্জন বলে, 'তুই কি করে বুঝতে পারলি? আমজাদ বলল, শফিকের কথাতে স্পষ্ট বুঝলাম। যাই হোক তুই যে ভাবেই হোক রাতে ওরা যে বারে যাতায়াত করে অবশ্যই সেখানেই পেতে পারিস। তুই আমার একজন ভাড়াটিয়া হতে দুই লক্ষ টাকায় যে কয় পাউন্ড হয় তুলে লিজাকে দিয়ে দিবি। তোর মাধ্যমে শফিক পাঠিয়েছে। হ্যাঁ ছলে বলে কৌশলে ওর সাথে মিশে আস্তে আস্তে শফিকের নামে প্রতিদিন গিয়ে স্লো পয়জনিং করতে হবে মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে। বুঝতে পেরেছিস? রঞ্জন যে লোক হতে পাউন্ড বা বাড়ি ভাড়ার অংশ বিশেষ নেবে তা তাকে বলে দেবে বলে জানিয়ে দেবে। আমজাদ খান রিসিভার ছেড়ে আবার ভেবে নিলো যে তাকে সকাল হতে না হতে শফিক ঘুমাতে উঠতে না উঠতে শুধু দারোয়ান আলিকে বলে গ্রামের বাড়ি চলে যাবে জানিয়ে যাবে তাও আবার যেন শফিক জানতে চাইলে না বলে।

আমজাদ খান ফজরের নামাজ শেষ করে ড্রাইভার আরিফ পূর্বেই বলা বলে তৈরি হয়ে আছে শুধু বড় সাহেব আসার অপেক্ষা। ভোর হতে না হতেই আমজাদ খান তার গ্রামের বাড়ি উয়ারশী গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন। আমজাদ খান তার জীবন ধারা একটা ছক বাধার মধ্যে দিয়ে চলেন এবং খুবই পরিকল্পনা মাফিক প্রত্যেকটি হিসাব আগে পরেই অবস্থান সম্পর্কে ভেবে নেন। তাই আজ পর্যন্ত কোনো কাজে বিপদ আপদ এসে ভর করতে পারে নাই। বাবা আমজাদ খান চলে যাওয়ার একটুক্ষণ পরে শফিক ঘুম হতে উঠে বাবার কক্ষে আসলে দেখতে পায় যে বাবা ঘরে নেই।

শফিক একটু চিন্তামগ্ন হয়ে দ্রুত নিচে নেমে এসে সুলতানের মাকে জিজ্ঞেস করে সুলতানের মা বলে, না, জানি না ছোট সাহেব। আমাকে তো বড় সাহেব বলে কয়ে যায়নি হয়তো কোথায় কোন কাজে গিয়েছেন। ঘরের বাহিরে এসে দারোয়ান আলীকে বলে তোমার বড় সাহেব কোথায় গিয়েছে? আলী সুলতানের মায়ের মত একই উত্তর দিলেন। শফিক এখন কি করবে ছটফট করতে থাকে আর লিজার টাকা পাঠানো কথা চিন্তা করে। এখন উপায় কি করা যায় কি করা যায়।

এতো সকাল সকাল আমজাদ খানকে উয়ারসী গ্রামে দেখে সবাই অবাক। দ্রুত নাস্তার ব্যবস্থা করে খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে সমস্ত কথা হয় এবং বিয়ের তারিখ নির্ধারিত হয়। শফিক ঢাকাতে এসেছে সে কথাও আমজাদ খান আফতাব, শিউলী এবং পারভীনকে জানায়। সবাই ভীষণ খুশি এতো দিন পর মনে হয় আল্লাহ তায়ালা মুখ তুলে তাকিয়েছেন। আমজাদ আফতাবের হাতে আরও পঁচিশ লক্ষ টাকা দিয়ে বলে, এখানে যা যা ব্যবস্থা করতে হয় তুই করে নিস এবং যাকে যাকে দাওয়াত দেওয়ার দিস। আফতাব বলে, না টাকার কোনো প্রয়োজন নেই আগেও তো অনেক টাকা দিয়ে দিয়েছিস তার হাতে একটি কানাকড়িও খরচ হয় নাই। 'আসলে আফতাব তোদের উপর রাগ হয় তোরা সে কালের রয়ে গেছিস। তোরা তোর টাকা তোর টাকা করে নিজেরা কেউ ভোগ করতে পারিসনি। দেখ তোর টাকা আমার টাকার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।' অন্য দিকে পারভীনকে মায়ের আদরে আদর করে চোখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে পরে। বাহিরে পারভীনের ড্রাইভার ভুলু মিয়াকে 'কি ভুলু মিয়া কেমন লাগছে তোমাদের বৌমনির সাথে এখানে থাকতে কোন অসুবিধা হচ্ছে নাতো? অনেক ভালো বড় সাহেব এই তো আর মাত্র পাঁচ ছয় দিন পরেই বাসাতে যেতে পারবে ছোট সাহেব বিয়ের পাকাপাকি বন্ধ ব্যবস্থা হলে। বেশ ভালো হলো আমজাদ খান ফিরে আসে পারভীন আজ আমজাদ খানের সাথে একটা কথাও বলেনি। শুধু চুপচাপ কথা শুনেছে। পরে এসে আমজাদ খানের সহিত কথা না বলার কারণ কি অভিমান নাকি অন্য কিছু যাক দেখা যাক কি হয় শেষে আমজাদ খান গ্রামের বাড়ি হতে ধুলি বালি উড়িয়ে ফিরেছেন। ধুলি বালি উড়ানো দেখে যেন মনে হলো আমজাদ খান নামক কেউ এসেছিলো কি হয় চোখের পলক পড়তে সময় টুকু তার অবস্থান ছিলো পারভীনদের সাথে।

শফিক তাদের অফিসে এলে সকলেই সম্মানে সাথে অভিবাদন জ্ঞাপন করে। শফিক রুনুকে তার বাবার কক্ষে ডেকে নিয়ে টাকা চাইলে রুনু তার বড় সাহেবর শিখানো বুলিতে কথা বলতেই শফিক রেগে উঠে এবং রাগত্ব অবস্থাতে অফিস হতে নিচে এসে বলে, এখন উপায় লিজার টাকা। রাগ করে বাসাতে ফিরতেই বাসার নিচে দেখে বাবার বাড়ি। তাই আলীকে জিজ্ঞেস করে বড় সাহেব এসেছে কিনা আলী উত্তর দিয়ে মাথা নেড়ে জানায় এবং বলে ভিতরেই আছেন। খটখট করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে বাবার কক্ষে না গিয়ে নিজের কক্ষে যেতেই টেলিফোন বেজে উঠে হয়তো অনেক বার বেজেছে। যাই হোক শফিক রিসিভার উঠিয়ে হ্যালো কোন কথা না বলে সরাসরি লিজা বলে মাত্র দুই লাখ টাকা পাঠালে কেন এ ফকিরের ভিক্ষা না দিলেই তো পারতে। তুমি ঢাকা হতে লন্ডনে আর তারপর তোর বিচার হবে। কে দিয়েছে কথা বলতে না বলতে রিসিভার ছেড়ে দেয় লিজা। শফিক হ্যালো হ্যালো বলতে থাকে।

শফিকের এভাবে কেটে যায় আরো তিন চার দিন। এর মধ্যে আমজাদ খানের কথা মত বন্ধু-বান্ধবীরা এলো এবং উয়ারশী গ্রামে যাওয়ার প্রোগ্রাম ঠিক হলো এবং যথারীতি তারিখ অনুযায়ী সকলে উয়ারশী গ্রামে এসে পৌঁছলে দেখে এ এক এলাহী ব্যাপার স্যাপার লোকে লোকারণ্য শফিকের বন্ধু, বান্ধবী বন্ধুদের স্ত্রী ছেলে মেয়েতে ভরপুর। আমজাদ খান আগের রাতে এসে আফতাব ও শিউলীর সাথে বিস্তারিত আলাপ হয়। পারভীন এসে সালাম করে আমজাদ

খান আম্মাজানকে দোয়া করে দীর্ঘায়ু দেন। শফিকের বন্ধু রায়হান, সজল, অজিত আনোয়ার বান্ধবী মিতা, মাধবী, শান্তা আফরোজা তার স্বামী সুবাহানকে জিজ্ঞেস করে এখানে এতো কীসের আয়োজন। কেন পিকনিক সুবাদে বিয়ে নায়কের বিয়ে কোথায় নাটকের পাত্র রায়হান বলল, তুই পাত্র আমরা বরযাত্রী। মনে কর তোর বিয়ে। শফিক রেগে দাঁড়িয়ে বলে, কি বলছিস। আমজাদ খান এসে বলে, হ্যাঁ ওরা ঠিকই বলেছে তোমার বিয়ে আমার পছন্দের মেয়ে আমি প্রায় দীর্ঘদিন ধরে পরীক্ষা করে দেখেছি তোমার মত তথাকথিত ব্যারিস্টারের উপযুক্ত কি না। তবে দেখলাম গ্রামের মেয়ে হলেও তোমার চেয়ে ঢের ঢের উপযোক্ত। আমি সবই জানি তুমি একজন প্রতারক মেয়েকে জীবন সাথী করতে চাইছো। যে নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা তোমার হতে খসিয়ে ক্ষান্ত হয় নাই তাকে আমাকেও দুই লক্ষ টাকা দিতে হয়েছে। যাক এখন আর এ মুহূর্তে আমাদের মান সম্মানের দিকে তাকিয়ে তুমি বিয়ের পিড়িতে বসো গিয়ে। যদি না বসি তবে তোমাকে আমার ত্যাগ বা ত্যাজ্যপুত্র করতে বাধ্য হবো। সজল অজিত শফিককে বলে দেখ ভাই বাবা মা যা করে সন্তানের ভালোর দিক চিন্তা করেই করে। আনোয়ার আমি অজিত সকলে গিয়ে ভাবীকে দেখেছি সে এক অপূর্ব অপ্সরী। সকলেই বলল, হ্যাঁ কথা বলেই দেখেছি একজন মিষ্টি প্রকৃতির মেয়ে বলতে হবে চাচাজানের পছন্দ আছে তুমি দেখলে চোখ ফিরাতে পারবে না। রায়হানের স্ত্রী মুক্তি রুনু অন্যান্য সকলেই অনেক বাকবিতণ্ডা কোলাহল হট্টগোল রাগারাগির পরে শফিক একপ্রকার বাধ্য হয়ে রাজী হয় তবে পারভীনের মুখ দেখবে না বলে সাফ সাফ জানিয়ে দিলে সকলে আচ্ছা বলে সেই শর্তে বিয়ের কাজ সম্পূর্ণ হয়। পারভীন এবং তার পরিবারকে জানানো হয় ছেলে বাবার ঘরে মানে নিজের বাসাতে নিয়ে গিয়ে মেয়ের মুখ দেখবে। কি আর করা। যাই হোক এভাবে ধামাচাপা দিয়ে পারভীনকে বন্ধু, বান্ধবী, বন্ধুর স্ত্রী রুনু পরিবার অন্যান্য স্টাফ অফিসারের পরিবার পরিজন। গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এর সম্মুখে বিবাহের পরিসমাপ্তি হলে পারভীনকে নিয়ে ঢাকাতে তার নিজের ফ্ল্যাটে বিয়ের সজ্জিত কক্ষে দিয়ে সকলেই বিদায় নিয়ে চলে যায়। যাবার আগে বন্ধু বান্ধবী বন্ধুর স্ত্রীগণ শফিককে নানাভাবে বুঝালো। যা হবার হচ্ছে এখন এখানে থেকে সংসার ধর্ম কর আর মাঝে মধ্যে না হয় ইংল্যান্ডে যাবি’ কথাগুলো আনোয়ার বলে চলে গেলো। ওদের কথায় কোনো ভাবে কোনো যুক্তিতে মানতে চাইছে না। ওদের খাবারের পর আমজাদ খান এলো সুলতানের মাকে সুলতান ও আলীকে খাবার দিতে। আমজাদকে দেখেই পারভীন দৌড়ে জাপটে ধরে কাঁদে থাকে। আমজাদ খান বলে, আমার স্থাবর অস্থাবর সব তোর নামে ট্রান্সফার করে দিয়েছি তোর কোনো ভয় নেই তোর আমি আছি তার উপরে আল্লাহ তোকে সাহায্য করবে এবং পথ দেখাবে আম্মাজান। ‘বাবা যার স্বামী যার বৌকে গ্রহণ করতে চায় না মুখ দেখতে চায় না তার ধন সম্পত্তি দিয়ে কি হবে।’ ‘আমি বলছি খানিক সময় ধৈর্য্য ধর দেখবি উজ্জ্বল আকাশের মতো ঝকঝক করে সোনালি রোদ্দুর চারপাশে আলোয় আলোকিত করছে। আমজাদ খান ঘর হতে বেরিযে যাওয়ার সময় বলে, ‘গেলো আমি আমজাদ খান আমি কোনো কাজে হার মানি নাই। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আল্লাহ ব্যতিত কারো কাছে হার মানবো না। তুই আমার সৃষ্টি, আমার মেয়ে, তোর কোনো ভয় নেই।’ শফিক এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলো বাবার কথায় কোনো প্রতিবাদও করলো বা কোনো কিছুই জানালোও না। চারদিকে আলোরণ হয়ে গেলো আফতাব ও শিউলী বাড়িতে। থেকে থেকে কাঁদছে এই বলে যে আমাদের পারভীনের কপালে এই ছিলো। আফতাব চোখ মুছতে মুছতে বলে, পারভীনের মা তুমি কেঁদো না। ও আর কেউ না ও ডিপোটি কালেক্টরের ছেলে আমজাদ খান। পৃথিবী উলট পালট হয়ে যাবে কিন্তু জীবন দিয়ে হলেও পারভীনকে আগলে রাখবে।

এখন আল্লাহর রহমত চাওয়া আল্লাহকে ডাকা ব্যতিত অন্য কোনো উপায় নেই।

কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটা বেজে গেলো। শফিক এককোণে বসে মধ্যপান করছে অন্যদিকে পারভীন বিছানা ছেড়ে দিয়ে উঠে শফিকের নিকটে এলেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে এবং বলে 'আপনি আমাকে কোন প্রকার কনভেন্স করার চেষ্টা করবেন না। তা ছাড়া আমার সম্মুখে দয়া করে আপনার মুখ প্রদর্শনও করবেন না। পারভীন বলল, 'আপনার কথা সব মেনে নিলাম আমাকে স্বামীর দাবী নিয়ে আমি কাছে নাইবা গেলাম এবং তবে আমি গ্রামের মেয়ে হলেও একদিন স্ত্রীর মর্যাদায় আপনি নিজের হতেই যেদিন আমার কাছে আসবেন তখন হয়তো আমার উপস্থিত আপনার কাছে সেদিন বহুদূরে হারিয়ে যাওয়া একজন মানুষ। আমাকে না দেখে আমার সাথে কথা না বলে কেন এতো বড় আঘাত দিচ্ছেন। আপনার পরিচয়ও তো গ্রামের শিকড়। আপনার বাবার পূর্বপুরুষ তো গ্রাম হতে শহরে এসেছে আমারও না হয় শখ হয়েছিলো আপনার পরিবারের সাথে ঘর বাঁধবার। শফিক রাগান্বিত হয়ে ইংরেজিতে গালি দিলো যার অর্থ লোভী প্রতারক। পারভীনও ইংরেজিতে কথার প্রতিবাদ জানালো যে আপনার মত মদ্যপান পরনারী কাতর নই। যাই হোক আজ হতে আপনি আপনার মত' থাকবেন আমি আমার মত বলে পারভীন চলে আসে এবং নিচে বিছানা করে শুয়ে পড়ে। শফিক নিজ হাতে ফুল দিয়ে সজ্জিত করা খাটের ফুলের মালা সবকিছু ছিঁড়ে ছুড়ে বিছানাতে শুয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। পারভীন সকাল সকাল উঠে ফ্রেস হয়ে আমজাদ খানের ফ্লাটে চলে আসে। সকল প্রকার নাস্তা তৈরি করে সুলতানকে দিয়ে পারভীনের ফ্লাটে শফিক যেখানে আছে সেখানে পাঠিয়ে দেয়। আমজাদ খানকে সকালের ওষুধ খাওয়ায়ে একত্রে ডাইনিং টেবিলে বসে খেতে খেতে বলে 'বাবা আমি অফিসে বসতে চাই তুমি যদি হুকুম দাও। আমজাদ খান মুখের দিকে চেয়ে বলে, দুই/একদিন পরে গেলে হয় না। বাবা আমি দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো হাঁপিয়ে উঠবো। ঠিক আছে আমি রুনুকে বলে দিচ্ছি। তাই করও। 'বাবা তুমি বাইরে যাবে না।' 'দেখি শফিককে শেষ চেষ্টা করে।' কি যে বলো বাবা যে নাকি স্ত্রীর মুখই দেখতে চায় না তাকে কি করে পথে আনবে। ঠিক হবে বুঝিয়ে বাবা আমি বলি কি তুমি ঐ ব্যারিস্টার নামক অহংকারী ব্যক্তির কাছে নিজেকে ছোট করো না। একটা ভদ্র পরিবারের কুলাঙ্গার হয়েছে। তুমি আমাকে নিয়ে কোনো প্রকার টেনশন করবে না। আমি আফতাব মাস্টার শিউলী খান আর আমজাদ খানের মেয়ে আমিও অনেক শক্ত মনের মানুষ ভেঙে যাবো তবু মচকাবো না।'

পারভীনকে অফিসে দেখে সকলেই মহা খুশি অনেকেই ফুলের তোড়া মালা দিয়ে ম্যাডামকে অভিনন্দন অভিবাদন জানালেন রুনু বৌমনি এক দুদিন পরে এলে হতো না। না ভাই বাবার বড় কষ্ট হয় বয়স হচ্ছে যেহেতু আমি এখন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত উনার ছেলের স্ত্রী সেই পরিচয়ে না হয় বাবাকে কষ্ট হতে কিছুটা মুক্তি দেই। সকলের উদ্দেশ্যে আপনারা আপনাদের নিয়মে কাজ করুন তবে যেখানে আমাকে প্রয়োজন হবে আমার নিকট হতে জেনে নিবেন। এভাবে কয়েকদিন কেটে গেলো আমজাদ খানও শফিককে বুঝাতে ব্যর্থ হলেন। শফিক ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়ার জন্য আমজাদ খানকে জানালো। আমজাদ খান ভালো মন্দ কোনো উত্তর বা কথার প্রতিবাদ করলো না। পারভীন তো নয়। পারভীন অফিস ভার্সিটি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কারণ পারভীনের ধারণা তাকে অনেক বড় হতে হবে অনেক বড়। শুধু আমজাদ খানের পরিচয়ে নয় নিজের পরিচয়েও সমাজে বড় হতে হবে। এর মধ্যে রবিবার সকল বন্ধু-বান্ধবী অনেকেই এলো সারাদিন ভর পারভীন রান্না-বান্না করে রেখে সবাই পারভীনের সাথে কথা বার্তা বলে সাক্ষাত পরিচয় হয়ে খাওয়া দাওয়া করে অনেক অনেক আনন্দিত হলো। কিন্তু শফিকের মন পারভীনসহ কেউ গলাতে পারেনি। রঞ্জন চৌধুরী

হটাৎ সরকারি বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকাতে বিয়েতে আসতে পারে নাই। তবে এর মধ্যে একদিন আমজাদ খান ইংল্যান্ডে রঞ্জন চৌধুরীকে টেলিফোন করে বিস্তারিত ভাবে জানালেন রঞ্জন চৌধুরী বলে আমি এখানে যা যা ব্যবস্থা করার করছি। তুই আমাকে শুধু বৌমার বিয়ের ছবিগুলো পাঠিয়ে দে। আর ভালো হয়েছে যে বৌমার মুখ এখনো দেখে নিই। এটা হবে সব চেয়ে কাজের প্লাস পয়েন্ট কি করি ওর বন্ধু-বান্ধবীদের দিয়ে অনেক চেষ্টা করলাম তবুও লিজার প্রেতাত্মাকে শফিকের ঘাড় হতে নামাতে ব্যর্থ হলাম। এখনো কিছুই হয় নাই তুই আমার উপর ছেড়ে দে।
এভাবে পারভীন পারভীনের মত চলছে। আর শফিক শফিকের মত এখন দুজন দুপ্রান্তের পথিক। শফিক একদিন সকাল বেলাতে বাসা হতে নিজেই ড্রাইভ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায় ওর এক বন্ধুর কাছে যে নাকি লন্ডনে থাকে। শফিকের এসব বিষয় জানে না কোনো কিছুই। তবে মিথ্যে কথা বলে বন্ধুর হতে এক লক্ষ টাকা নেয় যা লন্ডনে গিয়ে ফেরত দিবে। বন্ধুও দিয়ে দেয় যে সে জানে লন্ডনে শফিকের অবস্থান। শফিক বন্ধুর বাসা হতে বেরিয়ে এসে লন্ডন এম্বাসিতে গিয়ে পাসপোর্ট দেখিয়ে ভিসা পেতে দেরী হয় না এই কারণে যে তারা ঐখানকার সিটিজেন এবং লাল পাসপোর্টধারী। আগামীকালকে রাতের ফ্লাইট। কেউ কাউকে বুঝতে দিলো না ড্রাইভার ভোলা এয়ারপোর্টে গিয়ে জানতে পারে ছোট সাহেব চলে যাচ্ছেন। ভোলা অনেকভাবে বুঝিয়ে শফিককে ধরে রাখতে পারলো না। এমন কি এতো কথা বললো ছোট সাহেব আমি যাকে আপনার পাতে নিলেন না। কাছে ঠাঁই দিলেন না একদিন তার জন্যই কাঁদবেন তার কাছেই ফিরে আসবেন। আপনি আমার বৌমনিকে চিনলেন না কত ভালো একজন মেয়ে। শফিক বিরক্ত হয়ে ভুলা তুই আমাকে জ্ঞান দিস না ড্রাইভার ড্রাইভারের মতো থাক আর তোর বৌমনি পায়ে তলে থেকে পা চাট গে। ছোট সাহেব পা চাটা অনেক অনেক দূরের কথা প্রতিদিন বৌমনির পা ধুয়া পানি দিয়ে যদি গোসল করি তাতে তাকে শ্রদ্ধা জানানো কমতি হবে না। শফিক ঠিক আছে তুই যখন এতই প্রশংসা করছিস তবে তাকে গিয়ে বলিস যেন আমাকে ক্ষমা করে দেয়। ভুলা আবারও ছোট সাহেব আমি আপনার চেয়ে অনেক অনেক বড় তাই বলছি এখনও সময় আছে আপনি যাবেন না। শফিক আর কোনো কথা না শুনে এয়ারপোর্টের ভিতরে চলে যায়। ভুলা নিরবে নিঃশব্দে একা একা চোখের পানি ঝরলো আর দুহাত তুলে বললো আল্লাহ তুমি আমার বৌমনির উপর কি বিচার করলে। ভুলা গাড়িতে বসে এমনভাবে চিৎকার করে এই বৃদ্ধ বয়সে কাঁদছে যে তার কান্নার আওয়াজে আকাশ বাতাস ভারি হয়ে গেলো। আসলে আমজাদ খানের বাড়ির চাকর-বাকর ড্রাইভার দারোয়ান অফিস ফ্যাক্টরির সকলেই পারভীনকে এতো এতোই শ্রদ্ধা ভালোবাসে যে মনে হয় কলিজার ভিতরে স্থান পেয়েছে। রাত্রি একটাতে ভুলা এসে গেটের সামনে হর্ন দিলে আলি তাড়াড়রা করে গেটে খুলে দিলে গাড়িতে কাউকে না দেখতে পেয়ে উপর হতে পারভীন এবং আমজাদ খান দুজনে নিচে নেমে এসে ভুলার কাছ হতে জানতে চাইলে ভুলা ইংল্যান্ডে ছোট সাহেব চলে গেছে বলে জানালে পারভীন ঐখানে বসে পরে। আর আমজাদ খান ভুলাকে জিজ্ঞেস করে তোর ছোট সাহেব যে ইংল্যান্ডে যাবে তা আমাকে কেন জানালি না। বড় সাহেব আমি কি করে জানাবো তিনি ক্যান্টনমেন্টের কাছে গিয়ে বলে আমাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে চল। এয়ারপোর্টে গিয়ে কাগজপত্র দেখায়ে ভিতরে চলে গেলেন। আমি হাতে পায়ে ধরে কত বারণ করলাম কে শুনলো কার কথা। আমি বুঝিনি যে ছোট সাহেব এয়ারপোর্টে যাবে তাও তো বুঝার উপায় ছিলো না আমার পক্ষে কারণ তিনি কোনো বাক্স বস্তা কিছুই যে নেয়নি। আমজাদ কোনো কথা না বলে ভুলাকে বলে যা খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়গে। আম্মাজান এতে ভেঙে পড়লে চলবে। আমি কি মরে গেছি। চল মা ভিতরে চলো। তুমি আমাকে পনেরো দিন সময় দাও আর ধৈর্য ধরো সব

ঠিক হয়ে যাবে কাল হতে দেখতে পারবে আমজাদ খান কত ভয়ংকর মানুষ ও কি করতে পারে না পারে সব জানবে দেখবে আমজাদ খানের নেটওয়ার্ক। আমজাদ খান মায়ের অদলে ভিতরে নিতে নিতে আমার কি হবে বাবা। ভেবেছিলাম এভাবে থাকতে থাকতে আমায় দেখতে দেখতে একদিন না একদিন আমার প্রতি দয়া হবে। তুই কি বলছিস মা দেখবি একদিন তোর কাছে দয়া ভিক্ষার জন্য শফিক আসবে ক্ষমা চাইছে। আমজাদ খান হয়তো প্রকাশ করছে না কিন্তু ভিতরে ভিতরে হৃদয় দুমড়ে মুছড়ে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। এখন যদি পারভীনের সম্মুখে তা দেখায় তবে পারভীন যুতটুকু ভেঙে না পড়েছে তার চেয়ে আরও বেশি ভেঙে পড়বে।

সকাল হলো রুনুকে ডেকে এনে লন্ডনের তিনটিকে ভিসা একজনের পাসপোর্টসহ দুইদিনের মধ্যে যত টাকা লাগে ব্যবস্থা করবে। এমন একজন বিউটিশিয়ান দিবে যে সে ড্রেস মেক আপ চলন বলন যত প্রকার অত্যাধুনিক সাজ সজ্জা আছে তাকে এক মাসের জন্য কন্টাক করে নিবে কেমন। আমি আমার আম্মাজানকে ঐ পাতি ব্যারিস্টারের কাছে হেড়ে যেতে দিতে পারি না। রুনু জানতে চায় ম্যাডাম বৌমনি এখন কোথায় যে মনমানসিকতা তাতে তো অফিসম করা সম্ভব নয়। এমন সময় পারভীন এসে না রুনু ভাই আমি অফিসে আসছি। আপনি যান। রুনু কথা শেষ করে অফিসে চলে যায়। সবকিছুই ঠিক হলো বিউটিশিয়ান সবসহ লন্ডনের পথে চলে গেলেন। ওদিকে রঞ্জন চৌধুরী শফিকের হৃদয় ভেঙেচুরে একাকার করে দিয়েছে। লিজা আর শফিকের কাছে আসে না আসে না বন্ধু বান্ধবী ঐদিন লিজার সাথে দেখা হলে শফিককে চরম অপমান করে। লিজা বলে ঢাকাতে বিয়ে করে আমার সাথে ফষ্টিনষ্টি করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছো তোমাকে জুতা পিটা করা উচিত।

দুই বারে গিয়ে দেখে শুধু ছবি আর ছবি। কোন অচেনা মেয়ের ছবি যে শফিকের ছবির সাথে জুড়ে দিয়েছে। এসব কাজ আমজাদ খানের বুদ্ধিতে রঞ্জন চৌধুরী লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দুইবার সহ লিজা শফিককে স্বার্থপর অন্যান্য বন্ধু বান্ধবীকে রঞ্জন চৌধুরী হাতে নিয়েছে শফিককে যেখানেই দেখে সেখানেই অপমান অপদস্ত করা হচ্ছে। শফিক নিজেকে আর সামলিয়ে তুলতে পারছে না এ কেমন করে হলো। কি হচ্ছে আমার সাথে শফিক ভাবে। এখন বাছাধন বুঝো আমজাদ খানের ঘোড়ার আড়াই প্যাচের চাল কেমন। আমজাদ খান কাউকে হাতে মারে না, মারে বুদ্ধির খেলায়।

আমজাদ খান, পারভীন এবং বিউটিশিয়ান এখন লন্ডনে। আপাতত কয়েকদিনের জন্য রঞ্জনের কোয়ার্টারে উঠেছে ওদেরকে দুটি রুম ছেড়ে দিয়েছে একটিতে আমজাদ খান অন্যটিতে বিউটিশিয়ান আর পারভীন থাকবে আর দুটিতে রঞ্জন ও তার স্ত্রী ছেলে মেয়ে থাকে। মেয়ে ভারতে রয়ে গেছে আমজাদ খান তার দুই বাসার কোনোটাতেই উঠেনি কারণ জানাজানি হবে বলে। শফিক কোনোদিন রঞ্জন চৌধুরী কোথায় থাকে তার কোনো খোঁজ খবর নেবার প্রয়োজনই হয় নাই। বিধায় জানার চেষ্টাও করে নাই এভাবে ঢাকা হতে লন্ডনে ফিরে এলে আমার পরিনতি কি হবে। কদিন যাবত বাসায় রুমে বসে নিরবে নিভৃতে একা একা কাঁদছে। বড় লোক অর্থ সম্পদশালী ঘরের সন্তান কখনো অর্থের অভাব কি তা পরিলক্ষিত হয় না। বাবা তৈরি করা ধন সম্পদ মাগনা মাগনি পেয়েছে আর ফুর্তি মজা করে খাচ্ছে। লাগামহীন হিসাব ছাড়া। এ যাবত শফিক যে পয়সা খরচ করেছে তাতে আজ কাল বাজারে সারা বছর বিশ পচিশটি পরিবার খাওয়ালে শেষ হবে না। আমজাদ খান রঞ্জনের সাথে সলা পরামর্শ করে নিজেকে অন্য রকম ভাবে সাজিয়েছে যে বিদেশি কাবলিওয়লা। আমজাদ খান শফিকের অবস্থান এ বারের অবস্থান লিজাসহ অন্যান্য বন্ধু বান্ধবীর অবস্থান সব একে একে ঝোপ বুঝে কোপ দিয়ে সেই অবস্থান তৈয়ার করে নিলেন রাতারাতি। এখন পারভীন তৈয়ার হলেই শুরু হবে আমজাদ খানের আসল খেলা এক বলেই ছক্কা। পরবর্তী বলে বোল্ড আউট

শুধু বাকী থাকবে পারভীনের হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়া ভুল হয়েছে বলে ফিরে আসা শফিকের। পারভীনকে দেখে রঞ্জন চৌধুরী আর তার স্ত্রী মহুয়া চৌধুরী অবাক যে এই এতো সুন্দর অপূর্ব শিক্ষিত মেয়ে ফেলে রেখে চলে এসেছে। আসলে পারভীনকে যেই দেখবে সেই এক দেখাতে মুগ্ধ হয়ে যাবে। পারভীনের সাথে রঞ্জন চৌধুরীর পরিবারের সাথে অনেক আলাপ হয় রঞ্জন চৌধুরী এতো দূরে এসেছে কার অবদানের জন্য সে আলাপও করে আরও বলে যদি আমজাদ দাদা শিবুর বাবার মানে রঞ্জন চৌধুরীর পিছনে না দাঁড়াতো তবে কি যে হতো উপর আল্লাহ জানে। আমজাদ দাদা আমাদের কাছে একজন বিশাল মানুষ বলতে বলতে মহুয়া চৌধুরী কেঁদে ফেলে। উনার ঋণ আমরা জীবনেও শোধ করতে পারবো না। মা তুমি ভয় পেয়ো না আমি প্রার্থনা করি তোমার ঘর সংসার স্বামী অবশ্য অবশ্যই ফিরে পাবে। কারণ তোমার সাথে আমজাদ খানের মতো একজন মানুষ আছেন। সাত দশদিনের পারভীনকে এমন করে সুসজ্জিত ভাবে তৈরি করেছে যে চেনার উপায় নেই। চেনা যায় না সে ঢাকার মেয়ে দেখে মনে হলো ফরেনার বিদেশের কোনো কান্ট্রির মেয়ে। ড্রাইভার দিয়ে গাড়ি চালনা করাও শিখা হয়ে গেলো। আসলে যে পারে সে রাঁধতেও পারে চুলও বাঁধতে পারে। পারভীনকে সব কিছু এক এক করে সমাজের উচ্চতর মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলো বিউটিশিয়ানের মাধ্যমে আমজাদ খান। এখন বাছাধন আমজাদ খানের সাথে মাঠে নেমে এসে খেলা শুরু করো দেখ কোনো পোস্টে কে গোল দেয়। বিউটিশিয়ানের দায়িত্ব শেষ, পারভীনকে নিয়ে একদিন ট্রায়াল দিলে যেখানে রঞ্জন চৌধুরী আমজাদ খান কাবলিওয়ালার বেশে পোশাক পরিচ্ছদ পরিহিত অবস্থায় উনি একদিন বারে বান্ধবী লিজাসহ চেনা বন্ধু বান্ধবী এলো পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত এবং আলাপ অনুযায়ী পারভীনের পক্ষ হতে বিরাট পার্টি লঞ্চও করলেন। এতে এখানে শফিকের সকল বন্ধু বান্ধবীকে লিজা সহ আমন্ত্রণ জানানো হলো। একে একে সবাই এলো পারভীন জমকালো ড্রেসে বিউটিশিয়ানের সাথে প্রবেশ করে। এক অভূত পরিস্থিতি। সকলেই পারভীনকে দেখে পাগল। রঞ্জন চৌধুরী ও আমজাদ খান আড়াল হতে ঠিক আড়াল নেই একটু গোপনে অবস্থান করছে। পুরা বার লাইটিং এবং ফুলের মাধ্যমে সাজিয়েছে যে কেউ দেখলে বিস্মিত হবে কেউ কেউ অবাক দৃষ্টিতে দেখে তাক লেগেছে। কেউ কেউ বলাবলি করছে এ আয়োজন কোটি পতি হতে আরও বড় কোন কোটিপতির ব্যাপার। তাছাড়া সবার জন্য উন্মুক্ত যে আসবে সেই ভোগ করতে পারবে এই আয়োজনের সব কিছু। সবার এক দৃষ্টিতে পারভীনের দিকে চোখ। এক পাগল করার মতো রূপ ছবিতে যা দেখছি তা বাস্তবে তার চেয়ে আরও অনেক বেশি। পারভীন সব কথাই ইংরেজিতে বলছে লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান আপনারা যার যার জায়গাতে বসুন। এখানে যা আয়োজন হয়েছে তা সর্বজনীন। বিয়ারা আপনাদের টেবিলে টেবিলে পৌঁছে দেবে। তবে অতিরিক্ত মাতলামী করে খাবারগুলো অপচয় করো না। শফিক বার বার মঞ্চে যাওয়ার জন্য উঠে আর বসে কিন্তু বন্ধু বান্ধবীগণ ওকে ওর জায়গা হতে উঠতে দিচ্ছে না। এমন সময় লিজা এসে শফিকের সাথে হট্টগোল বাঁধিয়েছে বলছে না। নেশাখোর আমাদের সাথে ফষ্টিনষ্টি করে ঢাকাতে বিয়ে করেছিস আর সেই মেয়েকে তুই ফেলে এখানে চলে এসেছিস এই বলে লিজা শফিককে মারতে উদ্ধত হবে কিন্তু বন্ধু-বান্ধবীরা তা হতে দেয়নি। সেই মুহূর্তে পারভীন এসে শফিককে উদ্ধার করে নিজের আয়ত্বে নিয়ে নে। শফিক পারভীনের এহেন উপকার দেখে অবাক হযে পড়ে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী আজকে মত কিন্তু পারভীন যে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে এসেছে শফিক তা বুঝতে পারে নাই। রঞ্জন চৌধুরী আমজাদ খান ভীষণ খুশি। না শফিককে কন্ট্রোলে আনতে পারবে ও যে টেকনিক অ্যাপ্লাই করেছে। এদিকে লিজা তার বান্ধবী-বন্ধুকে নিয়ে এসে ভিষণরূপে শফিককে পুনরায় অপমান অপদস্ত করলে। এখানে রঞ্জন চৌধুরীও

আমজাদ খান বারের লোকের পরিচয় দিয়ে কিছু পাউন্ড দিলে চলে যায় ঠিক সেই মুহূর্তে শফিক তার নিজের কথা বললো লিজাকে অর্থলোভী পাপিষ্ট বেইমান চরিত্রহীন বলে যা ইচ্ছা না তাই গালাগালিজ। ‘তোরা তোদের দেহ বিক্রয় করতে এসেছিল আমার কাছে কিন্তু আমি তোদের পথে পা দেইনি তার তোরা আমার সব অর্থ চুষে চুষে খেয়েছি, তোরা আমাকে একবারে নিঃস্ব করে দিয়েছিস। লিজা তোকে ভালোবেসেছিলাম বলে আবার তোর কাছে ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু আমার বিশ্বাস ভেঙে দিয়েছিস বলতে বলতে হঠাৎ করে মাথা ঘুরে পড়ে গেলে পারভীন আমজাদ খানের কাছে এসে দ্রুত ধরাধরি করে শফিক যে বাসাতে থাকে সেই বাসাতে অর্থাৎ নিজেদের বাসাতে নিয়ে আসেন এদিকে রঞ্জন চৌধুরী সবার উদ্দেশ্যে, ‘আপনারা ইনজয় করুন। সকলেই খাওয়া দাওয়া সেরে তারপর যাবেন।’ রঞ্জন বিউটিশিয়ানকে নিয়ে ওদের গাড়ির পিছনে পিছনে চলে আসে। শফিককে তার বেডে শুয়ে দেয়। পারভীন বলে, বাবা ওরতো কিছু হবে’ না না আম্মাজান দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই কারণ ঢাকা হতে লন্ডনে এসে ওর উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে সেজন্য তা ছাড়া খাওয়া দাওয়া নানা ধরনের চাপ নিতে পারে নাই, পারেনি লিজার অপমান। রঞ্জন চৌধুরী বলল, এখন আর ভয় নেই তুমি আছো তোমার বাবা আছে আমরা সকলেই আছি দেখবে তোমার সেবা পেলে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি যাই বাসা হতে তোদের সবকিছু নিয়ে আসি। তার সাথে খাবার।’ পারভীন বলল ‘না না খাবারে দরকার নেই। রাতে খাবার বারের হতে দিয়ে যাবে যদি বাবা বলে দেন।’ আচ্ছা বলে দিচ্ছি। আগামীকাল বাসাতেই ব্যবস্থা হবে। আপনি বরং কাকী মাকে শিবকে সাথে করে নিয়ে আসুন। রঞ্জনের সাথে দারোয়ান আনতে কে এবং বিউটিশিয়ান বিউটিকে ড্রাইভারসহ পাঠিয়ে দেই। পারভীন প্রায় অর্ধরাত ধরে বাসা বাড়ি গোছগাছ করে নেই। এমনভাবে সুসজ্জিত করেছে যে যে কেউ দেখলে ভালো লাগবে। পারভীন আমজাদ খানকে বললেন বাবা একজন ডাক্তার। না তার প্রয়োজন নেই ক্লান্ত শরীর একটু ঘুমাতে পারলে দেখলে আগামীকালকেই সুস্থ হয়ে যাবে। তুমি বরং মাঝে মধ্যে চামচ দিয়ে স্যালাইন মুখে দিয়ে দিবে। বাবা। আরে বোকা মেয়ে তুমি কিছুই চিন্তা করবে না বললাম না।

সারারাত পারভীন শফিকের পাশে বসে রাত কাটিয়ে দিলো। কোন প্রকার ঘুমানোর চেষ্টাও করলো না। রাতভর সেবা শুশ্রূষা করে চলছে। হঠাৎ ভোর রাতে শফিক নড়াচড়া দিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ে। আমজাদ খান এক রুমে বিউটিশিয়ান রঞ্জন চৌধুরীর বাসা হতে কিছু নিয়ে দারোয়ানের দেখানো রুমে গিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে।

এর মধ্যে আফতাব শিউলি খান ঢাকাতে এসে একরাত্রি থেকে পুনরায় গ্রামের বাড়িতে চলে যায এবং বিস্তারিত সকল কিছুই জানতে পারে। আমজাদ খান সহ পারভীন বিগত কয়েক দিন যাবত লন্ডনে অবস্থান করতেছে। যদিও চিন্তিত কিন্তু পারভীনের সাথে শ্বশুর আমজাদ খান আছে বলে কোন প্রকার টেনশন আপাতত নেই। রুনুর সাথে আমজাদ খানের টেলিফোনের মাধ্যমে কথা হলো লন্ডন হতে গোছগাছ করে আসতে তিন চার দিন লাগবে। রুনু জানালো আমাদেরকে আগেই জানাবেন ‘ওনা দেবার আগে।’ ‘অবশ্যই’ রাত গিয়ে ভোর ভোর গিয়ে সকাল হলো। লন্ডনের আকাশে সূর্য উঠে এসে তার আলোক রশ্মি শফিকের বিছানাতে পড়লো। অন্য দিকে পারভীন শারীরিক ক্লান্তির জন্য ফ্রেস হতে ওয়াশরুমে গিয়েছে। পারভীন ফ্রেস হতে বসে দারোয়ানকে ডেকে ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করে টেবিলে সাজিয়ে রাখলো। আমজাদ খানও উঠে বেলকনিতে এসে বসতেই শফিকের ঘুম ভেঙে দেখে তার নিজের বাসাতে কে নিয়ে এলো কি হয়েছিলো। মুহূর্তের মধ্যে বারের কথা চিন্তা করতেই। আমার সাথে ছবির মেয়েওকে কোনো হতে এসেছে নানা প্রশ্ন মনের ভিতর ঘুর

পাক খাচ্ছে এমন সময় পারভীন রুমে যেতে উদ্ধত হলে দেখে যে শফিক রুমে আছে। পারভীন দেখেই দৌড়ে এসে আমজাদ খানে কাছে পৌঁছে যায় এবং শফিক যে ঘুম ভেঙে বসে আছে জানালো। আমজাদ খান আপাতত পারভীনকে শফিকের মুখামুখি না হতে বলে। সেই সাথে না বলা পর্যন্ত যে অপেক্ষা করে। পারভীন যেভাবে পলায়ন করে বিউটিশিয়ানের রুমে গিয়ে লক করে দেয় শফিক আস্তে আস্তে উঠে হাঁটতে হাঁটতে ঘরের পরিপাটি দেখে অবাক হয় এ কে করেছে এতো সুন্দর করে। এক কক্ষে থেকে অন্য কক্ষ এভাবে সাজানো গোছানো দেখে শফিক দারোয়ান সুবাহানকে ডাক দিয়ে বলে 'কিরে সুবাহান এ বাসার সর্বত্র এলোমেলো ছিলো। কিন্তু ঘর দোয়ার কে এমন সুন্দর করে সাজিয়েছে।' দারোয়ান বলে, আমি জানি না ছোট সাহেব তবে কি ভূত প্রেত এসেছিলো। না ছোট সাহেব, বলতে না বলতে আমজাদ খান পিছনে এসে দাঁড়ালে দারোয়ানকে ইশারা দিলেন শফিক পিছন ফিরে তাকিয়ে বাবাকে দেখে 'বাবা তুমি' জড়িয়ে ধরে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে কিছুক্ষণ জড়িয়ে ধরে রাখে তার পর ছেড়ে দিয়ে 'বাবা তুমি আমাকে মাফ করে দাও আমি বুঝতে পারিনি। বড় অন্যায় করে ছিলাম আমি ভুলে গিয়েছিলাম এই নোংরা পলিটিক্সে পড়ে যে আমি বিখ্যাত ব্যবসায়িক জগতে রয়েল বেঙ্গল আমজাদ খানের ছেলে।' 'এখন কি করতে চাও' আমজাদ খান শফিককে প্রশ্ন করলে 'আমি তোমার সাথে দেশে ফিরে যেতে চাই। তোমার পছন্দ করা মেয়ের সাথে সংসার করতে চাই। উত্তরে সে যদি তোমার সাথে সংসার করতে রাজী না হয় ওকে যতটুকু চিনেছি জেনেছি। বলতে দ্বিধা নেই বাবা লজ্জার কথা আমার মনে হলো সারারাত ঘুমের ঘোরে পারভীনের পারফিউমের গন্ধ আমার নাাকে এসেছে আমার স্মৃতিতে পেয়েছি ওর দেখা।

'সে তোমার কল্পনা।

না বাবা এ রিয়াল।

তবে কেন ফেলে এলে বাবার কথা অগ্রাহ্য করে। আবার যদি এমনটি করো

এই আমি মায়ের ছবি ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি আমি ঘরে যাবো।

তবে বেশ রঞ্জন মহুয়া ওরা আসুক তারপর কি করা যায় ভেবে চিন্তে পরবর্তী যা যা করণীয় করা যাবে এখন যাও ফ্রেস হয়ে ব্রেকফাস্ট করতে টেবিলে এসো।' বাবা একটা কথা জানতে পারি কি এতো মনোরম সুন্দর করে এই বাসাকে সাজিয়েছে? দারোয়ান সুবাহান আমি আমরা বলে কাউকে দিযে করিয়ে রেখেছে। 'তা হতেই পারে না কারণ আমি যখন কক্ষে হতে বাইরে চলে যাই কতখন এমনটি ছিলো না। তাছাড়া সেও পরে দেকা যাবে। বলছি তুমি ফ্রেস হয়ে ডাইনিং টেবিলে এসো। এমন সময় রঞ্জন, মহুয়া, শিবু আসে। মহুয়া কি বাবা বেটায় মিলন হলো তবে অবশেষে। 'মহুয়া এসো এসো শিবু আয়।' রঞ্জন কি রে বন্ধু পারভীন কোথায়। 'ঐ রুমে' মহুয়া তুমি যাও পারভীনকে সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরি করে তুমি টেবিলে নিয়ে এসো আমরা একত্রে ব্রেকফাস্ট করবো। কিছুক্ষণের মধ্যে মহুয়া বিউটিশিয়ান, পারভীনকে সাজিয়ে গুছিয়ে চমৎকার একটা পছন্দ সই শাড়ি পরিয়ে এনে টেবিলে বসালো। শফিক দাঁড়িয়ে পড়ে মনে মনে বলে কেউ ওর মুখ খুলেছে না কেন ও সেই গন্ধ সেই পারফিউম। আমজাদ খান শফিকের দাঁড়িয়ে থাকা দেখে বসতে বলে। শফিক কিছুই একটা বলবে বলবে কিন্তু বলার সুযোগ পাচ্ছে না। রঞ্জন চৌধুরী শফিকের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে 'তুমি কি কিছু বলবে বলে ভাবছো। কি বলবে বলো বল শফিক। হাসছে। শফিক নির্বাক চোখে চেয়ে দেখছে না বলতে পারছে ওকে ওর মুখখানা দেখি' না গিলতে পারছে। মহুয়া আমজাদ খানকে উদ্দেশ্য করে দাদা এই বারের মেয়ের সাথে শফিক একান্ত ভাবে ওর কক্ষে নিয়ে কথা বলুক। হ্যাঁ তাই ভালো। আমরা না হয় একটু পরে ব্রেকফাস্ট করি। ঠিক আছে তাই হোক। পারভীন চুপচাপ মুখে কোনো কথা নেই। শফিক লাফিয়ে উঠে বলে, 'না আমি আর

ভুল করতে চাই না বাবার পছন্দের মেয়েকে নিয়ে আমি ঘর সংসার বাধতে চাই। আমার বাঙালি মেয়ে চাই সেই গ্রামের মেয়ে পারভীন আমার কাছে অনেক ভালো।' 'সেতো তোমাদের তথাকথিত লন্ডন শহরের মেয়েদের মত না সে সাংঘাতিক রকমের ব্যাঙালি।' আমার তাকেই প্রয়োজন সেই ভালো।' বাবা বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করেছে আমার দাদাও তারপর আমি তাছাড়া রঞ্জন কাকা মহুয়া কাকীকে। আমার চোখ খুলে গেছে। তাই তবে দেখতো এই চোখ দুটি আগের কোনো বাঙালি গ্রাম্য মেয়ে হয়তো সে সময় মুখ দেখনি কথা তো শুনেছিলে। পারভীনের মাথা হতে ঘোমটা খুলে দিতে শফিকের দেহ মন সব কিছু বিদ্যুতের মত চমকে উঠলো। পারভীন দৌড়ে গিয়ে শফিকের কক্ষে প্রবেশ করলে পিছনে পিছনে শফিক এলো। এখন কেন পিছু নিয়েছেন কেউ সেদিন তো ভাবেন নাই আমি যে মেয়েটি ফেলে রেখে এলাম তার কি অবস্থা হবে তার ভবিষ্যত কি সে স্বামী ব্যতিত যেমন করে পথ চলবে আর আপনি কেন আমাকে কষ্ট দিলে কেন রেখে এসে এতো দূর নিয়ে এলে। শফিক আমি তোমার সাথে এসবের কিছু করতে চাই নি। তবে যে মাথাতে কি খেলা করছিল তা তোমাকে বুঝতে পারবো না। সেদিন মনে করেছি এই অর্থ লোভী লিজারা বুঝি সত্যের পথে চলছে বলুন আমাকে আপনার পছন্দ হয়েছে না কি লিজার মত যাদু মধুর মুখখানা দেখার জন্য কাছে চলে যাবেন। শফিক পারভীনকে বলে আর আমাকে লজ্জা দিও না। পারভীন চলো বাবা কাকা কাকিমা ওরা রয়েছে। আমরা যাই। ওরা দুজন পুনরায় ড্রয়িং রুমে চলে আসে অনেক হাসি তামাশা দুপুরে খাওয়া দাওয়া সব হলো খুবই আনন্দঘন মুহূর্তে। আমজাদ খান ঢাকাতে রুনুকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে ঢাকা ফিরছি আগামী পরশু। শিবু, রঞ্জন ও মহুয়াকে বলে বাবা মা আমার তো পরীক্ষা শেষ তাই রফিক ভাইয়ের সাথে ঢাকাতে গিয়ে ঘুরে আসি। না এখন না। রঞ্জন চৌধুরীর পরিবারের ঢাকাতে ফেরা হলো না। লন্ডনে চাকরির সুবাদে রয়ে গেলো। এরই মাঝে কথা হলো বড় কোনো বন্ধের সময় রঞ্জন চৌধুরী ঢাকাতে সপরিবারে আসবে। আমজাদ খান শফিক পারভীন বিউটিশিয়ান ওরা ঢাকাতে ফিরে এলেন। এসে দেখে বিরাট একটা বিয়ের সিলেব্রেট করার জন্য সকলকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। গ্রাম হতে গণ্যমান্য যে ব্যক্তি পারভীনের বান্ধবী এবং পারভীনের বাবা মা আসে।

আফতাব মাস্টার ও শিউলি খান এলো ঢাকাতে ব্যবসা মহলে থাকলে শফিকের বন্ধু বান্ধবী পরিবার পরিজন আত্মীয় অফিস স্টাফ দশ বারোটা ফ্যাক্টরি/কারখানার শ্রমিকদের খাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হলা। এ এক এলাহী কারবার। হয়তো এতো বড় আয়োজনে অনেকের বিবাহ হয়েছে কিন্তু এতো মন খোলাভাবে কারো আয়োজন হয় নাই। অবশেষে পারভীন শফিকের মিলন হলো এবং বর্তমানে সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করে দেওয়ার মুখ্য নায়েক আমজাদ খান সাহায্যকরা রঞ্জন চৌধুরী। এমন মানুষ যেন ঘরে ঘরে জন্ম জন্মান্তরে জন্মায়। যে নাকি সকলের জন্য নিবেদিত প্রাণ উৎসর্গকারী আত্মত্যাগ কারী।

সকলেই ভালো থাকবেন। এ আমার উপন্যাস পড়ে যদি ভালো লাগে তবে জানাবেন মোবাইলের মাধ্যমে ০১৭১২৯৫৫৩৩৪